মুহা. আনোয়ার হোসাইন

# জরুরী ফৎওয়া

## প্রথম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন,
ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ্‌সুফী,
আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

**মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)**

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী-
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ,
ফকিহ, শাহ্‌ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—



**মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)**

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

**পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন**

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার প্রেস" ইহতে মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

(নবম মূদ্রণ সন ১৪১৬)

মূল্য- ৪০ টাকা মাত্র।

الحمد لله رب العلمين والصلوة و السلام على رسوله

سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

# জরুরী ফৎওয়া

## প্রথম ভাগ

**প্রশ্ন ঃ—** খাদ্য ভক্ষণ করা কি?

**উত্তর ঃ—** প্রাণ রক্ষা হয় এবং দাড়াইয়া ফরজ নামাজ পড়িতে ও রোজা করিতে সক্ষম হয়, এই পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ ও পানি পান করা ফরজ। ইহা মোলতাকা ও মোবতাগা কেতাবে আছে। তাঃ, শঃ দোঃ ৪।১৭০।

**প্রশ্ন ঃ—** হারাম ভক্ষণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করা জায়েজ কিনা?

**উত্তর ঃ—** মৃত জীব, হারাম রক্ত কিম্বা অন্যের জিনিস ভক্ষণ করিয়া জীবন রক্ষা করা ফরজ, ইহা দোর্রোল মোখতারে আছে।

**প্রশ্ন ঃ—** যদি কেহ অতিরিক্ত ক্ষুধাতে মৃতপ্রাণী ভক্ষণ না করায় কিম্বা রোজা রাখিয়া কিছু ভক্ষণ না করায় মরিয়া যায়, তবে কি হইবে?

**উত্তর ঃ—** গোনাহগার হইবে, ইহা দোর্রোল মোন্তকা কেতাবে আছে। তাঃ, শঃ, দোঃ, ৪।১৭০।

**প্রশ্ন ঃ—** যদি অতিরিক্ত ক্ষুধাতে কাহারও প্রাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয় এবং তথায় মদ ও প্রস্রাব থাকে, তবে কোনটি পান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে।

**উত্তর ঃ—** তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, মদ পান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে। শাঃ ৫।২৩৮।

**প্রশ্ন ঃ—** যদি উক্ত অবস্থায় তাহার সঙ্গীর নিকট খাদ্য কিম্বা পানীয় থাকে, তবে কি করিবে?

**উত্তর ঃ**—বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে, ক্ষুধা ও পিপাসা নিবৃত্তি হওয়া পরিমাণ খাদ্য ও পানি তাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইবে, যদি সে বিক্রয় করিতে না চাহে, তবে বিনা অস্ত্রে তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়া উহা কাড়িয়া লইবে। যদি সঙ্গী ব্যক্তিরও ক্ষুধা পিপাসায় প্রাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তাহার জন্য কিছু পরিমাণ ত্যাগ করিবে। যদি অন্য একটি লোক তাহাকে বলে যে, তুমি আমার হস্তের মাংস কাটিয়া লইয়া ভক্ষণ পূর্ব্বক জীবন রক্ষা কর, তবে এইরূপ হুকুম করা এবং ভক্ষণ করা হালাল হইবে না, কেননা মনুষ্যের সম্মানের জন্য উহা এই অবস্থাতেও হালাল হইতে পারে না, শাঃ ঐ পৃঃ।

কাজিখানে আছে, নিজের শরীরের মাংস কাটিয়া ভক্ষণ করা জায়েজ হইতে পারে না। আঃ ৫।৩৭৪।

**প্রশ্ন ঃ**— যদি উক্ত অবস্থায় কেহ পরের জিনিস খাইয়া প্রাণ রক্ষা করে, তবে উহার মূল্য দিতে হইবে কি না?

**উত্তর ঃ**— হাঁ, উহার মূল্য দেওয়া ওয়াজেব। শাঃ ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**— কি পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ করা মোবাহ।

**উত্তর ঃ**— কাহাস্তানিতে আছে, শরীরের পুষ্টিসাধন এবং বলসঞ্চয় হয় এই পরিমাণ ভক্ষণ করা মোবাহ।

**প্রশ্ন ঃ**— কি পরিমাণ ভক্ষণ করা হারাম?

**উত্তর ঃ**— বদহজমির প্রবল ধারণা হয়, এই পরিমাণ ভক্ষণ করা হারাম, কিন্তু দুই সময় এইরূপ অতিরিক্ত ভক্ষণ করাতে কোন দোষ হইবে না। প্রথম— আগামী দিবসে রোজা রাখার ইচ্ছা করিলে, দ্বিতীয় মেহমানের লজ্জা নিবারণ করা উদ্দেশ্যে, ইহা দোর্‌রোল মোখতারে আছে।

শামি বলেন, উপরোক্ত দুইক্ষেত্রে সামন্য বেশী খাইবে, এত বেশী খাওয়া জায়েজ হইবে না যাহাতে মহা ক্ষতি হইয়া পড়ে, শাঃ, ৫।২৩৯।

**প্রশ্ন ঃ**— সংসার বিরাগীরা অল্প ভক্ষণ করিয়া থাকে, ইহা কি?

**উত্তর ঃ**— এরূপ অল্প ভক্ষণ করা যে উহাতে ফরজ এবাদত করিতে অক্ষম হয়, নাজায়েজ হইবে। আর যদি অল্প ভক্ষণে ফরজ এবাদতের বিঘ্ন না হয়, তবে মোবাহ হইবে। তাঃ, ৪।১৭০ ও শাঃ, ৫।১৩৯।

**প্রশ্ন ঃ**— যদি কোন স্ত্রী-হীন যুবক ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় কামশক্তি কমাইবার জন্য কম আহার করে তবে কি হইবে?

**উত্তর ঃ**— যদি এই পরিমাণ কম আহার করে যে উহাতে ফরজ এবাদতগুলি আদায়ের বিঘ্ন না ঘটে তবে জায়েজ হইবে। আর ফরজ এবাদত গুলি আদায় করিতে অক্ষম হইলে, নাজায়েজ হইবে। ইহা এখতেয়ার কেতাবে আছে। আঃ ৫।৩৭৩।

**প্রশ্ন ঃ**— কি পরিমাণ ভক্ষণ করা মোস্তাহাব?

**উত্তর ঃ**— তবইনোল মাহারেম কেতাবে আছে, যে পরিমাণ ভক্ষণ করিলে নফল এবাদত করার, এলম শিক্ষা করার কিম্বা শিক্ষা দেওয়ার সাহায্য হয়, এই পরিমাণ ভক্ষন করা মোস্তাহাব। -শাঃ, ৫।২৩৮।

**প্রশ্ন ঃ**— কি পরিমাণ ভক্ষণ করা মকরুহ?

**উত্তর ঃ**— উক্ত তবইনোল মাহারেমে আছে, মোবাহ পরিমাণ অপেক্ষা একটু বেশী ভক্ষণ করা যেন উহাতে বদহজমি না হয়, মকরুহ হইবে।

মোন্তাকা কেতাবে আছে, পেটকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবে, এক ভাগ খাদ্য ভক্ষণ করিতে, দ্বিতীয় ভাগ পানি পান করিবে এবং অবশিষ্ট ভাগ নিশ্বাস ত্যাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবে।

কোরআন শরিফে আছে;—

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ☆

"যাহারা কাফের হইয়াছে তাহারা সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে এবং ভক্ষণ করিয়া থাকে, যেরূপ চতুষ্পদেরা ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং দোজখ তাহাদের অবস্থিতিস্থল।

হজরত বলিয়াছেন;—

اطول الناس عذابا اكثر هم شبعا ☆

"লোকদের মধ্যে সমধিক ভক্ষণকারী ব্যক্তি সমধিক কাল শাস্তিগ্রস্ত হইবে।"

হজরত বলিয়াছেন;—

المسلم يأ كل فى معى واحد و الكافر فى شبعة امعاء ☆

মুছলমান ব্যক্তি এক পাকস্থলীতে ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং কাফের ব্যক্তি সাতটি পাকস্থলীতে (ভক্ষণ করে)।

অর্থাৎ মুছলমান ব্যক্তি দুনইয়া ত্যাগের ধারণায় শরীরের পুষ্টি সাধন পরিমাণ ভক্ষণ করিয়া তুষ্টি লাভ করে, আর কাফের কামশক্তি বৃদ্ধি ও ভোগবিলাস বাসনায় বহু ভক্ষণ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করে না।

আরও হজরত বলিয়াছেন, আদম-সন্তান যত পাত্র পূর্ণ করিয়াছে তন্মধ্যে উদর সমধিক মন্দ।

যে কয়েক মুষ্টি খাদ্য শীরদাঁড়কে সবল রাখিতে পারে, আদম সন্তানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। নিম্নোক্ত তিন বিষয় ব্যতীত প্রত্যেক বিষয়ের হিসাব লওয়া হইবে— (১) যে বস্ত্রে লজ্জাস্থান ঢাকিয়া রাখা হয়। (২) যে রুটি খণ্ডে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা হয়। (৩) যে গৃহে শীত গ্রীষ্ম নিবারিত হয়। শাঃ, ৫।২৩৮।

**প্রশ্ন** ঃ—কেহ কেহ পিত্ত বাহির করা উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত বেশী ভক্ষণ করিয়া বমন করিয়া থাকে, ইহা জায়েজ কিনা?

**উত্তর** ঃ—হাঁ, এই উদ্দেশ্যে বেশী ভক্ষণ করাতে কোন দোষ নাই। ছাহাবা প্রবর হজরত আনাছ (রাঃ) এইরূপ করিতেন, ইহাতে তাহার শরীরের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হইত। ইহা কাজিখানে আছে। আঃ, ৫।৩৭৩ ও শাঃ, ৫।২৩৯।

**প্রশ্ন** ঃ— যদি কেহ হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার ধারণায় ভক্ষণ করে তবে কি হইবে?

**উত্তর** ঃ— উহা মকরুহ হইবে, কিন্তু যদি খোদাতায়ালা কোন লোককে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া থাকেন, তবে ইহাতে কোন দোষ হইবে না।

হাদিছে আছে, আল্লাহতায়ালা স্থূলাকার বিদ্বানকে নাপছন্দ করেন, ইহার অর্থ এই যে, যে বিদ্বান নিজের হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে ইহা কথিত হইয়াছে। ইহা দোর্রোল মোন্তাকা কেতাবে আছে। তাঃ, ৪।১৭০।

**প্রশ্ন** ঃ— বিবিধ প্রকার ফল-ফুলার ভক্ষণ করাতে দোষ আছে কিনা?

**উত্তর** ঃ— ইহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু উহা ভক্ষণ না করা আফজল (উত্তম)।-দোঃ।

**প্রশ্ন** ঃ— বিবিধ প্রকার খাদ্য বস্তু প্রস্তুত করাতে দোষ আছে কিনা?

**উত্তর** ঃ— ইহা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য হইবে, কিন্তু যদি এক প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্ন হইয়া পড়ে, এই হেতু বিবিধ প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া প্রত্যেক প্রকার হইতে কিছু কিছু লইয়া এবাদত করিতে সক্ষম হওয়া পরিমাণ ভক্ষণ করে, কিম্বা যদি বহু দল মেহমানকে দাওয়াত করার ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং এক প্রকার খাদ্য দ্বারা তাহাদের খেদমত কার্য্য সমাধা হইতে পারে না, এই হেতু বিবিধ প্রকার

খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে, তবে ইহাতে কোন দোষ হইবে না এবং ইহা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য হইবে না।

রুটির মধ্যভাগ ভক্ষণ করিয়া উহার পার্শ্বগুলি ত্যাগ করা কিম্বা যে অংশ ফুলিয়া গিয়া থাকে, উহা ভক্ষণ করিয়া অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করা অপব্যয়ের এবং অহঙ্কারের মধ্যে গণ্য হইবে, কিন্তু যদি উহা ভক্ষণ করার অন্য লোক থাকে, তবে দোষ হইবে না। ইহা এখতেয়ার কেতাবে আছে।

যে খাদ্যাংশ হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়া থাকে, উহা ত্যাগ করা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য হইবে, বরং উহা উঠাইয়া লইয়া অন্য অংশের অগ্রে ভক্ষণ করিবে, ইহা আজিজে-কোরদরিতে আছে। তাং, ৪।১৭০ ও আঃ, ৫।৩৭৩।

জাহিরিয়া কেতাবে আছে যে, বিবিধ প্রকার সুস্বাদু খাদ্য এবং ফালুদা খাওয়াতে দোষ নাই। আঃ, ৫।৩৭৭।

**প্রশ্ন ঃ—** খাদ্য ভক্ষণ করার নিয়ম কি?

**উত্তর ঃ—** ভক্ষণ করার পূর্ব্বে বিছমিল্লাহ পড়া ও উহার শেষে আলহামদোলিল্লাহ পড়া সুন্নত।

যদি প্রথমে বিছমিল্লাহ পড়া ভুলিয়া যায়, তবে স্মরণ হওয়া কালে বিছমিল্লাহে আলা-আওওয়ালিহি ও আখেরিহি' বলিবে, ইহা এখতিয়ার কেতাবে আছে।

বিছমিল্লাহ পড়া কালে আওয়াজ করিয়া পড়িবে, ইহাতে সঙ্গীদিগকে উহা শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা কালে বিছমিল্লাহ পড়িবে, কিন্তু হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা কালে উহা পড়িবে না, ইহাতে কাফের হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কিনাইয়া কেতাবে আছে, হারাম খাদ্য ভক্ষণ করার পরে আলহামদোলিল্লাহ পড়িতে পারে।

আলহামদোলিল্লাহ আওয়াজের সহিত পড়িবে না, কিন্তু যদি সঙ্গীরা ভক্ষণ করা শেষ করিয়া থাকে, তবে উহা আওয়াজের সহিত পড়িতে পারে। ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

দুই হাতের কব্জা অবধি খাওয়ার পূর্ব্বে এবং শেষে ধৌত করা ছুন্নত। এক হাত ধৌত করিলে কিম্বা কেবল হাতের অঙ্গুলীগুলি ধৌত করিলে ছুন্নত আদায় হইবে না। শামি বলেন, খাওয়ার পূর্বে হস্ত ধৌত করিলে দরিদ্রতা দূরীভূত হয় এবং শেষে উহা ধৌত করিলে অপর স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করার আকাঙ্খা কমিয়া যায়। খাওয়ার পূর্ব্বে হাত ধৌত করিয়া রুমাল দ্বারা মুছিবে না, খাওয়ার

পরে হাত ধৌত করিয়া রুমাল দ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। ইহাতে খাদ্যের চিহ্ন বাকি থাকিবে না এবং বরকত নাজিল হইবে। ইহা খাজানাতোল মুফতিন কেতাবে আছে।

খাওয়ার পূর্বে মুখ ধৌত করা ছুন্নত নহে। ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

নাপাক ব্যক্তির পক্ষে দুই হাত ও মুখ ধৌত করার পূর্বে পানাহার করা মকরুহ।

হায়েজওয়ালী স্ত্রীলোকের পক্ষে উহা মকরুহ হইবে না। সমস্ত স্থলে মুখ পাক রাখা মোস্তাহাব, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

খাওয়ার পূর্বে যুবকেরা প্রথমে হস্ত ধৌত করিবে, তৎপরে বৃদ্ধেরা হস্ত ধৌত করিবে। খাওয়া শেষ হইলে প্রথমে বৃদ্ধেরা হস্ত ধৌত করিবে, তৎপরে যুবকেরা হস্ত ধৌত করিবে, ইহা মোস্তাহাব। দোর্রেমোত্তাকা ও জহিরিয়াতে ইহা লিখিত আছে।

হস্ত ধুইবার জন্য নিজেই পাত্র হইতে পানি ঢালিয়া লওয়া এবং অন্যের সাহায্য না লওয়া মোস্তাহাব। কতক ফকিহ, ওজুর ন্যায় ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা মুহিতে আছে।

যদি কেহ গন্দমের ভূষিত দ্বারা হস্ত কিম্বা মস্তক ধৌত করে, কিম্বা যে ভূষিতে ময়দা না থাকে, উহা চতুষ্পদের খোরাক হইয়া থাকে, উহা জ্বালাইয়া ফেলে, তবে কোন দোষ হইবে না। ইহা কাজিখানে আছে।

নওয়াদেরে-হেশাম কেতাবে আছে, যেরূপ খাওয়ার পরে 'ওশনান' (কিম্বা শাবান) দ্বারা হস্ত ধৌত করা হয়, সেইরূপ ময়দা ও ছাতু দ্বারা হস্ত পরিস্কার করিলে, আমাদের এমাম আবুহানিফা ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে কোন দোষ হইবে না। ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

খাইবার পূর্বে এবং শেষে লবণ খাওয়া ছুন্নত, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। ইহাতে ৭০ রকম পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। গরম খাদ্য ভক্ষণ করিবে না, উহার ঘ্রাণ লইবে না, উহাতে শব্দ হয় এরূপ ফুৎকার করিবে না, শব্দবিহীন ফুৎকার করিলে, কোন দোষ হইবে না।

পিয়ালার মধ্যভাগ হইতে না খাওয়া এবং একস্থান হইতে খাওয়া ছুন্নত, কিন্তু যদি কোন তবকে বিবিধ প্রকার ফল কিম্বা খাদ্য থাকে, তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভক্ষণ করিলে ছুন্নতের খেলাফ হইবে না।

রুমাল দ্বারা মুছিবার পূর্বে অঙ্গুলিগুলিকে চাটিয়া খাওয়া ছুন্নত, এইরূপ খাদ্যপাত্রকে চাটিয়া খাওয়া ছুন্নত। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ কোন পাত্র হইতে ভক্ষণ করিয়া উহা চাটিয়া লয়, পাত্রটি বলিতে থাকে, খোদাতায়ালা তোমাকে দোজখ হইতে মুক্তি প্রদান করুন, যেরূপ তুমি আমাকে শয়তান হইতে মুক্ত করিলে। আহমদের রেওয়াএতে আছে, উক্ত পাত্র তাহার গোনাহ মাফের জন্য দোয়া করে।

পথের মধ্যে ভক্ষণ করা মকরুহ। দাঁড়াইয়া পান করাতে কোন দোষ নাই। চলিতে চলিতে পানি পান করিবে না, কেবল মোছাফেরদিগের জন্য ইহাতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। একদমে পানি পান করিবে না, (বরং তিন দমে পানি পান করিবে)। পানিপাত্র ও মশকের মুখ হইতে পানি পান করিবে না। ইহা ফাতওয়া-গেয়াছিয়াতে আছে।

যদি কোন মাইটে পানি থাকে, তবে দরিদ্র ও অর্থশালী সকলের পক্ষে উহা হইতে পানি পান করা জায়েজ হইবে। ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। মাইট হইতে পানি বাহির করিতে যে ছোট পাত্র থাকে, উক্ত পাত্রটি কাহারও বাটিতে লইয়া যাওয়া জায়েজ নহে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। মাইট হইতে পানি তুলিয়া পরিজনের জন্য লইয়া যাওয়ার অনুমতি থাকিলে জায়েজ হইবে, নচেৎ জায়েজ হইবে না। ইহা আজিজে- কোরদারিতে আছে। আঃ, ঐ।

খাওয়ার সময় বাম পা বিছাইয়া দিবে এবং ডাহিন পা খাড়া করিয়া রাখিবে। বাম হস্ত জমিতে রাখিয়া কিম্বা কোন বস্তুর উপর রাখিয়া অথবা টেক লাগাইয়া পানাহার করা মকরুহ, ইহা ফাতাওয়া এতাবিয়াতে আছে, কিন্তু জওহরে-আখলাতি কেতাবে আছে, যদি অহঙ্কার ভাবে না হয়, তবে টেক লাগাইয়া খাওয়াতে কোন দোষ নাই। জহিরিয়া কেতাবে ইহাকে মনোনীত (ফৎওয়া গ্রাহ্য) মত বলা হইয়াছে। খোলা মস্তকে খাওয়াতে দোষ নাই, ইহাই মনোনীত মত, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

নেমকদান ও পিয়ালা রুটির উপর রাখা কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কিনাইয়া ও খোলাছার মর্ম্মে উহা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝা যায়। শামিতে ও দোর্রোল-মোন্তাকা ইত্যাদি হইতে উহা মকরুহ হওয়ার কথা লিখিত আছে। ইয়ানাবি' কেতাবে আছে যে, যে নেমকদানের লবণ দ্বারা উক্ত রুটি খাওয়া হইবে, উক্ত নেমকদান উহার উপর রাখাতে কোন দোষ নাই, ইহা সমধিক ছহিহ্ মত।

শামছোলআএম্মায় হোলওয়ানি বলিয়াছেন, যে কাগজে লবণ থাকে, উক্ত কাগজ এবং পরিপক্ক শাক-সব্জী রুটির উপর রাখা জায়েজ আছে। ইহা কিনইয়া কেতাবে আছে।

দস্তরখানের কিম্বা পিয়ালার নীচে রুটি রাখা মকরুহ কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এইরূপ হস্ত কিম্বা ছুরি রুটিদ্বারা মছহ করা এবং ছুরি দ্বারা রুটি কাটা মকরুহ কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। ইহা মুহিত ও কিনইয়া কেতাবে আছে। আঃ, ৫।৩৭২।৩৭৩।৩৭৭।৩৭৮ শাঃ, ৫।২৩৯ ও তাঃ, ৪।১৭১।

**প্রশ্ন ঃ**—পিতা পুত্রের জিনিস খাইতে পারে কিনা?

**উত্তর ঃ**—এই মছলায় মতভেদ দেখা যায়। খোলাছা কেতাবে আছে, যদি পিতা শহরে দরিদ্র অবস্থায় থাকায় পুত্রের জিনিস খাইতে বাধ্য হয়, তবে উহা খাইতে পারে, ইহার মূল্য দিতে হইবে না। আর যদি পিতা ধনবান হয়, কিন্তু ময়দানে উপস্থিত হওয়ায় খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহার পক্ষে উক্ত জিনিস খাইয়া মূল্য দিতে হইবে অর্থাৎ ছদকা স্বরূপ উহা খাওয়া হালাল হইবে না।

মোলতাকাত কেতাবে আছে, কৃপণ পুত্রের জিনিস অভাবগ্রস্ত না হইলে পিতার পক্ষে খাওয়া হালাল হইবে না। আর পুত্র দানশীল হইলে পিতা অভাবগ্রস্ত হউক, আর নাই হউক, তাহার জিনিস খাইতে পারে। আঃ।

**প্রশ্ন ঃ**—অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের কর্ত্তব্য কি?

**উত্তর ঃ**—যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এরূপ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়ে যে, উত্থানশক্তি রহিত হইয়া থাকে, তবে যে কোন ব্যক্তি তাহার অবস্থা জ্ঞাত হয়, তাহার পক্ষে তাহাকে এই পরিমাণ খাওয়ান ফরজ যাহাতে সে বাহিরে যাইতে ও এবাদতগুলি আদায় করিতে সক্ষম হয়। যদি উক্ত ব্যক্তিরা তাহাকে কিছু খাইতে না দেয়, এমন কি সে ব্যক্তি ঐ অবস্থায় মরিয়া যায়, তবে সমস্ত লোক গোনাহগার হইবে।

যদি কতকগুলি লোক উক্ত ক্ষুধায় মরণাপন্ন ব্যক্তির অবস্থায় অবগত হয়, কিন্তু তাহাদের নিকট খাদ্য সামগ্রী না থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে তাহার তত্ত্বাবধান করার জন্য অন্যান্য লোকদিগকে সংবাদ দেওয়া ফরজ। যদি তাহাদের কেহই অন্য লোকদিগকে এই সংবাদ প্রদান না করে, এমন কি সেই লোকটি ক্ষুধায় মরিয়া যায়, তবে সকলে গোনাহগার হইবে। আর যদি একজন অন্য লোকদিগকে সংবাদ প্রদান করে, তবে অবশিষ্ট লোকেরা গোনাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

দ্বিতীয়— যদি অভাবগ্রস্ত ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি বাহিরে যাইতে সক্ষম হয়, কিন্তু জীবিকা সঞ্চয় করিতে অক্ষম হয়, তবে তাহার পক্ষে বাহিরে যাওয়া ওয়াজেব। যে ব্যক্তি তাহার অবস্থা জানিতে পারে, যদি তাহার উপর জাকাত, ফেৎরা ইত্যাদি ওয়াজেব থাকে, তবে উহা হইতে সাহায্য করা ওয়াজেব।

আর যদি সে ব্যক্তি জীবিকা সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা ওয়াজেব হইবে, তাহার পক্ষে ভিক্ষা করা জায়েজ হইবে না।

তৃতীয় — যদি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি জীবিকা সঞ্চয় করিতে অক্ষম হয় কিন্তু লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহার পক্ষে তাহাই করা ফরজ হইবে। এমন কি যদি সে ব্যক্তি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা না করিয়া ক্ষুধায় মরিয়া যায় তবে আল্লাহতায়ালার নিকট গোনাহগার হইবে। আঃ, ৫। ৩৭৫।

**প্রশ্ন** —শরিকি বাগানের ব্যবস্থা কি?

**উত্তর** —যদি একটি খোর্ম্মা বাগানের দুইজন অংশীদার থাকে, আর একজন অন্যকে বলে, তুমি যাহা পছন্দ কর ভক্ষণ কর এবং যাহাকে ইচ্ছা হয় দান কর, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে যথেচ্ছা উহা ভক্ষণ করা এবং দান করা মোবাহ হইবে। ইহা ছেরাজ-অহ্যাজ কেতাবে আছে। আঃ, ঐ।

**প্রশ্ন** ঃ— মৃত মুরগির ডিম কিম্বা মৃত বকরীর দুধ হালাল কি না?

**উত্তর** — হাঁ, হালাল হইবে, ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে। আঃ, ঐ।

**প্রশ্ন** ঃ— যে গাভী কিম্বা বকরির বাচ্চা গাধার দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, উহা কি হইবে?

**উত্তর** ঃ— উহা খাওয়া হালাল হইলেও মকরুহ হইবে ইহা কিনইয়াতে আছে। আঃ, ঐ।

**প্রশ্ন** ঃ— যদি কোন ছাগল মদ পান করে, তবে কি হইবে?

**উত্তর** ঃ— কিনাইয়া কেতাবে আছে, যদি উহা পান করা মাত্র জবাহ করা হয়, তবে উহা বিনা কারাহাত হালাল হইবে। আর যদি বিলম্ব হয়, তবে বিষ্ঠাখাদক মুরগীর ন্যায় উহার ব্যবস্থা হইবে। ঐ কেতাবে ঐ পৃষ্ঠা।

দোর্রোল-মোখতারে জয়লয়ি ও শরহে-অহবানিয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, মদ পান করা মাত্র উহা জবাহ করিলে, উহা খাওয়া মকরুহ হইবে। শামি বলেন, মকরুহ তহরিমি হইবে। শাঃ ৫।২৪০।

**প্রশ্ন** ঃ— গোস্তে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জন্মে, উহা পরিপক্ক মৎস্য কিম্বা গোস্তের ঝোলে (শুরয়াতে) পতিত হইলে কি ব্যবস্থা হইবে।

**উত্তর** ঃ—উক্ত ঝোল নাপাক হইবে না, কিন্তু উক্ত কীট খাওয়া হালাল হইবে না। এইরূপ যদি উক্ত কীট পচিয়া যায়, তবে উহা নাপাক হইবে না। কিন্তু কীট ফেলিয়া দিতে হইবে। ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন** ঃ— যদি মৎস্য কিম্বা গোস্তের ঝোলে মনুষ্যের ঘর্ম্ম, শ্লেষ্মা কিম্বা অশ্রু পতিত হয়, কি হইবে?

**উত্তর ঃ**—তবে উহা নাপাক হইবে না। ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**— যদি পানিতে বৃক্ষপত্র বা কোন পাক বস্তু পড়িয়া উহা গাঢ় হইয়া যায় এবং উহার রং পরিবর্তন হওয়ায় ঘৃণিত হইয়া পড়ে, তবে উহা পান করা জায়েজ হইবে কিনা?

**উত্তর ঃ**— ইহাতে উক্ত পানি নাপাক হইবেনা এবং উহা পান করা জায়েজ হইবে। ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**— যদি কোন গোস্তের শুরবাতে নাপাক বস্তু পড়ে তবে কি হইবে?

**উত্তর ঃ**—উক্ত শুরবা নাপাক হইয়া যাইবে, এইরূপ যদি গোস্তের উথলিয়া উঠার সময় উহা পড়িয়া থাকে, তবে গোস্ত নাপাক হইবে। আর যদি ইহার বিপরীত অবস্থায় উহা পড়িয়া থাকে, তবে গোস্ত ধুইয়া ফেলিয়া খাওয়া যাইতে পারে, ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে। ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**— যে ময়দার আটা মোস্তা'মেল (ওজুর শরীর ধৌত করা) পানি দ্বারা খমির করা হয়, উহার ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ**— উহা খাওয়া জায়েজ হইবে, ইহা হাবি কেতাবে আছে। ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**— যে পানিতে বিড়াল মুখ দিয়া থাকে উক্ত পানি দ্বারা আটা খমির করিয়া রুটি প্রস্তুত করিলে উহা খাওয়া কি?

**উত্তর ঃ**— উহা খাওয়াতে কোন দোষ হইবে না, ইহা কিনইয়া কেতাবে আছে। ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**—যদি কোন রুটির মধ্যে গোবিষ্ঠা পাওয়া যায়, তবে কি হইবে?

**উত্তর ঃ**— যদি গোবিষ্ঠা শক্ত হয়, তবে উহা ফেলিয়া দিয়া রুটি খাইতে পারে, ইহাতে রুটি নাপাক হইবে না। ইহা খাজানাতোল ফাতাওয়াতে আছে। ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**— যদি যব চতুষ্পদের বিষ্ঠায় পড়িয়া যায়, তবে কি হইবে?

**উত্তর ঃ**— উট ও ছাগলের বিষ্ঠার মধ্যে যব পাওয়া যায়, তবে উহা ধৌত করিয়া খাওয়া যাইতে পারে, আর যদি গরু ও ঘোটকের বিষ্ঠার মধ্যে পাওয়া যায়, তবে উহা খাওয়া যাইবে না, ইহা মুহিত ছারাখছিতে আছে। আঃ, ৫।৩৭৬ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**— যে পুষ্করিণীতে অনবরত মলমূত্র নিক্ষেপ করা হয়, উহাতে চাউল, মুগ-মুশরীর ডাউল ধৌত করা কি?

**উত্তর ঃ**—উহা মকরুহ হইবে, ইহা কিনাইয়া কেতাবে আছে। ঐ পৃষ্ঠায়।

**প্রশ্ন ঃ**—যদি ইন্দুরে মুখ দ্বারা গম কাটিয়া খায়, তবে উহা খাওয়া যায় কি?

**উত্তর ঃ**— হ্যাঁ, জরুরতের জন্য উহা খাওয়া জায়েজ হইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**— গোস্ত, ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল, ভাত ও শরবত দুর্গন্ধ হইলে তৎসমুদয়ের ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ**— গোস্ত দুর্গন্ধ হইলে উহা খাওয়া হারাম হইবে, ঘৃত দুগ্ধ ও তৈল দুর্গন্ধ হইলে উহা হারাম হইবে না। ভাত পচিয়া ঝাঁঝ বাহির হইলে, উহা নাপাক হইয়া যায়। শরবত দুর্গন্ধ হইলে হারাম হইবে না। ইহা খাজানাতোল-ফাতাওয়া কেতাবে আছে। ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**— হালাল পশুর গর্ভাশয় কি?

**উত্তর ঃ**— উক্ত পশু জবাহ করার সময় যদি উহার সহিত সংলগ্ন থাকে, তবে হালাল হইবে। ইহা কিনইয়া কেতাবে আছে। ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**— বৃক্ষের তলে যে ফল পড়িয়া থাকে, উহার ব্যবস্থা কি ?

**উত্তর ঃ**— যদি শহরের বৃক্ষতলে ফল পড়িয়া থাকে, তবে অন্য লোকের পক্ষে উহা খাওয়া হালাল হইবে না। কিন্তু যদি জানিতে পারে যে, উহার মালিক স্পষ্টভাবে কিম্বা প্রথা অনুসারে লোকের জন্য মোবাহ করিয়া দিয়াছে, তবে উহা খাওয়া জায়েজ হইবে।

যদি প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে ফল পড়িয়া থাকে, এক্ষেত্রে যদি উহা আখরোটের ন্যায় স্থায়ী ফল হয়, তবে বিনা অনুমতি অন্যের পক্ষে উহা হালাল হইবে না। আর যদি সত্বর নষ্ট হয় এইরূপ অস্থায়ী ফল হয়, তবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। ছদরে শহিদ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি মালিকের পক্ষ হইতে স্পষ্টভাবে কিম্বা দেশে প্রথা অনুসারে নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তবে মনোনীত মতে উহা খাওয়া হালাল হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। পক্ষান্তরে ফাতাওয়ায়-গেয়াছিয়াতে আছে, যতক্ষণ উহা মালিকের সম্মতি বুঝিতে না পারে, ততক্ষণ মনোনীত মতে উহা খাওয়া হালাল হইবে না।

আর যদি পল্লীগ্রামে হয়, এক্ষেত্রে যদি উহা স্থায়ী ফল হয়, তবে অন্যের পক্ষে মালিকের বিনা অনুমতিতে খাওয়া জায়েজ হইবে না। আর যদি নষ্ট প্রায় ফল হয়, তবে মনোনীত মতে যতক্ষণ না নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ খাওয়া হালাল হইবে। উহা মুহিত কেতাবে আছে।

উক্ত ব্যবস্থা ফল খাওয়া সম্বন্ধে হইবে, কিন্তু বৃক্ষতলে যে ফল পড়িয়া থাকে, উহা কুড়াইয়া লইয়া যাওয়া জায়েজ হইবে না ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে জামেয়োল 'জাওয়ামে' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ—** বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িয়া খাওয়ার ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ—** বৃক্ষের যে ফল আছে, তাহা কোন স্থানে মালিকের বিনা অনুমতিতে পাড়িয়া লওয়া উচিত নহে, কিন্তু যে স্থানে বহু পরিমাণ ফল থাকে এবং জানিতে পারে যে, উহা পাড়িয়া খাইলে মালিকদের পক্ষে কষ্টকর হইবে না, এক্ষেত্রে উহা পাড়িয়া খাওয়া জায়েজ হইবে, কিন্তু উহা সঙ্গে লইয়া যাওয়া জায়েজ হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

**প্রশ্ন ঃ—** বৃক্ষপত্রের ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ—**যে বৃক্ষপত্র পথে পড়িয়া থাকে যদি উক্ত পত্রের দ্বারা তুৎপত্রের ন্যায় উপকার সাধিত হয়, তবে উহা কুড়াইয়া লওয়া জায়েজ হইবে না। যদি উহা লইয়া যায় তবে উহার মূল্য দিতে বাধ্য হইবে। আর যদি তদ্দারা ঐরূপ উপকার না হয়, তবে উহা কুড়াইয়া লওয়া জায়েজ হইবে এবং উহার মূল্য দিতে হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। -ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ—** নদীতে কোন ফল কিম্বা কাষ্ঠ পাইলে, উহার ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ—**নদীতে ভাসমান ফল অল্প হউক আর বেশী হউক, উঠাইয়া লইয়া খাওয়া জায়েজ হইবে। ইহা মুহিতে -ছারাখছিতে আছে। যদি ভাসমান কাষ্ঠ মূল্যবান হয়, তবে যে কেহ উহা ধরিয়া লইলে হালাল হইবে, আর যদি উহা মূল্যবান না হয়, তবে উহা ধরিয়া লওয়া জায়েজ হইবে না ইহা ছেরাজিয়া, খোলাছা ও মুহিতে ছারাখছিতে আছে। -ঐ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ—** যদি কতকগুলি আখরোট ফল কোন স্থানে পড়িয়া থাকে, তবে কি ব্যবস্থা হইবে?

**উত্তর ঃ—** ফাতাওয়াতে আছে, আবুবকর বলিয়াছেন, যদি কতকগুলি আখরোটফল যাহা কিছু মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে, কেহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পড়িয়া আছে দেখিয়া সংগ্রহ করিয়া লয়, তাহার পক্ষে উহা খাওয়া জায়েজ হইবে। আর যদি একস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া সংগ্রহ করিয়া লয় তবে উহা 'লোক্তা'র ব্যবস্থা হইবে যদি সে দরিদ্র হয় তবে উহা ছদকা স্বরূপ খাইতে পারে। আর যদি মালদার হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা খাওয়া হালাল হইবে না। ফকিহ (আবুল্লাএছ) বলিয়াছেন, মূল্যবান আখরোটগুলি এক স্থানে পাউক, আর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাউক,

উহা লোক্তা'র ব্যবস্থা হইবে। মালদার হইলে তাহার পক্ষে উহা খাওয়া হালাল হইবে না। ইহা হাবি কেতাবে আছে। আঃ, ঐ।

**প্রশ্ন ঃ—** কবরস্থানে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, উহার ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ—** উক্ত স্থানটি কবরস্থান স্থির করার পূর্ব্বে যদি উক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে জমির মালিক উক্ত বৃক্ষকে যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারে।

আর যদি উহা মালিক বিহীন পতিত জমি হয়, তৎপরে উক্ত পল্লীবাসিগণ উহা কবরস্থান করিয়া লয়, তবে উক্ত বৃক্ষ এবং উহার তলস্থ জমির ব্যবস্থা পতিত জমির ব্যবস্থা হইবে।

আর যদি একটি স্থান কবরস্থান করার পরে তথায় কোন বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে উহা বৃক্ষ রোপনকারীর অধিকার ভুক্ত হইবে, কিন্তু তাহার পক্ষে উহার ফল কিম্বা বৃক্ষের মূল্য দান করা উচিত। আর যদি বৃক্ষটি নিজেই উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে উহার ব্যবস্থা শরিয়তের কাজির উপর ন্যাস্ত থাকিবে—যদি কাজি উক্ত বৃক্ষ কাটিয়া উহার মূল্য কবরস্থানে ব্যয় করা উত্তম বুঝেন তবে তাহাই করিবে। ইহা ফাতাওয়ায় কাজিখানে আছে।-আঃ, ঐ।

**প্রশ্ন ঃ—** কোন সময় মালদারে ছদকার জিনিস খাইতে পারে কি না?

**উত্তর ঃ—**যদি কোন দরিদ্র কোন অর্থশালীকে বলে যে, আমি এই ছদকার বস্তু তোমার জন্য মোবাহ করিয়া দিলাম, তবে উক্ত অর্থশালীর পক্ষে উহা খাওয়া হালাল হইবে কিনা, ইহাতে বিদ্যানগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে।

আর যদি কোন দরিদ্র কোন অর্থশালীকে ছদকার জিনিস মালিক করিয়া দেয়, তবে তাহার পক্ষে উহা খাইতে কোন দোষ নাই।

যদি কোন মোছাফেরকে কিছু ছদকা দান করা হইয়া থাকে, তৎপরে মোছাফের নিজের টাকাকড়ির নিকট পৌছিয়া যায়, এবং উক্ত ছদকার বস্তু তাহার নিকট স্থায়ী থাকে, তবে তাহার পক্ষে উহা খাওয়া হালাল হইবে।

যদি কোন দরিদ্র ছদকা প্রাপ্ত হয়, তৎপরে সে মালদার হইয়া যায় এবং উক্ত ছদকার বস্তু স্থায়ী থাকে, তবে তাহার পক্ষে উহা খাওয়া হালাল হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।-আঃ ঐ।

**প্রশ্ন ঃ—** মৃত্তিকা খাওয়া কি?

**উত্তর ঃ—**ফাতাওয়ায় আবুল্লাএছে আছে, মৃত্তিকা খাওয়া মকরুহ্। শামছোল-আয়েম্মায় হোলওয়ানি বলিয়াছেন, যদি কেহ আশঙ্কা করে যে, উহা খাইলে পীড়ার সৃষ্টি হইবে, তবে তাহার পক্ষে উহা খাওয়া হালাল হইবে না, মৃত্তিকা

ব্যতীত যে কোন বিষয় ব্যাধির সৃষ্টি করে, উহা খাওয়া হালাল হইবে না। উহা যদি সামান্য একটু খায় কিম্বা দৈবাৎ উহা খায় তবে কোন দোষ হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

মক্কা শরীফ হইতে যে খাকে শেফা (খাকে হামজা) আনয়ন করা হয়। উহা খাওয়াও একই প্রকার মকরুহ হইবে। ইহা জওয়াহেরোল ফাতাওয়াতে আছে। কতক ফকিহ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন যে, খাকে বোখারা ইত্যাদি খাওয়া কি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যে পরিমাণ খাওয়ায় ক্ষতিকর না হয়, উহা খাওয়াতে দোষ নাই। মৃত্তিকা খাওয়া আছলি হারাম নহে, বরং ব্যাধি সৃষ্টি করা হেতু উহা মকরুহ হইয়াছে। এবনোল-মোবারক বলিয়াছেন, (কাজি) এবনো-অবিলায়লা মৃত্তিকা খাওয়ার জন্য দাসীর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিতেন। আবুল কাছেম বলিয়াছেন, মৃত্তিকা খাওয়া জ্ঞানীদিগের কার্য্য নহে, ইহা হাবি কেতাবে আছে।

যে স্ত্রীলোক মৃত্তিকা খাওয়ার জন্য তাহার সৌন্দর্য্যের হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে খাইতে নিষেধ করা হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। আঃ। ঐ।

**প্রশ্ন ঃ—** পিতা কাফের কিম্বা খ্রীষ্টান হইলে পুত্রের পক্ষে কি কি কার্য্য করা জায়েজ নহে?

**উত্তর ঃ—** পুত্র কাফের পিতাকে মদ পান করাইতে পারে না এবং তাহাকে মদের পাত্র দিবে না, বরং তাহার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইবে। তাহাকে গির্জ্জাঘরে লইয়া যাইবে না, বরং তথায় যাইতে নিষেধ করিবে। যে ডেগে মৃত কিম্বা শূকরের মাংস না থাকে, উহাতে রন্ধন করার জন্য অগ্নি জ্বালাইয়া দিতে পারে কিন্তু উহা থাকিলে পারিবে না। যে খাঞ্চাতে মদ থাকে এবং মৃত জিনিস খাওয়ান হয়, উহার নিকট কোন মুছলমান উপস্থিত হইবে না। ইহা ফাতাওয়া - এতাবিয়াতে আছে। আঃ। ঐ।

**প্রশ্ন ঃ—** একজনের দোয়াতের কালি দ্বারা লিখিতে ইচ্ছা করিলে, অনুমতি লইতে হইবে কি না?

**উত্তর ঃ—** ছাওবি (রঃ) বলিয়াছেন, হ্যাঁ উহা পরের জিনিস কাজেই মালিকের নিকট হইতে অনুমতি লইতে হইবে। বিনা অনুমতিতে বা বিনা ইশারায় পরের দোয়াতের কালিতে লেখা পছন্দ করি না। যথাসম্ভব পরের দোয়াতের কালিতে লিখিতে অনুমতি চাহিবে না, কেননা উহা এক প্রকার ছওয়াল কিন্তু যদি তাহাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা থাকে, তবে অনুমতি চাওয়াতে কোন দোষ নাই। ইহা মোলতাকাত কেতাবে আছে। আঃ, ৩৭৮।

**প্রশ্নঃ**—প্রতিবেশীরা একে অন্যের নিকট হইতে ময়দা খামির করা আটা লইয়া থাকে, তৎপরে অনুমান করিয়া সেই পরিমাণ আটা দিয়া থাকে, ইহা জায়েজ হইবে কি না?

**উত্তর ঃ**— হ্যাঁ, জায়েজ হইবে। ইহা জওয়াহেরোল-ফাতাওয়াতে আছে।

**প্রশ্ন ঃ**— মোছাফেরেরা নিজেদের চাউল, ডাউল একত্রিত করিয়া রন্ধন করিয়া থাকে, কিম্বা সকলেই সমান পরিমাণ টাকা তুলিয়া খাদ্য সামগ্রী খরিদ করতঃ রন্ধন করিয়া থাকে, তৎপরে তাহারা কম বেশী খাইয়া থাকে, ইহা জায়েজ হইবে কি না?

**উত্তর ঃ**— হ্যাঁ, জায়েজ হইবে, ইহা আজিজে-কোর্দরিতে আছে। আঃ, ঐ।

**প্রশ্ন ঃ**—গর্দ্দভের দুগ্ধ পান করা কি?

**উত্তর ঃ**— গৃহপালিত গর্দ্দভের দুগ্ধ ও গোস্ত মকরুহ তহরিমি, ইহা মানাহ কেতাবে আছে, কিন্তু জখিরা কেতাবে উহা হারাম লিখিত আছে।

বন্য গর্দ্দভের দুগ্ধ ও মাংস হালাল। যদি বন্য গর্দ্দভ গৃহপালিত হয় এবং উহার পৃষ্ঠের উপর পালান স্থাপন করা হয়, তবে উহা হালাল থাকিবে। আর যদি গৃহপালিত গর্দ্দভ বন্য হইয়া পড়ে, তবে উহা হারাম থাকিবে। ইহা শরহে-তাহাবিতে আছে। আঃ, ৫।৩২২, শাঃ, ৫।২৩৯।

**প্রশ্ন ঃ**—ঘটকীয় দুগ্ধ কি?

**উত্তর ঃ**— ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, দোর্রোল-মোখতারের কারাহিএতের অধ্যায় উহা পান করা মকরুহ লিখিত হইয়াছে। গায়াতোল বায়ানে কাজিখান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বান বলিয়াছেন, উহা মকরুহ তহরিমি।

হেদায়া কেতাবে উহা মোবাহ বলা হইয়াছে। মানাহ কেতাবে ইহা সমধিক যুক্তিযুক্ত বলা হইয়াছে। দোর্রোল-মোখতারের 'জবাহ' এর অধ্যায় এই মত গৃহীত হইয়াছে। বাজ্জাজিয়াতে আছে, জর্জ্জানি ইহা মনোনীত মত স্থির করিয়াছেন। -শাঃ ৫।২১৪, ৫৩৯।

ঘোটকীর দুগ্ধ নেশাকর পরিমাণ পান করা সমস্ত বিদ্বানের মতে হারাম, ইহা জওহরে-আখলাতি কেতাবে আছে।-আঃ, ৫।৪৪৭।

**প্রশ্ন ঃ**—বিষ্ঠাখাদক হালাল পশুর ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ**—যে হালাল পশু অনবরত বিষ্ঠা ভক্ষণ করে, এমন কি উহার মাংস এরূপ দুর্গন্ধি হইয়াছে যে উহার নিকট উপস্থিত হইলেই দুর্গন্ধ বুঝিতে পারা

যায়, ইহার মাংস ভক্ষণ ও দুগ্ধ পান করা ঐ অবস্থায় উহার উপর কার্য্য করা, উহা বিক্রয় ও দান করা মকরুহ (তহরিমি), ইহা শরহে অহবানিয়া ও মোন্তাকা কেতাবে আছে। বাক্কালি বলিয়াছেন, উহার ঘর্ম্ম নাপাক।

এক্ষেত্রে উক্ত পশু বাঁধিয়া রাখিয়া হালাল বস্তু খাইতে দিবে, উহার দুর্গন্ধ নিবারিত হইলে, উহা খাওয়া অবাধে হালাল হইবে। উক্ত পশুর কম দিবস বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, ইহাতে মতভেদ হইবে। বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে উট এক মাস, গরু ২০ দিবস ও ছাগল ১০ দিবস বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। দোর্রোল-মোখতারে আছে, মুরগী তিন দিবস, ছাগল ৪ দিবস এবং গরু ও উট দশ দিবস বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, ইহাই সমধিক প্রকাশ্য মত। শরহোল-অহবানিয়াতে তজনিছ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, প্রকাশ্য মতে ইহাই মনোনীত মত, কেননা এই সময়ের মধ্যে উহাদের দুর্গন্ধ দূরীভূত হইয়া থাকে। ছারাখছি বলিয়াছেন, সমধিক ছহিহ মতে উহার সময় নির্দ্ধারিত করিতে হইবে না বরং যতক্ষণ দুর্গন্ধ দূরীভূত না হয় ততক্ষণ উক্ত পশুকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। দোর্রোল- মোখতারে আছে— আর যদি উক্ত পশু বিষ্ঠা ও হালাল উভয় বস্তু খাইয়া থাকে এবং উহার মাংস দুর্গন্ধ না হয়, তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে। জয়লয়ি বলিয়াছেন, এই হেতু বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, মুরগী খাওয়াতে কোন দোষ নাই, যেহেতু উহা পাক নাপাক উভয় বস্তু খাইয়া থাকে এবং উহার মাংস দুর্গন্ধ হয় না। হাদিছে আছে, নবী (ছাঃ) মুরগী খাইতেন। ফকিহ্গণ যে মরগি তিনদিন বাঁধিয়া রাখিয়া জবহ করিতে বলিয়াছেন, ইহা পরহেজগারী হিসাবে বলা হইয়াছে।- শাঃ, ৫।২৪ ও তাঃ, ৪। ১৭২।

**প্রশ্ন ঃ**— যদি কোন ছাগলের বাচ্চা শুকরের দুগ্ধ পান করিয়া প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তবে উহার ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ**—দোর্রোল-মোখতার ও জখিরার এবারতে বুঝা যায়, উহা হালাল হইবে। যেহেতু উহার মাংস দুর্গন্ধ হয় না এবং যে হারাম দুগ্ধ পান করিয়াছে, উহা পরিপাক হইয়া অস্তিত্ব শুন্য হইয়াগিয়াছে এবং উহার কোন প্রকার চিহ্ন বাকী থাকে না। কাজিখানে হাছান হইতে এইরূপ মত বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এবনোল-মোবারক বলেন, উক্ত কথার মর্ম্ম এই যে, যেরূপ বিষ্ঠাখাদক পশুকে কয়েক দিবস হালাল বস্তু খাওয়াইয়া জবাহ্ করা হয়, এই পশুকে সেইরূপ কয়েক দিবস হালাল বস্তু খাওয়াইয়া জবাহ্ করিলে, হালাল হইবে। শরহে-অহবানিয়াতে কিনাইয়া হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, কয়েক দিবস পরে জবাহ করিলে হালাল হইবে, নচেৎ উহা হালাল হইবে না।- শাঃ, ৫। ২৪০।

**প্রশ্ন ঃ**—যে ক্ষেত্রে নাপাক পানি সিঞ্চন করিয়া দেওয়া হইয়াছে উহার

শয়া কি হইবে?

**উত্তর ঃ—** আবুল-হুউদে আছে, অধিকাংশ ফকিহ্ বিদ্বানের মতে হারাম ও মকরুহ্ কিছুই হইবে না।- শাঃ, ৫।২৪০।

**প্রশ্ন ঃ—** স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ—** স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা, তৈল মর্দ্দন করা, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি। এইরূপ স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যের চামচে খাওয়া, উহার শলাই দ্বারা চক্ষে ছুরমা দেওয়া, উহার ছুরমাদান, দর্পন, দোয়াত কলম, খাঞ্চা কিম্বা ওজুর বদনা ও পাত্র ব্যবহার করা মকরুহ্ তহরিমি। উহার লোবানদানে লোবান জ্বালান ও উহার কুরছির উপর উপবেশন করা মকরুহ্ তহরিমি।

যদিও স্ত্রীলোকেরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের গহনা ব্যবহার করিতে পারে, তথাচ উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যবহারে পুরুষ লোকের সমান, ইহা কাজিখান ও তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। সোনা ও রূপার শিরস্ত্রাণ ও জেরা যুদ্ধে ব্যবহার করাতে কোন দোষ নাই ইহা কাহাস্তানি ও খাজানাতোল মুফতিন কেতাবে আছে, কিন্তু জখিরা কেতাবে আছে যে, ইহা এমাম আবু ইউছুফ ও এমাম মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ আলায়হেমার মত, এমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহে আলায়হের মতে উহা মকরুহ্।

যদি স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যের পাত্র, পালঙ্গ ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য রাখা না হয়, বরং সৌন্দর্য্যের জন্য রাখা হয়, তবে ইহাতে কোন দোষ নাই, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।- শাঃ, ৫।২৪০।২৪১, ভাঃ, ৪।১৭১।১৭২ ও আঃ, ৫।৩৭১।৩৭২।

**প্রশ্ন ঃ—** কোন পাত্র অন্য ধাতুর হয়, কিন্তু উহা স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা মণ্ডিত (জড়িত) হয়, তবে উহা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে কিনা?

**উত্তর ঃ—** যে পাত্র স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা বাঁধান হয়, যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য স্থলে মুখ দেওয়া না হয়, কিম্বা হস্ত রাখা না হয়, তবে উহা ব্যবহার করা হালাল হইবে। এইরূপ স্বর্ণ ও রৌপ্য জড়িত পালঙ্গ ও কুরছিতে বসিবার স্থানে স্বর্ণ রৌপ্য না থাকে, স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্য জড়িত কোরআন শরিফের ধরিবার স্থলে উহা জড়িতজিনে বসিবার স্থলে, উহা জড়িত রেকাবে পা রাখিবার স্থলে, উহা জড়িত লাগামের ধরিবার স্থলে, উহা জড়িত দর্পণের ধরিবার স্থলে, লোবানদানের ধরিবার স্থলে ও যাঁতার ধরিবার স্থলে ও তরবারীর কজাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য না থাকে, তবে তৎসমুদয় ব্যবহার করা হালাল হইবে। ইহা এমাম আবু হানিফা (রঃ)এর মত, এমাম আবু ইউছুফ রহমাতুল্লাহের মতে তৎসমস্ত ব্যবহার করা মকরুহ। জাদ কেতাবে আছে যে, এমাম

আজমের মত ছহিহ। ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে।

এমাম আজম ছাহেবের প্রমাণ এই যে, ছহিহ বোখারিতে উল্লিখিত হইয়াছে,- (হজরত) আনাছ (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, (জনাব) নবি (ছাঃ) এর একটি পেয়ালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ইহাতে তিনি ছিদ্র স্থলটি রৌপ্যর শৃঙ্খল দ্বারা মেরামত করিয়াছিলেন। এই মর্ম্মের একটি হাদিছ এমাম আহমদ রেওয়াএত করিয়াছেন। যদি কোন কাপড় স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা অঙ্কিত করা হয়, উহা পরিধান করা মকরুহ হইবে না, ইহা ইয়ানাবি কেতাবে আছে। শামি বলেন, যদি চারি অঙ্গুলী পরিমাণ স্বর্ণ মণ্ডিত করা হয়, তবে উহা হালাল হইবে, তদতিরিক্ত হালাল হইবে না। আবু ইউছুফ (রঃ) উহা অনুচিত বলিয়াছেন।— শাঃ, ৫/২৪২, তাঃ, ৪/৩১৭২/১৭ আঃ, ৫।২৭০। ২৭১,

প্রশ্ন ঃ— যদি কোন পাত্রে সোনা রূপা গলাইয়া উহার পানি দ্বারা গিলটি করা হয়, তবে উহা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ— সোনালী ও রূপালী করা পাত্র সমস্ত এমামের মতে ব্যবহার করা জায়েজ হইবে। শাঃ, ৫।২৪২, তাঃ, ৪/১৭৪।

প্রশ্ন ঃ—অন্যান্য ধাতুপাত্র ব্যবহার করা জায়েজ হইবে কি না?

উত্তর ঃ—লৌহ রাঙ্গ, কাষ্ট ও মৃত্তিকার পাত্রে পানাহার করাতে কোন দোষ নাই। তাঁবা ও পিতলের পাত্রে পানাহার করা মকরুহ তঞ্জিহি, যদি কলাই করা হয়, তবে উহাতে কোন দোষ নাই। মৃত্তিকাজাত পাত্রে পানাহার করা আফজল। যে ব্যক্তি মৃত্তিকাজাত পাত্র প্রস্তুত করে, ফেরেশতাগণ তাহার দর্শন লাভ করিতে আসেন। কাঁচ, বেলাওরি ও আকিকের পাত্রে পানাহার করিতে কোন দোষ নাই। এইরূপ নিলকান্ত মণি ও ইয়াকুতের পাত্র ব্যবহারে কোন দোষ নাই। শাঃ, ৫। ২৪১, তাঃ, ৪।১৭২।১৭৩ ও আঃ, ৫।৩৭১।

প্রশ্ন ঃ— কোন্ কোন্ ধাতুর অঙ্গুটি ব্যবহার করা জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ— পুরুষ লোকের পক্ষে স্বর্ণের আঙ্গুটি ব্যবহার করা হারাম। ইহা আজিজে কোদরিতে আছে। পুরুষের এক মেছকাল পরিমাণ রৌপ্যের আঙ্গুটি ব্যবহার করা জায়েজ। জামে -ছগিরে আছে যে, এক মেছকালের অধিক ওজনে করিবে না। কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, এক মেছকালের কিছু কম করিবে। হাদিছে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। হাদিছ শরিফে আছে, হজরত নবি (আঃ) এর একটি রৌপ্যের অঙ্গুটি ছিল হজরতের এন্তেকাল অবধি উহা তাঁহার হস্তে ছিল। তৎপরে হজরত আবুবকর (রাঃ) এর এন্তেকাল অবধি উহা তাঁহার

হস্তে ছিল। তৎপরে হজরত ওমার (রাঃ) এর এন্তেকাল অবধি তাঁহার হস্তে উহা ছিল। তৎপরে হজরত ওছমান (রাঃ) এর হস্তে উহা ছিল। এমন কি আরিছ নামক কূপে উহা পতিত হয়, তিনি উহার অনুসন্ধানে বহু অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু উহা প্রাপ্ত হন নাই। তাহার পর হইতে ছাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ বিরোধ ও অশান্তি সংঘটিত হয়। এমন কি শহীদ হইয়া যান। ছুলতান, কাজি, অকফের মোতাওয়াল্লি, পত্রলেখক এজাজত (অনুমতি) প্রদান কারীর ন্যায় যাহার শিল করা উদ্দেশ্যে আঙ্গুটি ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, তাহার পক্ষে শিল করা আঙ্গুটি ব্যবহার করা ছুন্নত। আর যাহার আবশ্যক নাই, তাহার পক্ষে উহা ব্যবহার না করা উত্তম ইহা তামারতাশি কেতাবে আছে।

ইহা এখতেয়ার ও খানিয়া কেতাবে আছে। কাহাস্তানি বলিয়াছেন, কের - মানিতে আছে, হোলওয়ানি নিজের কোন শিষ্যকে উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন, যখন তুমি কাজি হইবে, তখন আঙ্গুটি ব্যবহার করিও।

বোস্তান কেতাবে কোন তাবেয়ি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তিন ব্যক্তি ব্যতীত আঙ্গুটি ব্যবহার করে না। প্রথম আমীর দ্বিতীয় লেখক, তৃতীয় নির্বোধ। ইহাতে বুঝা যায় যে যাহার শিল করার আবশ্যক নাই, তাহার পক্ষে উহা ব্যবহার করা মকরুহ হইবে। নুরোল-আফছার, হেদায়া দোরার ও এছলাহ কেতাবের এবারতে বুঝা যায় যে, উহা মকরুহ তঞ্জিহি হইতে পারে। তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, অধিকাংশ বিদ্বান উহা জায়েজ বলিয়াছেন। কয়েছ বেনে আবি হাজেম, আবদুর রহমান বেনে আছওয়াদও শা'বি প্রভৃতি তাবিয়িগণ শক্তিসম্পন্ন না হইলেও উহা ব্যবহার করিতেন। ইহার উপর আমরা ফৎওয়া দিয়া থাকি।

যদি কেহ সৌন্দর্য্য ও শিল করা উভয় উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করে, তবে মকরুহ হইবে না।

যদি কেহ গৌরব লাভ উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করে তবে উহা মকরুহ হইবে।

যদি কেহ কেবল সৌন্দর্য্য লাভ উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করে তবে কি হইবে, ইহাতে মতভেদ দেখা যায়, দোর্রোল মোখতারে উহা মকরুহ বুঝা যায়, শামি কেতাবে বুঝা যায় যে, উহা মকরুহ নহে। ৫। ২৫৩। ২৫৫।

যদি রৌপ্যের আঙ্গুটিতে একটি 'নগিনা' (শিলা) থাকে। তবে উহা পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ হইবে। আর যদি উহাতে দুই কিম্বা তিনটি 'নগিনা' থাকে, তবে স্ত্রীলোকদের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ হইবে, পুরুষ লোকদের জন্য উহা ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি হইবে। ইহা ছেরাজ অহ্যাজ ও খোলাছা

কেতাবে আছে।

**প্রশ্ন ঃ**— আঙ্গুটি কিরূপে ব্যবহার করিবে?

**উত্তর ঃ**— পুরুষেরা আঙ্গুটির শিলাটি আঙ্গুলীর পেটের দিকে স্থাপন করিবে, কেননা পুরুষেরা দরকারের জন্য উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। আর স্ত্রীলোকেরা উক্ত শিলাটি আঙ্গুলীর পিঠের দিকে স্থাপন করিবে, কেননা ইহারা সৌন্দর্য্যের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা মুহিতেছারাখ্‌ছিতে আছে।

আঙ্গুটি বাম হস্তের কনিষ্ঠাতে ব্যবহার করিবে, ডাহিন হস্তের আঙ্গুলিতে ব্যবহার করা কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কাহাস্তানি ও জখিরাতে লিখিত আছে যে, ডাহিন হস্তে উহা ব্যবহার করা রাফিজিদিগের বিশিষ্ট নিয়ম। কাজেই উহা হইতে পরহেজ করা এয়াজেব। দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা বলিয়াছেন, ইহা প্রাচীনকালে তাহাদের খাস রীতি ছিল, এই জামানায় তাহাদের উক্ত রীতি বিলুপ্ত হইয়াছে। কাজেই এই জামানায় ডাহিন হস্তের আঙ্গুলীতে উহা ব্যবহার করা নিষেধ করা যাইবে না। শামায়েলে বাহান কেতাবে আছে, ফকিহ আবুল্লাএছ জামেয়োছ্ ছগির, কেতাবের টিকায় উভয় হস্তের আঙ্গুলীতে আঙ্গুটি ব্যবহার করা সমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই সত্যমত, কেননা রছুল্লাহ (ছঃ) এর হাদিছে উভয় প্রকার ব্যবহারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

**প্রশ্ন ঃ**— আঙ্গুটির উপর নকসা করা জায়েজ কি না?

**উত্তর ঃ**— হাঁ, নিজের নামের কিম্বা আল্লাহতায়ালার নামের নকসা করিতে পারে। যদি আল্লাহতায়ালার নামের নকসা করে, তবে পায়খানায় দাখিল হওয়া কালে নাগিনাটি আস্তিনের মধ্যে রাখা এবং এস্তেঞ্জা করা কালে ডাহিন হাতের আঙ্গুলীতে ব্যবহার করা মোস্তাহাব। ইহা কাহাস্তানি উল্লেখ করিয়াছেন।

উহাতে محمد رسول الله মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ' নকশা করিবে না, কেননা ইহা নবী (ছাঃ) এর আঙ্গুটির নকশা ছিল। শামায়েলে তেরমেজিতে আছে যে, হজরত নবী (ছঃ) তাঁহার আঙ্গুটির নকশার তুল্য নকশা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। হজরতের আঙ্গুটির নকশাতে তিনটি ছত্র ছিল—নীচের ছত্রে মোহাম্মাদ, তদুপরী ছত্রে রাছুল এবং সর্ব্বোপরি ছত্রে আল্লাহ অঙ্কিত ছিল।

হজরত আবুবকর (রাঃ)-এর আঙ্গুটির নকশা نعم القادر الله ছিল,

হজরত ওমারের আঙ্গুটির নকশা كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا ছিল.

হজরতের ওছমানের আঙ্গুটিতে لَنَصْبِرَنَّ اَوْ لَتَنْدَمَنَّ

হজরত আলির আঙ্গুটিতে اَلْمُلْكُ لِلّٰهِ

হজরত আবু হানিফার আঙ্গুটিতে قُلِ الْخَيْرَ وَ اِلَّا فَاسْكُتْ

এমাম আবু ইউছুফের আঙ্গুটিতে مَنْ عَمِلَ بِرَأْيِهِ فَقَدْ نَدِمَ

এবং এমাম মোহাম্মদের আঙ্গুটিতে مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

অঙ্কিত ছিল। কাহাস্তানি বোস্তান হইতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

মনুষ্য, পক্ষী বা কোন জীবের মূর্ত্তি আঙ্গুটিতে অঙ্কিত করিবে না। তাঃ, ৪।১৮২ ও শাঃ, ৫।২৫৩।২৫৫।

**প্রশ্ন ঃ**— অন্যান্য ধাতুর আঙ্গুটি ব্যবহার করা জায়েজ কি না?

**উত্তর ঃ**—লৌহ, তাঁবা, পিতল ও রাঙ্গের আঙ্গুটি ব্যবহার করা পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে হারাম, এইরূপ কাঁচের আঙ্গুটি ব্যবহার করা হারাম। উক্ত আঙ্গুটিগুলি বিক্রয় করা ও প্রস্তুত করা মকরুহ তহরিমি।

তাহাবি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত নবি (ছঃ) স্বর্ণের আঙ্গুটি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ছোনান লেখক রেওয়াএত করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী (ছঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার হস্তে পিতলের আঙ্গুটি ছিল, ইহাতে হজরত তাহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার মধ্যে প্রতিমার গন্ধ পাইতেছি কেন? তখন সে ব্যক্তি উহা নিক্ষেপ করিল। তৎপরে আর এক ব্যক্তি আসিল, তাহার হস্তে লৌহের আঙ্গুটি ছিল; ইহাতে হজরত বলিলেন, তোমার মধ্যে দোজখীদের গহনা দেখিতেছি কেন? তখন সে ব্যক্তি বলিল কিসের আঙ্গুটি প্রস্তুত করিব? হজরত বলিলেন, রৌপ্যের আঙ্গুটি প্রস্তুত কর এবং উহা এক মেছকালের কম কর।"

হাড়ের আঙ্গুটি ব্যবহার করা জায়েজ, ইহা গারায়েব কেতাবে আছে।

আকিকের আঙ্গুটি সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। জখিরাতে উহা ব্যবহার করা নাজায়েজ হওয়া ছহিহ স্থির করা হইলেও ছারাখছি উহা জায়েজ হওয়া ছহিহ বলিয়াছেন। কাজিখান ও ছেরাজ অহ্‌হাজ এই মতটি সমধিক ছহিহ বলা হইয়াছে। গোরারোর আফকারে আছে, সমধিক ছহিহ মতে উহা জায়েজ হইবে, কেননা

(হজরত) নবি (ছঃ) আকিকের আঙ্গুটি ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা আকিকের আঙ্গুটি ব্যবহার কর, কেননা উহাতে বরকত আছে।

প্রস্তরের আঙ্গুটি ব্যবহার করা জায়েজ কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। শামছোল-আএম্মা ও কাজিখান উহা হালাল বলিয়াছেন। হেদায়া ও কাফি প্রণেতাদ্বয় উহা হারাম বলিয়াছেন। মোল্লা খছরু প্রথম মত সমর্থন করিয়াছেন। শামী প্রণেতা শেষ মত সমর্থন করিয়াছেন। কেহ কেহ বেলওবি কাঁচের আঙ্গুটি ব্যবহার জায়েজ বলিয়াছেন।

আঙ্গুটি জায়েজ নাজায়েজ হওয়া সম্বন্ধে উহার হালকার (চক্রের) বা বেড়ের উপর লক্ষ্য করিতে হইবে, উহার নগিনার উপর লক্ষ্য করিতে হইবে না, যদি উহার বেড়টি রৌপ্যের হয়, তবে উহার নগিনা প্রস্তর, আকিক ও ইয়াকুত ইত্যাদি হইলেও উহা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে।

যদি নগিনার ছিদ্র স্বর্ণের পেরেক দ্বারা দৃঢ় করা হয়, তবে উহা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে, ইহা তাতারখানিয়া, হেদায়া ও শরহে-আয়নিতে আছে।

যদি লৌহের আঙ্গুটি রৌপ্যের তার দ্বারা জড়িত করা হয় কিম্বা রৌপ্যের পরদা দ্বারা আবৃত করা হয়, এমন কি লৌহ দেখা না যায় তবে উহা ব্যবহারে কোন দোষ হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। শাঃ, ৫। ২৫৪, আঃ, ৫। ৩৭১।৩৭২।

যদি আঙ্গুটি উপরের বৃত্তটি স্বর্ণের হয়, তবে উহা ব্যবহার করা কি, ইহাতে মতভেধ হইয়াছে। তাহতাবিতে উহা ব্যবহার করা হারাম হওয়ার মত সমর্থন করা হইয়াছে, শামিতে উহা জায়েজ হওয়ার মত সমর্থন করা হইয়াছে। লেখক বলেন, কোন বিষয়ের হারাম ও হালাল হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইলে, হারাম হওয়ার মত প্রবল বলিয়া গণ্য করিবে।

যদি আঙ্গুটির চারিদিকে স্বর্ণের দাঁত প্রস্তুত করা হয়, তবে উহা হালাল হইবে। ইহা হাশিয়া-মক্কিতে বেনায়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। - তাঃ, ৪।১৮১ ও শাঃ, ৫। ২৫৪।

**প্রশ্ন ঃ—** রৌপ্যের কমর বন্দ ব্যবহার করা জায়েজ কি না?

**উত্তর ঃ—** উহা সম্পূর্ণ কিম্বা অধিকাংশ রৌপ্যের নির্ম্মিত হইলে ব্যবহার করা জায়েজ হইবে না। যদি উহার দুই মুখের হালকাদ্বয় রৌপ্যের প্রস্তুত হয় এবং উহা অল্প পরিমাণ হয়, তবে জায়েজ হইবে আর যদি বেশী পরিমাণ হয়, তবে জায়েজ হইবে না। ইহা কিনাইয়া কেতাবে আছে।

যদি উহার দুই মুখ হালকা লৌহ, তাঁবা ও হাড়ের হয়, তবে কোন দোষ হইবে না। ইহা দোর্‌রোল-মোখতারে আছে। উহা স্বর্ণের হইলে জায়েজ হইবে না, ইহা দোরার কেতাবে আছে।

এইরূপ তরবারী কিম্বা উহার কোষ রৌপ্য মণ্ডিত করা জায়েজ হইবে, কিন্তু ব্যবহার জায়েজ হওয়ার শর্ত্ত এই যে, রৌপ্যের স্থলে হস্ত রাখা না হয়। উহা স্বর্ণমণ্ডিত করা জায়েজ হইবে না। ইহা আজিজে-কোরদরিতে আছে। শাঃ, ৫।২৩, আঃ ৫।৩৭১

**প্রশ্ন ঃ—** স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা দাঁত কিম্বা নাসিকা বাঁধান জায়েজ কি না?

**উত্তর ঃ—** যে দাঁত নড়িতে থাকে, উহা রৌপ্য দ্বারা বাঁধান সকলের মতে জায়েজ হইবে, কিন্তু স্বর্ণ দ্বারা বাঁধান জায়েজ হইবে না, ইহা এমাম আবুহানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহিয়ের মত। ইহা জামে-ছগিরে আছে।

যদি কাহারও নাসিকা কর্ত্তন হইয়া থাকে, তবে উহা রৌপ্য ও স্বর্ণ উভয় দ্বারা বাঁধান জায়েজ হইবে, ইহা এমাম আবু হানিফা ও এমাম মোহাম্মদ (রঃ) উভয়ের মত।

তাহাবি উল্লেখ করিয়াছেন, 'কেলাব' যুদ্ধের দিবস ছাহাবা আরফাজা (রাঃ) এর নাসিকা কর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহাতে তিনি রৌপ্যের নাসিকা প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন, উহা দুর্গন্ধি হইয়া যাওয়ায় হজরত নবি (ছাঃ) তাঁহাকে স্বর্ণের নাসিকা প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

শামি ও তাহতাবির এই বিবরণে বুঝা যায় যে, এমাম আজমের মতে নষ্ট প্রায় দাঁত স্বর্ণের দ্বারা বাঁধান জায়েজ নহে, কিন্তু কাটা নাসিকা উহা দ্বারা বাঁধান জায়েজ হইবে।

ইহার বিপরীতে আলমগিরীতে অন্য একটি রেওয়াএত লিখিত আছে, হাকেম মোস্তাকা কেতাবের উল্লেখ করিয়াছেন, নষ্ট প্রায় দাঁত স্বর্ণ দ্বারা বাঁধান এমাম আবু হানিফা ও এমাম ইউছুফের মতে জায়েজ হইবে। হাছান এমাম আবু হানিফার রেওয়াএতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাঁধান জায়েজ আছে, কিন্তু নাসিকা বাঁধান মকরুহ্ তহরিমি, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। আঃ, ৫/৩৭১, শাঃ ৫/২৫৫। ২৫৭ ও তাঃ, ৪/১৭২।

লেখক বলেন, এই রেওয়াএতটি 'শাজ্জ' হইবে, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে না।

যে দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, উহা লইয়া বাঁধাইয়া লওয়া জায়েজ হইবে কি

না, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন রেওয়াএত উল্লিখিত হইয়াছে। এমাম আবু ইউছুফের রেওয়াএতে উহা জায়েজ হইবে। এমাম আজমের এক রেওয়াএতে আছে যে, উহা বাঁধাইয়া লওয়া মকরুহ তহরিমি, বরং জবাহ করা ছাগলের দাঁত সংযোগ করিয়া বাঁধাইয়া লইবে। তাঁহার অন্য রেওয়াএতে পতিত দাঁত বাঁধাইয়া লওয়া জায়েজ হইবে।

এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) বলিয়াছেন, অন্য লোকের দাঁত লইয়া নিজের দাঁতে সংযোগ করা মকরুহ তহরিমি হইবে।

তামারতাশি কেতাবে আছে, যদি কাহারও হস্ত কিম্বা পূর্ণ অঙ্গুলি কাটিয়া থাকে, তবে উহা সোনা কিম্বা চাঁদি দ্বারা বাঁধান জায়েজ হইবে না। - আঃ, ঐ।

যদি কাহারও কর্ণ কাটিয়া গিয়া থাকে, তবে উহা সংযোগ করা জায়েজ কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম আবু ইউছুফের মতে জায়েজ হইবে, এমাম আবু হানিফা ও মোহাম্মদের মতে জায়েজ হইবে না। - তাঃ, ঐ।

**প্রশ্ন ঃ**—পুরুষ লোকের পক্ষে স্বর্ণ রৌপ্যের গহনা ব্যবহার করা জায়েজ কি না?

**উত্তর ঃ**— পুরুষ লোকের পক্ষে স্বর্ণ রৌপ্যের গহনা ব্যবহার করা জায়েজ নহে, কেবল পুরুষ লোক একমেছকালের কম চাঁদির আঙ্গুটি চাঁদির হালকা সংযুক্ত কমরবন্দ রৌপ্য মণ্ডিত তরবারী বা উহার কোন ব্যবহার করিতে পারে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন রৌপ্যের গহনা পুরুষ ব্যবহার করিতে পারে না, আর সোনার গহনা সর্বোতভাবে হারাম।

হাদিছে আছে, হজরত নবী (ছাঃ) বালেগ এবং নাবালেগ পুরুষদিগের পক্ষে স্বর্ণ ও রেশম হারাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নাবালেগ পুত্রকে সোনার গহনা কিম্বা রেশমি কাপড় পরিধান করান মকরুহ তহরিমি, যে ব্যক্তি তাহাকে উহা পরিধান করাইবে, সেই গোনাহগার হইবে। ইহা তামারতাশিতে আছে। স্ত্রীলোকেরা হাতে পায়ে রং ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোক বা কোন পুরুষ লোক কোনো নাবালেগ পুত্রের হাত পায়ে রং দেয়, তবে উহা মকরুহ তহরিমি হইবে। ইহা বেনায়া ও মজিদ কেতাবে আছে।

নাবালেগ কিম্বা বালেগ পুরুষ মুক্তা ব্যবহার করিতে পারে। নাবালেগ পুত্রের হাতে কিম্বা পায়ে সোনা রুপার গহনা পরিধান করান মকরুহ তহরিমি, ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে। আঃ, ৫।৩৭১, তাঃ, ৪। ১৮২ ও শাঃ, ৫। ২৫৬

**প্রশ্ন ঃ**— রেশমি বস্ত্রের ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ**— যে রেশমি বস্ত্রে তানা ও পড়িয়ান উভয় রেশম দ্বারা প্রস্তুত

করা হইয়াছে, উক্ত বস্ত্র জরুরত ব্যতীত যুদ্ধের অবস্থায় হউক কিম্বা অন্য অবস্থায় হউক পুরুষদিগের পক্ষে ব্যবহার করা হারাম হইবে, উক্ত বস্ত্র শরীরের সহিত সংলগ্ন থাকুক আর না থাকুক, হারাম হইবে, ইহাই মজহাবের ছহিহ মত । একটি জইফ রেওয়াতে আছে যে, রেশমী বস্ত্র ও শরীরের মধ্যে কোন পরদা অন্তরাল থাকিলে হারাম হইবে না। ফৎওয়া খয়রিয়াতে আছে, ইহা সমস্ত মতনের কেতাবের বিরুদ্ধ মত, কাজেই ইহার উপর আমল করা ও ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ হইবে না। ইহা এমাম আজমের মত। এমাম আবু ইউছুফ ও এমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি রেশমী বস্ত্র পুরু হয়, তবে যুদ্ধের সময় শত্রুদের অস্ত্রের অপকারিতা হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা পুরুষদিগের পক্ষে জায়েজ হইবে, আর যদি পাতলা হয়, তবে তাহাদের পক্ষে উহা ব্যবহার করা সমস্ত এমামের মতে হারাম হইবে। ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে। এমাম আজমের মত সমধিক ছহিহ, ইহা খাজানাতোল - মুফতিন কেতাবে আছে।

যে রেশমি বস্ত্রের তানা রেশম হয় এবং পড়িয়ান তুলা, বৃক্ষের ছাল ইত্যাদি হয়, উহা ব্যবহার করা সকল অবস্থাতে হালাল হইবে। ইহাতে উক্ত তিন এমামের মতভেদ নাই, ইহাই ছহিহ মত এবং অধিকাংশ ফকিহ বিদ্বানের গৃহীত মত।

শায়খোল-ইছলাম ছায়রের টীকায় লিখিয়াছেন এবং শারাম্বালালি মাওয়াহেব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, উপরোক্ত অবস্থায় যদি রেশমি তানাটি দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে, তবে উহা ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি হইবে।

মুহিত কেতাবে প্রথম মতটি ছহিহ বলা হইয়াছে, কাহাস্তানি, দোর্রোল-মোন্তাকা ও দোর্রোল—মোকতার কেতাবে প্রথম মত প্রবল স্থির করা হইয়াছে। মোজতাবা কেতাবে আছে, অধিক সংখ্যক বিদ্বান উহা মকরুহ না হওয়ার উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। লেখক বলেন, প্রথম মত গ্রহণীয়।

যে রেশমী বস্ত্রের তানা তুলা হয় এবং পড়িয়ান রেশম হয়, উহা ব্যবহার করা পুরুষদিগের পক্ষে বিনা জরুরতে জায়েজ হইবে না, আর যদি উহা পুরু হয়, তবে যুদ্ধের সময় উহা তাহাদিগের পক্ষে ব্যবহার করা তিন এমামের মতে জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি উহা পাৎলা হয়, তবে কোন এমামের মতে জায়েজ হইবে না। ইহা ছেরাজ কেতাবে আছে।

এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে, উহা যোদ্ধাদিগের জন্য কোন্ সময় ব্যবহার

করা জায়েজ হইবে-ফেকহের এবারতের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, যুদ্ধ করা কালে উহা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে, কিন্তু কাহাস্তানি এমাম মোহাম্মদ (রঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও শত্রুরা ময়দানে উপস্থিত না হইয়া থাকে, তথাচ যুদ্ধের আয়োজন কালে সৈন্যদের পক্ষে উহা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে। সৈন্যরা উক্ত কাপড়ে নামাজ পড়িবে না। কিন্তু যদি শত্রুদের ভয় থাকে, তবে উহা পরিধান করিয়া নামাজ পড়িতে পারে। - শাঃ, ৫। ২৪৭। ২৫১। ২৫২, আঃ, ৫। ৩৬৬। ৩৬৭ ও - তাঃ, ৪। ১৭৭। ১৭৯। ১৮০।

**প্রশ্ন** ঃ— যদি পড়িয়ানে রেশম ও তুলা মিশ্রিত থাকে, তবে কি হইবে?

**উত্তর** ঃ— দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা বলিয়াছেন, যদি রেশম ওজনে তুলার সমান কিম্বা উহার অপেক্ষা কম হয় তবে উক্ত কাপড় ব্যবহার করা জায়েজ হইবে, আর যদি রেশম ওজনে তুলার অপেক্ষা অধিকতর হয়, উহা ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি হইবে।

হাবি জাহেদী কেতাবে আছে, যদি উহার একটি রেখা রেশমের এবং অন্য রেখা তুলা ইত্যাদির হয়, কিন্তু উহা রেশম বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, তবে উহা ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি হইবে। আর যদি প্রত্যেক রেখাটি পৃথক ভাবে পরিলক্ষিত হয়, তবে উহা ব্যবহার করা মকরুহ হইবে না। শাঃ, ৫।২৫২।

**প্রশ্ন** ঃ— যদি তানা ও পড়িয়ান উভয়ের মধ্যে রেশম ও তুলা ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে, তবে কি হইবে?

**উত্তর** ঃ— এক্ষেত্রে যদি রেশম ওজনে তুলা অপেক্ষা অধিক না হয়, তবে উহা ব্যবহার জায়েজ হইবে। তাঃ, ৪। ১৮০।

**প্রশ্ন** ঃ— যদি কাপড়ের রেশমের বুটি (নক্‌শা) থাকে, তবে কি ব্যবস্থা হইবে?

**উত্তর** ঃ— চারি আঙ্গুলী পরিমাণ নক্‌শা থাকিলে উহা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে, তদতিরিক্ত নক্‌শা থাকিলে, উহা ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি হইবে। হাদিছ শরিফে চারি আঙ্গুলী পরিমাণ রেশমী নক্‌শাদার কাপড় ব্যবহার করার অনুমতি আছে।

**প্রশ্ন** ঃ —পাগড়ীর কিনারা রেশমী নক্‌শাদার হইলে কি হইবে?

**উত্তর** ঃ— উহাও চারি আঙ্গুলী পরিমাণ হইলে, ব্যবহার করা জায়েজ হইবে, তদতিরিক্ত হইলে ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি হইবে।

**প্রশ্ন** ঃ— কিরূপ আঙ্গুলীর পরিমাণ ধরিতে হইবে?

**উত্তর ঃ**—কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হজরত ওমারের চারি আঙ্গুলীর পরিমাণ গ্রহণীয় হইবে, উহা আমাদের এক বিঘত পরিমাণ হইবে। এই পরিমাণ নক্শা জায়েজ হইবে।

কেহ কেহ খোলা চারি আঙ্গুলী পরিমাণের কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ মিশ্রিত চারি আঙ্গুলী পরিমাণের কথা বলিয়াছেন।

নজমোল-আয়েম্মায় বোখারী বলিয়াছেন, আঙ্গুলীগুলি নিজ নিজ প্রকৃতির উপর যেন সম্পূর্ণ মিলিত না থাকে এবং সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। জহিরদ্দিন তামারতাশী বলিয়াছেন, আঙ্গুলীগুলি আপন আপন প্রকৃতির উপর থাকিবে। প্রাচীন বোজর্গগণের আঙ্গুলীর পরিমাণ ধরিতে হইবে না, বরং এই জামানার লোকদের আঙ্গুলীর পরিমাণ ধরিতে হইবে।

**প্রশ্ন ঃ**— যদি পাগড়ী ও কাপড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অল্প অল্প রেশমী নক্শা থাকে এবং উহা একত্রিত করিলে, চারি আঙ্গুলীর অধিক হইয়া পড়ে, তবে কি হইবে।

**উত্তর ঃ**— নজমোল-আএম্মায়-বোখারী বলিয়াছেন মজহাবের জাহেরে রেওয়াএত অনুসারে উহা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি উহার একটি রেখা রেশম এবং অন্য রেখা তুলা ইত্যাদির হয়, আর উহা সমস্ত রেশম বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, তবে উহা ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি হইবে, আর যদি প্রত্যেক রেখা পৃথক পৃথক পরিলক্ষিত হইতে থাকে, তবে উহা ব্যবহার করাতে দোষ নাই।- শাঃ, ৫।২৫২।

**প্রশ্ন ঃ**— রেশমের মশারী ব্যবহার করা জায়েজ কি না?

**উত্তর ঃ** — হ্যাঁ, জায়েজ হইবে। শাঃ, ৫।২৪৯।

**প্রশ্ন ঃ**— রেশমী ইজারবন্দ ব্যবহার করা জায়েজ কি না?

**উত্তর ঃ**—ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু ছহিহ মতে উহা মকরুহ তহরিমি। তাঃ, ৪।১৭৮, আঃ, ৩৬৮।

**প্রশ্ন ঃ**— রেশম, স্বর্ণ রৌপ্যের টুপি ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ**— রেশম স্বর্ণ রৌপ্যের টুপি ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি, এইরূপ যে সূতী কাপড়ের বেশী পরিমাণ রেশম সেলাই করা হইয়াছে, কিম্বা চারী আঙ্গুলীর চেয়ে বেশী পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য সংযোগ করা হইয়াছে, সেই কাপেড়র টুপি ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি। যদি উহার হাশিয়ায় চারি আঙ্গুলী পরিমাণ রেশমী নক্শা থাকে, তবে উহা মকরুহ হইবে না।- আঃ, ৫।৩৬৮।

**প্রশ্ন ঃ**— রেশমী থলিয়া ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ**— যদি কোরআন শরীফের রেশমী গেলাফ গলাতে লটকাইয়া রাখা হয়, তবে উহা মকরুহ তহরিমি হইবে। যদি টাকার রেশমী থলিয়া কোমরে বাঁধিয়া রাখা হয়, তবে উহা মকরুহ তহরিমি হইবে, কিন্তু যদি জেবে কিম্বা গৃহে রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে মকরুহ হইবে না। শাঃ, ৫। ২৪৯।

**প্রশ্ন ঃ**—জখমে রেশমী পট্টি ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ**— ইহাতে মতভেদ হইলেও ছহিহ মতে মকরুহ তহরিমি। তাঃ, ৪। ১৭৮।

**প্রশ্ন ঃ**— রেশমি জায়নামাজের উপর নামাজ পড়া জায়েজ কি না?

**উত্তর ঃ**— দোর্রোল-মন্তাকা, জওয়াহের ও জামেয়োর রমুজে আছে যে, ইহা মকরুহ হইবে না। ইহাই অধিক যুক্তিযুক্ত মত। - শাঃ, ৫। ২৪৯। ২৫১।

**প্রশ্ন ঃ**—তছবিহের রেশমী ফুল ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ**—জায়েজ হইবে। শাঃ, ঐ।

**প্রশ্ন ঃ**—পিরহানের রেশমী ঘুণ্ডি (রেশমী বোতাম) ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ**—উহাতে কোন দোষ নাই। ইহা শরহে-অহবানিয়া ও তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। (দোঃ)।

**প্রশ্ন ঃ**— স্বর্ণের ঘুণ্ডি বা বোতাম ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ**— ছায়রে কবিরে উহা জায়েজ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। দোঃ।

**প্রশ্ন ঃ**—গৃহকে রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র দ্বারা সজ্জিত করা জায়েজ হইবে কি?

**উত্তর ঃ**—শাহি আদেশ পালনার্থে তাঁহার আগমন উপলক্ষে জরুরতের জন্য উহা করা জায়েজ হইবে। অহঙ্কার ও গৌরব করা মানসে উহা করা মকরুহ তহরিমি হইবে। আর যদি উপরোক্ত উদ্দেশ্যদ্বয় না হয়, বরং সৌন্দর্য্য উদ্দেশ্যে ইহা করে, তবে ইহা মকরুহ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। দোর্রোল মোখতারে মোজতবা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, উহা মকরুহ হইবে না। শামি কেতাবে জহিরিয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, উহা মকরুহ হইবে না। ফকিহ্ আবু-জা'ফর বলিয়াছেন, গৃহের প্রাচীর নক্শাদার পুরু কাপড় দ্বারা আবৃত করাতে কোন দোষ নাই, সৌন্দর্য্যের জন্য উহা করিলে মকরুহ হইবে। গেয়াছিয়া কেতাবে আছে, সৌন্দর্য্যের জন্য দরওয়াজায় পরদা লট্কাইয়া দিলে মকরুহ হইবে।

লেখক বলেন, যে কার্য্যে মকরুহ হওয়া না হওয়ার মতভেদ বিদ্যমান, উহা না করাইয়া উচিত।

**প্রশ্ন ঃ**—বরফের উপর গমনকালে অনবরত বরফের দিকে দৃষ্টি পাত করিতে থাকিলে, চোক্ষের জ্যোতিঃ নষ্ট হয়, এই হেতু চোক্ষে কাল রেশমী রুমাল বাঁধিয়া রাখা জায়েজ হইবে কিনা? এইরূপ চক্ষু উঠিলে উহা ব্যবহার করা জায়েজ কিনা?

**উত্তর ঃ**— উহাতে কোন দোষ হইবে না। আঃ, ৫।৩৬৮ ও তাঃ, ৪। ১৭৮।

**প্রশ্ন ঃ**— রেশমী লেপ ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ**—জায়েজ নহে। শাঃ, ৫। ২৪৯ ও তাঃ, ৪। ১৭৯।

**প্রশ্ন ঃ**— শিশুর দোলনায় যে রেশমীচাদর রাখা হয়, উহা কি ?

**উত্তর ঃ**—উহা জায়েজ। তাঃ ঐ, আঃ, ৫। ৩৬৭।

**প্রশ্ন ঃ**— রেশমী চাদর ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ**—ইহা মকরুহ তহরিমি, ইহা ফাতাওয়ায় কেরমানি ও ফাতাওয়ায় আছরে আছে। আঃ, ৩৬৭ ও শাঃ, ৫। ২৫০।

**প্রশ্ন ঃ**— রেশমী বালিশের উপর হেলান দেওয়া কিম্বা শয়ন করা এবং রেশমী ফরাশে বসা জায়েজ কি না?

**উত্তর ঃ**— এই মছলায় এমামগণের মতভেদ হইয়াছে, এমাম আবু-হানিফা রঃ) উহা জায়েজ বলিয়াছেন। এমাম মোহাম্মদ, এমাম শাফেয়ী ও মালেক রহমাতুল্লাহ আলায়হুম উহা হারাম বলিয়াছেন। এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) এর সম্বন্ধে বিদ্যানগণ মতভেদ করিয়াছেন, কেহ বলেন, তিনি এমাম আজমের মতের সমর্থন করিয়াছেন, অন্য কেহ বলিয়াছেন, তিনি এমাম মোহাম্মদের মতের সমর্থন করিয়াছেন। মোস্তাকা কেতাবে আছে, এমাম মোহাম্মদের এক রেওয়াতে আছে যে, উহা রেশমী কাপড়ের তুল্য মকরুহ নহে।

মাওয়াহেব ও দোর্রোল-বেহারের মতনে উহা হারাম হওয়া ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

কাহাস্তানি, কেরমাণি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, অধিকাংশ ফকিহ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। এবনো কামাল ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। শারাম্বালালি বলিয়াছেন, এই মতটিকে ছহিহ বলা বিশ্বাযোগ্য প্রসিদ্ধ ফেক্হি মতন ও শরহ গ্রন্থগুলির বিপরীত।

উক্ত গ্রন্থগুলিতে এমাম আজমের মত গৃহিত হইয়াছে। হাদিছ কর্তৃক এইমত সমর্থিত হইয়াছে।

হজরত নবী (ছঃ) রেশমী বালিশের উপর বসিয়াছিলেন। হজরত এবনে আব্বাছ ছাহাবার বিছানায় একটি রেশমী বালিশ ছিল। এইরূপ হজরত আনাছ (রাঃ) রেশমী বালিশের উপর বসিয়াছিলেন। - শাঃ, ৫। ২৫০, তাঃ, ৪।১৭৯।

লেখক বলেন, ছহিহ বোখারী ও মোছলেম উল্লিখিত আছে যে, হজরত নবি (ছঃ) রেশমের উপর বসিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হজরত নবি (ছাঃ) এর হাদিছ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, এইহেতু এমামগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। এস্থলে এহতিয়াতের জন্য ইহা ত্যাগ করা ভাল।

**প্রশ্ন ঃ—** কোন দালাল বিক্রয়ের জন্য রেশমী বস্ত্র স্কন্দদেশে স্থাপন পূর্ব্বক ভ্রমন করিয়া থাকে, ইহা জায়েজ কিনা?

**উত্তর ঃ—** যদি সে নিজের হস্তদ্বয়কে উক্ত কাপড়ের আস্তিন দ্বয়ের মধ্যে না রাখে, তবে জায়েজ হইবে, ইহা কিনাইয়া কেতাবে আছে। শাঃ, ৫।২৫০ ও আঃ, ৫।৩৬৭।

**প্রশ্ন ঃ—**যদি কোন আচকান কিম্বা চোগা দুই তা-কাপড়ে নির্ম্মিত হয়, আর উহার উপর-তা (دثار) কিম্বা নিম্ন তা (شعار) রেশমী হয়, তবে কি হইবে?

**উত্তর ঃ—** ইহা মকরুহ তহরিমি হইবে, কিন্তু যদি উক্ত চোগা কিম্বা আচকান তিন-তা কাপড়ে নির্ম্মিত হয়, আর উহার মধ্যস্থিত তা রেশমী হয়, তবে ইহাতে কোন দোষ হইবে না। -আঃ, ৫।৩৬৭ ও শাঃ, ৫। ২৪৮।

**প্রশ্ন ঃ—**যদি কেহ পিরহান আচকান ও চোগা ব্যবহার করে, আর মধ্যস্থিত আচকানটি রেশমী হয়, তবে কি হইবে?

**উত্তর ঃ—**ইহা মকরুহ তহরিমি হইবে।- শাঃ, ৫।২৫০।

**প্রশ্ন ঃ—** যদি পাগড়ির একপার্শ্ব, কিম্বা টুপির ফুল রেশমী হয়, তবে কি হইবে?

**উত্তর ঃ—**যদি উহা চারি আঙ্গুলীর অধিক প্রস্থ না হয়, তবে উহাতে কোন দোষ নাই। -শাঃ, ৫।২৪৮।

**প্রশ্ন ঃ—**কোন কোন রঙ্গের রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ?

**উত্তর ঃ—**কুসুম ফুলের দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা পুরুষ লোকের

পক্ষে মকরুহ তহরিমি, এইরূপ জাফেরান দ্বারা রঞ্জিত কাপড় জরদ হউক, আর লাল হউক, পুরুষ লোকের পক্ষে পরিধান করা মকরুহ তহরিমি। ফাতাওয়ায় কাজিখানে আছে, অরছ নামীয় তৃণের দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পুরুষের পক্ষে মকরুহ তহরিমি হইবে। ছহিহ মোছলেমে আছে, একজন ছাহাবা কুসুম রঙে রঞ্জিত কাপড় পরিয়াছিলেন, ইহাতে নবি (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, তুমি ইহা পরিধান করিও না, কেননা ইহা কাফেরদিগের কাপড়।

তাহতাবিতে আছে যে, যে জরদ রঙের কাপড় জাফেরান দ্বারা রঞ্জিত না হয়, উহা পুরুষের পক্ষে মকরুহ হইবে না দোর্রোল মোখতারে উল্লিখিত হইয়াছে, স্ত্রীলোকের পক্ষে কুসুম কিম্বা জাফেরাণি রঙে রঞ্জিত কাপড় ব্যবহার করাতে কোন দোষ নাই।

জাফেরাণি, কুসুম কিম্বা অরছ ব্যতীত অন্য লাল রঙের কাপড় ব্যবহার করা কি ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। ছেরাজ, মুহিত, এখতিয়ার তোহফাতোল মু লুক, মোন্তাকা জাখিরা কেতাবে উহা পুরুষের পক্ষে মকরুহ তহরিমি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, আল্লামা কাছেম এই মতের উপর ফৎওয়া দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মোজতাবা, কাহাস্তানি শরহোমেকায়া কেতাবে উহা মকরুহ তঞ্জিহি বলা হইয়াছে। তাহতাবি, 'মোলতাকাৎ' হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, ইহা এমাম আজমের এক রেওয়াএত। মোস্তাখাবোল ফাতাওয়াতে আছে, রওজা লেখক বলিয়াছেন, উহা ব্যবহার করা পুরুষের পক্ষে মকরুহ নহে, বরং জায়েজ। হাবিজাহেদীতে আছে, যদি রক্ত দ্বারা উহা রঞ্জিত করা হইয়া থাকে, তবে মকরুহ হইবে, নচেৎ না। তিনি আরও কতকগুলি কেতাব হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মাজমায়োল ফাতাওয়াতে আছে উহা ব্যবহার করা মকরুহ, কোন কোন বিদ্যানের মতে উহা মকরুহ নহে। কতক বিদ্যান বলিয়াছেন, যদি উহা গাঢ় লাল হয়, তবে মকরুহ হইবে, কেননা উহাতে নাপাক বস্তু মিশ্রিত থাকে।

ওয়াকেয়াত কেতাবে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। শারাম্বালালি একখানা কেতাবে উহা জায়েজ হওয়ার বহু রেওয়াএত উদ্ধৃত করিয়াছেন, আরও তিনি বলিয়াছেন, উহা হারাম হওয়া কোন স্পষ্ট দলীল প্রাপ্ত হয় নাই। যদি স্ত্রীলোকদিগের, কিম্বা আজমবাসিদিগের ভাবাপন্ন হওয়ার বা অহঙ্কার করা মানসে উহা ব্যবহার করে, তবে নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ আছে। আর যদি নাপাক বস্তুর দ্বারা উহা রঞ্জিত হইয়া থাকে, তবে মকরুহ হইতে পারে, কিন্তু উহা ধৌত করিয়া ফেলিলে, আর উহাতে দোষ থাকে না। এমাম আজম (রঃ) উহা জায়েজ বলিয়াছেন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে যে, হজরত নবী (ছঃ) লাল কাপড় ব্যবহার করিয়াছিলেন, কাজেই উহা হারাম কিম্বা মকরুহ হইতে পারে না, বরং নবী (ছঃ) এর অনুসরণ করা উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করা মোস্তাহাব হইবে।

তাহতাবি এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, শারাম্বালালি বলিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ি উহা হালাল বলিয়াছেন, কেননা (হজরত) নবী (ছঃ) লাল রঙ্গের চাদর ব্যবহার করিয়াছিলেন, আর কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, হজরত (ছঃ) যে লাল রঙ্গের চাদর ব্যবহার করিয়াছিলেন, উহা বিশুদ্ধ লাল রঙ্গের ছিল না, বরং উহাতে অন্যান্য রঙ্গের রেখা ছিল, এইরূপ দাবী প্রমাণহীন (বাতিল)। অবশ্য স্ত্রীলোকের ভাবাপন্ন হওয়ার ধারণা কিম্বা অহঙ্কার করা উদ্দেশ্যে হইলে, উহা মকরুহ তহরিমি হইবে। তাঃ, ৪। ১৮০, শাঃ, ৫।২৫২।২৫৩ ও আঃ, ৫। ৩৬৮।

লেখক বলেন, মেশকাতের ৩৭৫ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ তেরমেজির একটি হাদিছে আছে- একজন ছাহাবা দুই খণ্ড লাল বস্ত্র পরিধান করিয়া হজরত নবী (ছঃ) কে ছালাম করিয়াছিলেন, হজরত নবি (ছাঃ) তাহার ছালামের জওয়াব দেন নাই।

আরও আবু দাউদের হাদিছে আছে:—হজরত বলিয়াছেন, আমি লাল জিনপোশের উপর আরোহণ করি না। হজরত (ছাঃ) এর হাদিছে লাল রঙ্গ ব্যবহার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পরিলক্ষিত হয়, এই হেতু এমামগণের ও ফকিহ্‌গণের মধ্যে এই সম্পর্কে মতভেদ হইয়াছে। সুতরাং পরহেজগারগণের পক্ষে লাল কাপড় ব্যবহার না করা ভাল।

**প্রশ্ন** ঃ—পশমি কাপড় ব্যবহার করা কি?

**উত্তর** ঃ— পয়গম্বরগণের ছুন্নত, কেননা উহা নম্রতার চিহ্ন। প্রথমেই হজরত ছোলায়মান (আঃ) উহা পরিধান করিয়াছিলেন। আঃ, ৫।৩৬৯।

**প্রশ্ন** ঃ— কিরূপ কাপড় ব্যবহার করা উত্তম?

**উত্তর** ঃ—সুতা কাত্তান (বৃক্ষ বল্কল বিশেষ) ও পশমের কাপড় ব্যবহার করা উত্তম, উহা যেন বেশী মূল্যবান না হয় এবং অতি কদর্য্যও না হয়, বরং মধ্যম ধরণের হয়।

যদি খোদার নেয়ামতের চিহ্ন প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে মূল্যবান কাপড় পরিধান করে, তবে মোস্তাহাব হইবে। আমাদের হজরত (ছঃ) কখন কখন এই উদ্দেশ্যে মূল্যবান কাপড় পরিধান করিতেন। এমাম আবুহানিফা (রঃ) এইরূপ কাপড়

ব্যবহার করিতেন, ইহা মাজমুয়োওয়াজেল ও জখিরা কেতাবে আছে। যদি গরিমা প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে না হয়, তবে সুন্দর উৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করা মোবাহ হইবে, ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে।

ঈদ, জোমা', ও কোন মহফেলে সুন্দর উৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করা মোবাহ হইবে, আল্লাহতায়ালার নেয়ামতের চিহ্ন প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে কখন কখন উক্ত কাপড় ব্যবহার করিবে, কিন্তু সকল সময় উহা ব্যবহার করিবে না, কেননা ইহাতে আত্মগরিমার সৃষ্টি করে এবং দরিদ্রদিগের অন্তরে আঘাত প্রদান করে, যে কোন কাপড়ের গরিমা সৃষ্টি করে, উহা মকরুহ হইবে। ইহা খোলাছা ও মোলতাকা কেতাবে আছে।

সাদা এবং কাল কাপড় পরা মোস্তাহাব, হজরত নবী (ছঃ) কাল পাগড়ী পরিধান করতঃ মক্কাশরিফে দাখেল হইয়াছিলেন। সবুজ কাপড় পরিধান করা ছুন্নত। ইহা 'শোরয়া' কেতাবে মোলতাকা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।- শাঃ ৫।২৪৭।

একটি হাদিছে আছে, সবুজ কাপড় হজরতের নিকট সমধিক প্রীতিজনক ছিল।

হজরত বলিয়াছেন, পুরাতন কাপড় পরিধান করা এবং সৌন্দর্য্য ও রং চং ত্যাগ করা ঈমানের চিহ্ন। যে ব্যক্তি দুনইয়াতে প্রসিদ্ধকারী পোষাক পরিধান করিবে আল্লাহ আখেরাতে তাহাকে লাঞ্ছনার পোষাক পরাইবেন। হারাম কাপড় ও অহঙ্কার সুচক কাপড়কে প্রসিদ্ধকারী পোষাক বলা হইয়াছে। লোকে বিদ্রুপ স্থলে যে পোষাক পরিয়া সাং সাজিয়া থাকে, কিম্বা নিজের দরবেশী প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে যে পোষাক পরিধান করিয়া থাকে, তাহাকে শোহরতে লেবাছ বলা হইয়াছে। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সৌন্দর্য্যশীল পোষাক পরা ত্যাগ করে, খোদা তাহাকে কেয়ামতে যোড়া চাদর পরাইবেন।

হজরত (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে অপরিচ্ছিন্ন (ময়লা) কাপড় পরিধান করা অবস্থায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি ময়লা কাপড় ধৌত করার বস্তু (ছাবোন) রাখেনা কি?

তিনি একজন ধনবান ব্যক্তিকে অতি কদর্য্য কাপড় পরিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি উৎকৃষ্ট কাপড় পরিয়া কেন খোদার নেয়ামতের চিহ্ন প্রকাশ কর না? তাহতাবিতে আছে, মোটা ও সেলাই করা কাপড় পরা ইছলামের ছুন্নত।

**প্রশ্ন ঃ**—মহর্রমের মাসে কাল কাপড় পরিধান করা কি?

**উত্তর ঃ**— মৃতের উপর শোক প্রকাশ করা মানসে কাপড় কাল কিম্বা ধুসর করা জায়েজ নহে। ছদরোল-হোছাম বলিয়াছেন, মৃতের বাটিতে কাপড় কাল করা জায়েজ নহে। ইহা কিনইয়া কেতাবে আছে। -আঃ, ৪ ।৩৬৯।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মহর্রমের মাসে হজরত এমাম হোছাএনের (রাঃ) উপর শোক প্রকাশ করা মানসে কাল বস্ত্র পরিধান করা জায়েজ নহে।

**প্রশ্ন ঃ**— একসঙ্গে একাধিক জোব্বা (চোগা) ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ**—যদি একটি জোব্বাতে শীত নিবারণ হয়, তবে দুই কিম্বা তিনটি জোব্বা একত্রে ব্যবহার করা অনুচিত, কেননা ইহাতে দরিদ্র দিগের অন্তরে ক্ষোভ সৃষ্টি হইতে পারে, আর অন্যের অন্তরে আঘাত প্রদান করে, এইরূপ কার্য্য করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। - আঃ, ঐ, তাঃ, ৪। ১৭৭।

**প্রশ্ন ঃ**— পায়জামা ব্যবহার করা কি এবং উহার পরিমাণ কি?

**উত্তর ঃ**— ইহা ব্যবহার করা ছুন্নত, ইহা পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সমস্ত কাপড়ের চেয়ে সমধিক আবরণকারী (পর্দ্দাকারী), ইহা গারায়েব কেতাবে আছে। যে পায়জামা এরূপ লম্বা হয় যে, দুই পায়ের পৃষ্ঠদ্বয়ের উপর পড়িয়া যায়, উহা ব্যবহার করা মকরুহ, ইহা ফাতাওয়া এতাবিয়তে আছে— আঃ, ৫ ।৩৬৯।

**প্রশ্ন ঃ**—তহবন্দ কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

**উত্তর ঃ**— তহবন্দ বেশী লম্বা করা বেদয়াত, পুরুষদিগের পক্ষে যেন উহা পায়ের দুই নলার মধ্যভাগ হইতে দুই টাখনুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত থাকে, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে তহবন্দ এইরূপ লম্বা করা জায়েজ যে, তাহাদের পায়ের পৃষ্ঠাদ্বয় ঢাকিয়া যায়।

মাজাহেরে হকের ৩।৪৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, — তহবন্দের পায়ের নলার মধ্যভাগ পর্যন্ত লম্বা হওয়া উত্তম টাখনুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত হইলেও কোন দোষ নাই।

ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের একটি হাদিছে আছে, যে ব্যক্তির তহবন্দ দ্বারা টাখনুদ্বয় ঢাকিয়া ফেলে, খোদাতায়ালা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না।

ছহিহ্ বোখারির হাদিছে আছে, যাহার তহবন্দ টাখনুদ্বয়ের নীচে পড়ে, তাহার উক্ত অংশ দোজখে জ্বলিবে।

পুরুষের তহবন্দ টাখনুর নীচে পৌঁছিলে কি হইবে তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যদি অহঙ্কার করা উদ্দেশ্যে ইহা করে, তবে মকরুহ তহরিমি হইবে। আর যদি অহঙ্কার করা উদ্দেশ্যে না হয়, তবে উহা মকরুহ তঞ্জিহি হইবে, ইহা গারায়েব

কেতাবে আছে। আঃ, ৫/৩৬৯।

**প্রশ্ন ঃ**— কিরূপ জুতা ব্যবহার করিতে হইবে?

**উত্তর ঃ**— যে জুতা খাস বিধর্ম্মিদিগের হয়, উহা ব্যবহার করা মকরুহ তহরিমি হইবে। মুছলমানেরা যেরূপ জুতা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে।

হেশাম 'নওয়াদের' কেতাবে লিখিয়াছেন, আমি আবু ইউছুফ রহমাতুল্লাহ আলায়হেকে এইরূপ দুইখানা জুতা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলাম -যাহাতে লৌহের কাঁটা বিজড়িত ছিল, আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি কি ইহাতে কোন দোষ আছে বলিয়া ধারণা করেন? তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, ছুফইয়ান ও ছওর বেনে এজিদ ইহা মকরুহ জানিতেন, কেননা ইহাতে খ্রীষ্টান তাপসদিগের 'তাশাব্বোহ' (তুলনা) হয়। (এমাম) আবুইউছুফ (রঃ) বলিলেন, নবি (ছাঃ) এরূপ জুতা ব্যবহার করিতেন—যাহার মধ্যে পশম সংযুক্ত করা হইত, ইহাও খ্রীষ্টান তাপসদিগের পোষাক। এমাম ছাহেবের কথার মর্ম্ম এই যে, লৌহের কাঁটা জড়িত জুতো ব্যতীত বহুদূর পথ অতিক্রম করা সম্ভব হয় না, কাজেই এই জরুরতের জন্য উহা ব্যবহার করা জায়েজ হইবে।

কাষ্ঠের প্রস্তুত খড়ম ব্যবহার করা বেদআত। আঃ, ৩৬৯/ ৩৭০।

**প্রশ্ন ঃ**—কিরূপ মোজা ব্যবহার করিতে হইবে?

**উত্তর ঃ**— আবুল কাছেম ছাফ্ফার (রঃ) বলিয়াছেন, লালবর্ণের মোজা ফেরাউনের মোজা, সাদা বর্ণের মোজা হামানের মোজা কাল বর্ণের মোজা আলেমগণের মোজা। তিনি বলিয়াছেন, আমি বালাখের ২০ জন প্রধান ফকিহকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও সাদা লাল মোজা ব্যবহার করিতে দেখি নাই এবং শুনি নাই। হাদিছের রেওয়াএতে আছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) কাল বর্ণের মোজা ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা কেনইয়া কেতাবে আছে। —আঃ, ৫/৩৭০ ও তাঃ, ৪/১৭৭।

**প্রশ্ন ঃ**— পিরহানের ছুন্নত নিয়ম কি?

**উত্তর ঃ**—উহার দামন (আঁচল) পায়ের নলার অর্দ্ধেক পরিমাণ লম্বা হইবে, উহার আস্তিন আঙ্গুলীগুলির মস্তক পর্য্যন্ত লম্বা হইবে এবং উক্ত আস্তিনের মুখ এক বিঘত পরিমাণ হইবে। ইহা নৎফ কেতাবে আছে। শাঃ, ৫/২৪৭, তাঃ, ৪/১৭৭ ও মাদারেজন্নবুয়ত।

মাজাহারে হক, ৩/৪৯৫ পৃষ্ঠা।

হজরত নবি (ছাঃ) কসা আস্তিনের পিরহান ব্যবহার করিয়াছিলেন, কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, ছ ফরে কসা আস্তিনের পিরহান ব্যবহার করা মোস্তাহাব, স্বদেশে ঢিলা আস্তিনের পিরহান ব্যবহার করা উচি ত পিরহানের আস্তিন এক বিঘত পরিমাণ ঢিলা করা মোস্তাহাব, তদপেক্ষা অধিক ঢিলা করা দোষনীয় বেদআত।

উক্ত কেতাবের উক্ত পৃষ্ঠায় আছে, পিরহান ও চোগা পায়ের নলার মধ্যদেশ পর্য্যন্ত লম্বা হওয়া উত্তম, আর যদি টাখনুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত হয়, তাহাও জায়েজ হইবে, টাখনুর নীচে পড়িলে, মকরুহ তহরিমি হইবে।

আস্তিন কোন্ পর্য্যন্ত লম্বা হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়, গায়াতোল-আওতারের ৪/২০০ পৃষ্ঠায় আঙ্গুলী পর্য্যন্ত লম্বা হওয়া ছুন্নত বলা হইয়াছে। মাজাহেরে হকের ৩/৪৯৭ পৃষ্ঠায় হাতের কব্জা অবধি লম্বা হওয়া ছুন্নত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। শামি ও তাহতাবির মত ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মাজাহেরে হকের ৩/৫০১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। হজরত (ছাঃ) এর আস্তিন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ছিল।

**প্রশ্ন ঃ**— পাগড়ী কি পরিমাণ লম্বা হইবে?

**উত্তর ঃ**—এমাম নবাবী বলিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) এর পাগড়ী দুইটি ছিল, একটি সাত হাত ও দ্বিতীয়টি ১৪ হাত লম্বা।—মেরকাত ও হাশিয়ায়-মেশকাত, ৩৭৪ পৃষ্ঠা।

**প্রশ্ন ঃ**— পাগড়ী ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ**—পাগড়ী ব্যবহার করা ছুন্নত। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা পাগড়ী ব্যবহার কর, কেননা উহা ফেরেশতাগণের চিহ্ন। দুর্ব্বল ছনদের হাদিছে আছে, পাগড়ীর সহিত এক রাকয়াত নামাজ পড়িলে ৭০ রাকয়াতের ফল হইবে। মাজাহেরে হক।

**প্রশ্ন ঃ**—পাগড়ী শামলা কি পরিমাণ লম্বা হইবে?

**উত্তর ঃ** — জখিরা কেতাবে আছে, ইহাতে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। একদল বলিয়াছেন, উহা এক বিঘত লম্বা হইবে, অন্যদল বলিয়াছেন, উহা পৃষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত লম্বা হইবে। তৃতীয়দল বলিয়াছেন, জমিতে বসিলে শরীরের যে অংশ পর্য্যন্ত লাগিয়া যায়, সেই পরিমাণ লম্বা হইবে।

কাঞ্জে লিখিত আছে, পাগড়ীর শামলা দুই স্কন্ধের মধ্যে পৃষ্ঠের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেওয়া মোস্তাহাব।

হাদিছ শরিফে পাগড়ীর শামলা বেশী লম্বা করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। মাজাহেরে হকের ৩/৪৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, পাগড়ীর শামলা পৃষ্ঠের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত লম্বা করা জায়েজ, ইহার চেয়ে বেশি লম্বা করা বেদয়াত ও নিষিদ্ধ।

পাগড়ীর শামলা ছাড়িয়া দেওয়া আফজল, হজরত (ছাঃ) কখন শামলা ছাড়িয়া দিতেন, কখন ছাড়িয়া দিতেন না, হজরত (ছাঃ) অনেক সময় পৃষ্ঠের দিকে ছাড়িয়া দিতেন, কখন ডাহিন দিকে, কখন দুইটি শামলা দুই স্কন্ধের মধ্য দেশে ছাড়িয়া দিতেন। বামদিকে শামলা ছাড়িয়া দেওয়া বেদয়াত। শামলার কম পরিমাণ চারি আঙ্গুলি, বেশী পরিমাণ এক হাত, তদপেক্ষা বেশি লম্বা করা বেদয়াত, যদি অহঙ্কার উদ্দেশ্যে করে, তবে হারাম হইবে। নচেৎ মকরুহ ও ছুন্নতের খেলাফ হইবে। কাল পাগড়ী ব্যবহার করা মোস্তাহাব। মাজাঃ, ৩/৫০৩ ও ৪৫৭।

খাজানাতোল মুফতিন কেতাবে আছে, যখন নূতন করিয়া পাগড়ী বাঁধিতে ইচ্ছা করিবে, তখন এক এক করিয়া যেরূপ পেচ বাঁধিয়াছিল, সেইরূপ উহা খুলিয়া ফেলিবে, একবারেই উহা জমির উপর ছাড়িয়া দিবে না, তৎপরে উহা বাঁধিবে। আঃ, ৫/৩৬৬।

**প্রশ্ন ঃ**—ওজুর পানি ও নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করা উদ্দেশ্যে রুমাল ব্যবহার করা জায়েজ কি না?

**উত্তর ঃ**—হ্যাঁ, জায়েজ হইবে। আঃ, ৫/৩৬৯।

**প্রশ্ন ঃ**— ঘর্ম্ম মুছিবার জন্য রুমাল ব্যবহার করা কি?

**উত্তর ঃ**— জামে ছগিরে আছে, উহা মকরুহ বেদয়াত, কিন্তু ছহিহ মত এই যে, উহা মকরুহ নহে। মুলকথা, যদি অহঙ্কার করা উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করে, তবে মকরুহ হইবে, আর যদি জরুরতের জন্য বা অন্য কোন কারণে উহা ব্যবহার করে, তবে মকরুহ হইবে না, ইহা কাফি কেতাবে আছে। আঃ ৫/৩৬৯ তাঃ ৪/১৮২ ও শাঃ, ৫/২৫৬।

**প্রশ্ন ঃ**— কোন কথা স্মরণ রাখা উদ্দেশ্যে আঙ্গুলীতে কিম্বা আঙ্গুটীতে রশি বাঁধিয়া রাখা কি?

**উত্তর ঃ**— জায়েজ, শাঃ, ঐ, তাঃ ঐ।

**প্রশ্ন ঃ**—খৎনা দেওয়ার ব্যবস্থা কি কি?

**উত্তর ঃ**—খৎনা দেওয়া ছুন্নত, ইহাই ছহিহ মত, ইহা গারায়েব কেতাবে লিখিত আছে।

জওয়াহেরোল ফাতাওয়াতে আছে, কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, সন্তান পয়দা

হওয়ার সাত দিবস পর হইতেই খৎনা দেওয়া জায়েজ হইবে।

ছেরাজিয়া কেতাবে আছে, সাত বৎসর হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত খৎনা দেওয়া মোস্তাহাব ওয়াক্ত, ইহাই মনোনীত মত।

(মছলা) যদি কোন বালকের খৎনা দেওয়া হয়, কিন্তু তাহার সমস্ত চামড়া কর্ত্তিত হইল না, এই ক্ষেত্রে যদি চামড়ার অধিকাংশ কর্ত্তিত হয়, তবে উহা খৎনা বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি অর্দ্ধেকাংশ কিম্বা অর্দ্ধেকের কম কর্ত্তিত হয়, তবে উহা খৎনা বলিয়া গণ্য হইবে না, ইহা খাজনাতোল-মুফতিন কেতাবে আছে।

(মছলা) যদি কোন বালকের খৎনা দেওয়া না হয়, আর জোর জবরদস্তি করা ব্যতীত তাহার চামড়া লম্বা করিয়া কাটিয়া ফেলা সম্ভব না হয়, তাহার লিঙ্গের অগ্রভাগ (হাশাফা) প্রকাশ্য হয়, এমন কি যদি কোন লোক তাহা দেখে, তবে খৎনা দেওয়া বলিয়া ধারণা করিয়া লয়, এক্ষেত্রে বিশ্বাস-ভাজন বিবেচক খৎনাকারিগণ (হাজ্জামগণ) তদন্ত করিবে, যদি তাহারা বলেন যে, খৎনা করা সম্ভব নহে, তবে তাহাকে কষ্টে নিক্ষেপ করা হইবে না এবং ঐ অবস্থায় ত্যাগ করা হইবে, ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

(মছলা) যদি কোন দুর্ব্বল বৃদ্ধ মুছলমান হয় এবং তাহার খৎনা দেওয়ার ক্ষমতা রহিত হয়, এক্ষেত্রে যদি বিচক্ষণ লোকেরা বলে যে সেই বৃদ্ধ উহা করাইতে সক্ষম হইবে না, তবে তাহাকে ঐ অবস্থায় ত্যাগ করা হইবে, কেননা যখন ওজোরের জন্য ওয়াজেব ত্যাগ করা জায়েজ তখন ঐ জন্য ছুন্নত ত্যাগ করা জায়েজ হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

(মছলা) কোন বয়স্ক লোক যদি সম্ভব হয়, তবে নিজে নিজের খৎনা করিবে। আর যদি ইহা না পারে তবে কোন খৎনাকারিণী দাসী খরিদ করিবে, সে খৎনা করাইয়া দিবে। করখি জামে ছাগিরে লিখিয়াছেন যে, হাম্মামি তাহার খৎনা করাইয়া দিবে, ইহা ফাতাওয়ায়- এতাবিয়াতে আছে।

(মছলা) কোন বালকের খৎনা দেওয়া হইয়াছিল, তৎপরে তাহার চামড়া বৃদ্ধি হইয়া হাশাফাকে ঢাকিয়া ফেলে, এক্ষেত্রে তাহার চামড়া কাটিতে হইবে আর যদি উহা ঢাকিয়া না ফেলে, তবে কাটিতে হইবে না, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

(মছলা) পিতা তাহার অছি, দাদা ও তাহার অছি শিশু সন্তানের খৎনা করাইয়া ঔষধ ব্যবহার করিতে পারে। ইহা ছেরাজ ও কাজিখান কেতাবে আছে। এই মছলাগুলি আলমগিরির ৫/৩৯২/৩৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

**প্রশ্ন ঃ**—স্ত্রীলোকদিগের কর্ণ ছিদ্র করিয়া দেওয়া কি?

**উত্তর ঃ**— ইহাতে কোন দোষ নাই, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে। আর কোবরা কেতাবে আছে, বালিকাদের কর্ণ ছিদ্র করাতে কোন দোষনাই, কেননা নবি (ছাঃ) এর জামানায় লোকেরা অবাধে ইহা করিত। আঃ, ৫/৩৯৩।

(মছলা) নাকে নৎ দেওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে জায়েজ। শাঃ, ৫/২৯৮।

**প্রশ্ন ঃ**— খাসি করা কি?

**উত্তর ঃ**—আদম সন্তানদিগকে খাসি করা সমস্ত বিদ্বানের মতে হারাম, ঘোড়া খাসি করাতে মতভেদ হইয়াছে, শামছোল-আএম্মায় হোলাওয়ানি বলিয়াছেন, ইহাতে আমাদের হানাফীদিগের মতে কোন দোষ নাই। পক্ষান্তরে শাএখোল ইছলাম উহা হারাম বলিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য পশু বা পক্ষি খাসি করাতে যদি কোন উপকার হয়, তবে জায়েজ হইবে, আর যদি কোন উপকার কিম্বা ক্ষতি নিবারণ না হয়, তবে হারাম হইবে, ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

**প্রশ্ন ঃ**—নখ কাটার ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ**— জোমার দিবস নখ কাটা মোস্তাহাব, জোমার নামাজের পূর্ব্বে নখ কাটিতে পারে, জোমার পরে নখ কাটা আফজল। যদি কাহারও নখ লম্বা হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে সে জোমা অপেক্ষা করিলে, তাহার নখ বেশী লম্বা হইয়া পড়ে, তবে এইরূপ দেরী করা মকরূহ হইবে, কেননা যাহার নখ লম্বা হইয়া পড়ে, তাহার রুজি কম হইয়া যায়।

হজরত পীরান পীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী ( কোঃ) গুনইয়া-তোত্তালেবিন কেতাবে লিখিয়াছেন যে, নিম্নোক্ত প্রকার নখ কাটিবে—।

প্রথম ডাহিন হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলির নখ কাটিবে, তৎপরে মধ্যমা আঙ্গুলীর নখ, তৎপরে বৃদ্ধ আঙ্গুলীর নখ তৎপরে অনামিকা আঙ্গুলীর নখ তৎপরে তর্জ্জনী (সাহাদাত) আঙ্গুলীর নখ কাটিবে।

তৎপরে বাম হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলীর নখ, তৎপরে মধ্যমা আঙ্গুলীর নখ, তৎপরে কনিষ্ঠা আঙ্গুলীর নখ, তৎপরে তর্জ্জনী আঙ্গুলীর নখ এবং অবশেষে অনামিকা আঙ্গুলীর নখ কাটিবে।

কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকারে নখগুলি কাটিবে তাহার চক্ষে পীড়া হইবে না। ইহা বরাবর পরীক্ষা হইয়াছে।

শরহে-গজনবিয়াতে নিম্নোক্ত প্রকার নখ কাটার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রথমে-ডাহিন হাতের শাহাদাত আঙ্গুলীর নখ, তৎপরে মধ্যমার তৎপরে অনামিকার, তৎপরে কনিষ্ঠার নখ কাটিবে।

তৎপরে বাম হাতের কনিষ্ঠার পরে অনামিকার, পরে মধ্যমার, পরে

তজ্জনীর, পরে বৃদ্ধাঙ্গুলীর এবং সর্ব্বশেষে ডাহিন হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলীর নখ কাটিবে। এমাম গাজ্জালী এহইয়াওল-উলুম কেতাবে ইহার দার্শনিক যুক্তি সম্পর্কে বহু প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। হেদায়া কেতাবে গারায়েব হইতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

পায়ের আঙ্গুলী কাটা সম্বন্ধে খেলাল করার নিয়ম অবলম্বন করা উত্তম, অর্থাৎ ডাহিন পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধা আঙ্গুলী পর্য্যন্ত সেষ করিবে, তৎপরে বাম পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুলী পর্য্যন্ত শেষ করিবে। হাফেজ এবনে হাযার বলিয়াছেন, হাদিছ শরিফে নখ কাটার উল্লিখিত নিয়মগুলি প্রমানিত হয় নাই, কাজেই যে কোন প্রকার নখ কাটার সুবিধা হয় তাহাই করিতে পারে।

এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) বলিয়াছেন, রাত্রিতে নখ কাটিলে কোন দোষ হইবে না।

কাজিখান কেতাবে আছে, নখ ও চুল কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া ফেলা মোস্তাহাব, যদি ইহা না করে, তবে কোন গোনাহ হইবে না।

যদি কেহ উহা পায়খানা কিম্বা গোছলখানায় নিক্ষেপ করে, তবে মকরুহ হইবে, কেননা ইহাতে ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ফাতাওয়ায় এতাবিয়াতে আছে, নিম্নোক্ত চারিটি বস্তু মাটিতে পুতিয়া ফেলা মোস্তাহাব যথা—নখ, চুল, রক্ত ও হায়েজের নেকড়া। আঃ ৫/৩৯৩।৩৯৭ ও শাঃ, ৫।২৮৭।২৮৮।

গারায়েব কেতাবে আছে নাপাকি অবস্থায় চুল মুণ্ডন করা ও নখ কাটা মকরুহ। আঃ, ৫।৩৯৪।

দাঁত দ্বারা নখ কাটিবে না, ইহাতে শ্বেতকুষ্ঠ রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

দারোল-হরবে মোজতাহেদগণের (যোদ্ধাগণের) পক্ষে নখ ও গোঁফ লম্বা করিয়া রাখা মোস্তাহাব

মানাহ কেতাবে আছে, হজরত ওমার (রাঃ) একপত্রে লিখিয়াছিলেন, তোমরা দারোল -হরবে নখ গুলিকে লম্বা করিও কেননা উহা হয়ত শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। গোঁফ কাটা ছুন্নত কিন্তু গাজিদিগের পক্ষে দারোল-হরবে শত্রুদিগের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করা উদ্দেশ্যে উহা লম্বা করা মোস্তাহাব।

কোন কোন হাদিছে বুধবারে নখ কাটা নিষিদ্ধ হইয়াছে, কেননা ইহাতে শ্বেতকুষ্ঠের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

মদখোল প্রণেতা এবনো হাজ্জ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বুধবারে নখ কাটার ইচ্ছা করিয়াও উক্ত হাদিছের কথা স্মরণ পূর্ব্বক উহা নিরস্ত হইয়া গেলেন, তৎপরে

তিনি ভাবিলেন যে, নক কাটা উ পস্থিত ছুন্নত এবং বুধবারে উহা কাটা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন হাদিছ ছহিহ সাব্যস্ত হয় নাই, কাজেই তিনি নখ কাটিয়া ফেলিলেন, ইহাতে তিনি শ্বেতকুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে তিনি নবি (ছাঃ) কে স্বপ্নে দেখিলেন, হজরত বলিলেন, তুমি কি বুধবারে নখ কাটা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা শ্রবণ করা নাই-তদুত্তরে তিনি বলিলেন ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমার নিকট এতৎসম্বন্ধে কোন হাদিছ ছহিহ প্রমাণিত হয় নাই। নবি (ছাঃ) বলিলেন, ছহিহ ছনদ না হইলেও যখন হাদিছ বলিয়া শুনিয়াছ, তখন ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তৎপরে হজরত (ছাঃ) তাঁহার শরীরে হাত বুলাইলেন, অমনি উক্ত পীড়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল।

এবনোল হাজ্জ বলিয়াছেন, আমি নূতন ধরণের আল্লাহতায়ালার নিকট তওবা করিলাম যে, আমি যাহা হজরতের হাদিছ বলিয়া শুনিব, কখন উহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না। এবনো-মাজা ও হাকেম একটি হাদিছে বর্ণনা করিয়াছেন, বুধবার ব্যতীত কুষ্ঠ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগের সুত্রপাত হয় না। কোন কোন বিদ্যান বুধবারে পীড়িতদের সেবা শুশ্রুষা করিতে যাইতেন না।

মেনহাজ ও শোয়াবোল ঈমানে আছে বুধবারে জাওয়ালের (সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার) পরে আছরের পূর্ব্বে দোয়া কবুল হইয়া থাকে, কেননা আহজাব যুদ্ধে উক্ত দিবসে উক্ত সময় হজরত (ছাঃ) এর দোয়া কবুল হইয়াছিল।

হজরত জাবের বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য উক্ত সময়ে শুরু করিতেন এবং উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে কোন কার্য্য উক্ত দিবসে আরম্ভ করা হয়, উহা সমাপ্ত হইয়া থাকে। উক্ত দিবসে এলম শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করা উচিত।

নবি (ছাঃ) বৃহস্পতিবারের দিবসের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছেন, ইহা মানোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার দিবস কেননা হজরত এবরাহিম (আঃ) উক্ত দিবসে মিসরদেশে দাখিল হইয়াছিলেন, ইহাতে আল্লাহ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হাজেরা বিবিকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাঃ, ৪।২০২/২০৩।

**প্রশ্ন** ঃ— মস্তক মুণ্ডন করা কি?

**উত্তর** ঃ—রওজায় জান্দুবস্তিতে আছে, চুল মুণ্ডন করা ছুন্নত, অহাবি বলিয়াছেন, মুণ্ডন করা ছুন্নত এবং উহা তিন এমামের মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাতারখানিয়াতে আছে।

প্রত্যেক জুমাতে মস্তকের চুল মুণ্ডন করা মোস্তাহাব, ইহা গারায়েব কেতাবে আছে।

অহবানিয়াতে আছে, প্রত্যেক জুমাবারে চুল মণ্ডন করা কাহারও মতে মোস্তাহাব এবং কাহারও মতে জায়েজ। সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া কেবল তিন আঙ্গুলী পরিমাণ রাখিয়া দেওয়া মকরুহ, ইহা গারায়েব কেতাবে আছে।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, হাজামত করা ব্যতীত ঘাড়ের চুল মুণ্ডন করা মকরুহ, ইহা ইয়ানবি কেতাবে আছে। আঃ, ৫/৩৯৩ ও শাঃ, ৫/২৮৮/২৮৯।

**প্রশ্ন ঃ**—চুল ছাটা কি?

**উত্তর ঃ**— কোর-আনের ছুরা ফৎহ হইতে প্রমাণিত হয় যে, হাজিদিগের এহরাম খোলা কালে চুল মুণ্ডন করা ও ছাটা জায়েজ হইবে।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে অন্য সময় চুল ছাটা জায়েজ হইবে।

**প্রশ্ন ঃ**—মস্তকের সম্মুখের চুল লম্বা রাখা ও পশ্চাতের দিকের চুল ছোট করা কি?

**উত্তর ঃ**— ইহা বিজাতিদিগের অনুকরণ (তাসাব্বোহ) কাজেই ইহা মকরুহ তহরিমি।

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চলন চরিত্রে ও লেবাছ পোষাকে বিজাতিদিগের অনুকরণ করিবে, সে ব্যক্তি কেয়ামতে তাহাদের সহিত উঠিবে।

**প্রশ্ন ঃ**— চুলের ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ**—নবি (ছাঃ) অনেক সময় চুলে তৈল ব্যবহার করিতেন ও দাড়িতে চিরুনী করিতেন। ইহা শরহ দু-ছুন্নাহ কেতাবে আছে।

তিনি বলিয়াছেন, যাহার চুল থাকে, সে যেন উহার সেবা করে অর্থাৎ তৈল লাগায় এবং চিরুনী করে।

তেরমেজি, আবুদাউদ ও নাছায়িতে আছে, হজরত এক এক দিবস অন্তর চুলে চিরুনী করিতে আদেশ করিয়াছেন।

ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, হজরত (ছাঃ) চুলে সিতী কাটিতেন।

কোন হাদিছে আছে, যদি চুল বিচ্ছিন্নভাবে থাকিত, তবে সিতী কাটিতেন, নচেৎ উহা আপন অবস্থায় ত্যাগ করিতেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, চুলে সিতী কাটা ও নাকাটা উভয় জায়েজ, কিন্তু সিতী কাটা আফজল।

**প্রশ্ন ঃ**— চুল কি পরিমাণ লম্বা করা জায়েজ?

**উত্তর ঃ**—হজরত (ছাঃ) এর চুল তিন প্রকার ছিল, প্রথম কানের নতি পরিমাণ, দ্বিতীয় স্কন্ধদেশ পরিমাণ, তৃতীয় উভয়ের মধ্যদেশ পরিমাণ।

তদপেক্ষা অধিক লম্বা করা মকরুহ, ছাহাবা খোরাএম আছাদির চুল অধিক পরিমাণ লম্বা ছিল বলিয়া হজরত (ছাঃ) উহা কাটিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

এবনো মাজার হাদিছে আছে, হজরত অধিক পরিমাণ লম্বা চুলের উপর ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

**প্রশ্ন ঃ**— চুল মুণ্ডন করার নিয়ম কি?

**উত্তর ঃ**—উহাতে তিনটি ছুন্নত আছে, প্রথম কেবলা মুখ করিয়া বসা দ্বিতীয় ডাহিন পার্শ্ব মুণ্ডন করিতে আরম্ভ করা তৃতীয় মুণ্ডন করার পরে চুলগুলি মাটিতে পুতিয়া রাখা। এবনো খালকান।

**প্রশ্ন ঃ**— নাভির নিম্নস্থলের চুল কাটা কি?

**উত্তর ঃ**—প্রত্যেক সাতদিবস উহা মুণ্ডন করা মোস্তাহাব, এইরূপ প্রত্যেক সাত দিবসে নখ কাটা, গোঁফ ছাটা ও গোছল করিয়া শরীর পরিস্কার করা মোস্তাহাব। এইরূপ বগলের চুল কাটা সাত দিবসের মধ্যে মোস্তাহাব।

আর যদি ৭ দিবসে না করে, তবে প্রত্যেক ১৫ দিবসে উহা করিবে, ইহা জায়েজ হইবে।

আর যদি উক্ত কার্য্যগুলি ১৫ দিবসে না করে, তবে ৪০ দিবসের মধ্যে করিবে, ৪০ দিবসের অধিক সময় অতিবাহিত করিলে, মকরুহ তহরিমি হইবে। মোজতবা কেতাবে আছে যে, ৪০ দিবসের অধিক সময় বিলম্ব করিলে, শাস্তির উপযুক্ত হইবে।

শরহে মাশারেকে আছে, এমাম মোছলেম রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত আনাছ বেনে মালেক বলিয়াছেন, নখ কাটিতে গোঁফ ছাটিতে ও বগলের চুল কাটিতে আমাদের জন্য নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে যে, আমরা যেন ৪০ দিবসের অধিক উক্ত কার্য্যগুলি ত্যাগ না করি। ইহা মরফু হাদিছ বলিয়া গণ্য হইবে।

গারায়েব কেতাবে আছে, গুপ্ত স্থানের চুল মুণ্ডন করিতে প্রথমে নাভির নিম্নস্থান হইতে আরম্ভ করিবে, যদি চুর্ণ মালিশ করিয়া গুপাঙ্গের লোম দূর করিয়া ফেলে, তাহাও জায়েজ হইবে। আঃ, ৫।৩৯৩, তাঃ ৪।২০৩ ও শাঃ, ৫।২৮৮।

**প্রশ্ন ঃ**—বগলের চুলের ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ**—গারায়েব কেতাবে আছে, উক্ত চুল মুণ্ডন করা জায়েজ আর ছিড়িয়া ফেলা উৎকৃষ্ট। মোজতবা কেতাবে আছে উক্ত লোম মুণ্ডন করা ও ছিড়িয়া ফেলা উভয় উৎকৃষ্ট। শাঃ, ৫/২৮৮, আঃ, ৫/৩৯৩ ও তাঃ, ৪/২০৩।

**প্রশ্ন ঃ**— গোঁফ ছাটার ব্যবস্থা কি কি?

**প্রশ্ন ঃ**— গোঁফ ছাটা ছুন্নত, গেয়াছিয়া কেতাবে আছে, উহা এরূপ ভাবে ছাটিবে যেন ভ্রুর ন্যায় হইয়া যায়। মোজতবা কেতাবে আছে, গোঁফ এরূভাবে ছাটি যাহাতে উহা উপরিস্থ ঠোঁটের উপরিস্থ কেনারার সমান হইয়া যায়, এরূপ ছুন্নত যাহাতে কোন মতভেদ নাই। গারায়েব কেতাবে আছে, কোন প্রাচীন বোজর্গ বলিয়াছেন হজরত ওমার (রাঃ) গোঁফের দুই পার্শ্বের নিম্নস্থ গুচ্ছদ্বয় ছাটিতেন না।

**প্রশ্ন ঃ**—গোঁফ মুণ্ডন করা যায় কি?

**উত্তর ঃ**—মুহিত ছারাখছিতে আছে, এমাম তাহাবি বলিয়াছেন, গোঁফ মুণ্ডন করা ছুন্নত, তিনি উহা আমাদের তিন এমামের মত এবং উহা ছাটা অপেক্ষা উত্তম বলিয়া দাবি করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ছাটা উত্তম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মজতবা লেখক উহা বেদয়াত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। লেখক বলেন, যে কার্য্যে মতভেদ থাকে, উহা না করা ভাল।

**প্রশ্ন ঃ**—গলা ও চেহারার চুল এবং ভ্রূ কাটা কি?

**উত্তর ঃ**—তাহতাবিতে আছে, গলার চুল মুণ্ডন করিবে না, আবু ইউছুফ রহমাতুল্লাহে আলাইহের মতে উহাতে দোষ নাই। লেখক বলেন অধিকাংশস্থলে উহাতে দোষ নাই বলিলে, মকরুহ তঞ্জিহি হওয়া বুঝা যায়।

ইয়ানবী, মোজমারাত ও তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, ভ্রুযগল কাটিয়া ফেলাতে দোষ নাই এবং নপুংসকের (হিজড়ার) তাশাব্বোহ (তুলনা) না হয় এইরূপ পরিমাণ চেহারার চুল কাটাতে কোন দোষ নাই। শাঃ, ৫/২৮৮ ও আঃ, ৫/৩৯৪।

**প্রশ্ন ঃ**—নিম্ন ঠোঁটের চুল (বাচ্চা দাড়ি) ছিড়িয়া ফেলা কি?

**উত্তর ঃ**—গারায়েব কেতাবে উহা বেদায়াত বলা হইয়াছে।—শাঃ, ঐ, আঃ, ঐ ও তাঃ ঐ।

**প্রশ্ন ঃ**—নাকের চুল ছিড়িয়া ফেলা কি?

**উত্তর ঃ**—উহা ছিড়িয়া ফেলিতে নাই, কেননা ইহাতে জখমের সৃষ্টি হয়, ইহা কেনাইয়া কেতাবে আছে। — আঃ, ঐ, শাঃ, ঐ, তাঃ, ঐ।

**প্রশ্ন ঃ**—বুক ও পৃষ্ঠের চুল মুণ্ডন করা কি?

**উত্তর ঃ**—ইহা আদবের খেলাফ (অর্থাৎ মকরুহ তঞ্জিহি), ইহা কেনাইয়া কেতাবে আছে। আঃ, ঐ, শাঃ, ঐ।

**প্রশ্ন ঃ**—দাড়ি মুণ্ডন করা কি?

**উত্তর ঃ**—দাড়ি মুণ্ডন করা পুরুষ লোকের পক্ষে হারাম।

হজরত (ছাঃ) আদেশ করিয়াছেন, "তোমরা দাড়ি লম্বা কর।" দোর্রোল মোখতারের ১/৮৯ পৃষ্ঠায় আছে, — যে দাড়ি এক মুষ্টির (কব্জার) কম হয়, উহা কাটা যেরূপ কতক মগরেব বাসি ও বহুরুপী পুরুষেরা করিয়া থাকে, কোন বিদ্যান উহা মোবাহ (হালাল) বলেন নাই। সমস্ত দাড়ি কাটিয়া ফেলা য়িহুদী ও আজমবাসি অগ্নিপুজকদিগের কার্য্য।" তাহতাবির ৩/৪৬০ পৃষ্ঠায় আছে "য়িহুদী ও অগ্নিপূজকদিগের ভাবাপন্ন হওয়া হারাম।" দোর্রোল মোখতারের ৪/৫৮ পৃষ্ঠায় আছে, পুরুষদিগের পক্ষে দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম।"

**প্রশ্ন ঃ**— দাড়ি রাখা কি?

**উত্তর ঃ**—উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, এক কব্জা পরিমাণ দাড়ি রাখা ফরজ, কেননা ফরজ ত্যাগ করিলে, হারাম হইয়া থাকে, যদি দাড়ি রাখা ছুন্নত হইত, উহা মুণ্ডন করা হারাম হইত না।

**প্রশ্ন ঃ**— দাড়ি এক কব্জার অধিক লম্বা হইলে, কাটা যায় কি?

**উত্তর ঃ**— মোলতাকার রেওয়াএতে উহা না কাটা উত্তম বলিয়া বুঝা যায়। মুহিতে ছারাখছির রেওয়াতে উহা কাটার অনুমতি বুঝা যায়। এমাম মোহাম্মদ ইহা এমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহে আলায়হের রেওয়াএত বলিয়া তাঁহার গৃহিত মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। -মাজাহেরে হক, ৩/৫০৭ পৃষ্ঠা।

"দাড়ি লম্বা করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন, এক কব্জার নীচের দাড়ি কাটিতে কোন দোষ নাই। হাছান, কাতাদা এবং অন্যান্য বিদ্বানগণ উহা মকরুহ স্থির করিয়াছেন, কেননা হজরত (ছাঃ) দাড়ি লম্বা করিতে আদেশ করিয়াছেন। তেরমজির হাশিয়া, ১০০ পৃষ্ঠা।

এবনো- হাম্মাম বলিয়াছেন, এক মুষ্টির কম দাড়ি কাটা যেরূপ কতক মগরেববাসি ও বহুরূপী পুরুষ করিয়া থাকে, কোন বিদ্বান উহা হালাল বলেন না। শেখ 'লামায়াত, কেতাবে বলিয়াছেন, ফকিহগণের কথার স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে ছুন্নত প্রমাণিত পরিমাণের (এক মুষ্টির) কম দাড়ি কাটা হারাম। তাহতাবি, নহরোলফায়েক ও শারাম্বালালিয়া হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, নেহায়ার কথার মর্ম্ম এই যে, এক মুষ্টির অধিক যাহা হইবে, উহা কাটা ভাল হেদায়া হইতে বুঝা যায় যে, ছুন্নত প্রমাণিত এক মুষ্টি। ইহা বাহারোর -রায়েকে আছে।

মুল কথা, অধিকাংশ বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে যে ছুন্নত প্রমাণিত পরিমাণ একমুষ্টি, উহার অতিরিক্ত দাড়ি নাকাটাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু কাটা ভাল। শেখ মোহাদ্দেছ মাওলানা মোহাম্মদ এছহাক (রঃ) বলিয়াছেন, আমার নিকট এক মুষ্টির

অতিরিক্ত দাড়ি কাটা জায়েজ, কিন্তু না কাটা ভাল, কতক রেওয়াএত এই মতের সমর্থন করে। আলি কারী উল্লেখ করিয়াছেন, এবনো মালেক বলিয়াছেন, দাড়ির কোন অংশ না কাটা মনোনীত মত। শেখ 'লামায়াত' কেতাবে লিখিয়াছেন, এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটা কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল উহা জায়েজ বলিয়াছেন অন্যদল উহা মকরুহ বলিয়াছেন।

**প্রশ্ন** :— পাকা চুল তুলিয়া ফেলা কি?

**উত্তর** :—বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে যে, যদি উহা সৌন্দর্য্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে করে, তবে মকরুহ তহরিমি হইবে। আর যদি এই উদ্দেশ্যে না হয়, তবে মকরুহ তঞ্জিহি হইবে, ইহা তাহতাবিতে আছে।-তাঃ, ৪/২০৩ ও শাঃ, ৫/২৮৮।

জওয়াহেরোল- আখলাতিতে এমাম আজম হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, গাজিদের পক্ষে কাফেরদের অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করা উদ্দেশ্যে পাকা চুল তুলিয়া ফেলিলে মকরুহ হইবে না।— আঃ, ৫।৩৯৫।

আবু দাউদে আছে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা পাক চুল তুলিয়া ফেলিলেও না, কেননা উহা মুছলমানদিগের পক্ষে (কেয়ামতে) জ্যোতি হইবে। যে ব্যক্তি ইছলামে পরিপক্ক কেশ হয়, আল্লাহ তাহার জন্য একটি নেকি লেখেন, একটি গোনাহ মা'ফ করেন এবং একটি দরজা বৃদ্ধি করেন তেরমেজিতে আছে, ইছলামে যে ব্যক্তি চুল পরিপক্ক হয়, কেয়ামতে উহা তাহার জন্য নুর হইবে।

**প্রশ্ন** :— স্ত্রীলোকের মস্তকের চুল কাটা কি?

**উত্তর** :— কোবরা কেতাবে আছে, যদি মস্তকের পীড়ার জন্য চুল কাটিয়া থাকে, তবে কোন দোষ হইবে না। দোর্রোল-মোখতারে আছে, বিনা ওজরে চুল কাটিলে গোনাহগার ও লা'নতগ্রস্ত হইবে। তাঃ, ঐ, আঃ, ঐ।

মাজাহেরে হক — ৩/৫১৮ পৃষ্ঠা,

"হজরত (ছাঃ) স্ত্রীলোকের কেশ মুণ্ডন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পুরুষের দাড়ি মুণ্ডন করা ও স্ত্রীলোকের মস্তকের কেশ মুণ্ডন করা সমান হারাম।

**প্রশ্ন** :—স্ত্রীলোকের দাড়ি ও গোঁফ উঠিলে, কি হইবে?

**উত্তর** :— উহা কাটিয়া ফেলা হারাম হইবে না, বরং মোস্তাহাব হইবে, ইহা তবইনোল মাহারেম কেতাবে আছে। শাঃ, ৫/২৬৪।

**প্রশ্ন** :— স্ত্রীলোকের মস্তকের চুলের সহিত অন্যচুল যোগ করা জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— নিজের চুল হউক আর অন্য স্ত্রীলোকের চুল হউক নিজের চুলের সহিত যোগ করা হারাম, কেননা নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে স্ত্রীলোক নিজের চুলের সহিত অন্য চুল যোগ করে কিম্বা যে স্ত্রীলোক উহা করাইয়া দেয়, যে স্ত্রীলোক নিজের চেহারা কিম্বা হাতে গোদানি অঙ্কিত করে, কিম্বা যে স্ত্রীলোক ইহা করাইয়া দেয়, খোদাতায়ালা তাহাদের উপর লা'নত করেন। ইহা এখতিয়ার কেতাবে আছে। তাতারখানিয়া ও কাজিখানে আছে, যদি স্ত্রীলোক নিজের বেণীর সহিত কোন চতুষ্পদ পশুর পশম সংযোগ করে, তবে কোন দোষ হইবে না। আঃ ঐ তাঃ, ৪/১৮৬ ও শাঃ ৫/২৩৪।

প্রশ্ন ঃ—পাকা চুল ও দাড়িতে খেজাব (কলপ) করা কি?

উত্তর ঃ—সমস্ত ফকিহ্ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, পুরুষলোকদিকের পক্ষে লাল রঙের খেজাব লাগান ছুন্নত এবং মুছলমানদিগের চিহ্ন।

আজিজে-কোরদরিতে আছে, এমাম আজম (রঃ) মেহদী, কাৎম (ফাৎম এক প্রকার ঘাস) নীলের পাতা দ্বারা খেজাব করা মোস্তাহাব বলিয়াছেন।

স্ত্রীলোকদিগের মনস্তুষ্টির জন্য খেজাব করাতে কোন দোষ নাই। আবু দাউদে আছে, হজরত (ছাঃ) নিজের দাড়িতে জরদ রঙের খেজাব করিতেন। ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে, হজরত আবুবকর (রাঃ) মেহদী এবং কাৎমা দ্বারা খেজাব করিতেন। হজরত ওমার (রাঃ) মেহদী দ্বারা খেজাব করিতেন। ছহিহ বোখারী ও মোছলেমে আছে ঃ—

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ খেজাব করিয়া থাকে না, তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে।

মক্কা শরিফ অধিকৃত হওয়ার দিবস আবু কোহাফাকে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহার মস্তকের চুল ও দাড়ি ছোগামা নামীয় তৃণের তুল্য সাদা হইয়া গিয়াছিল, ইহাতে নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, এই পাকা চুলকে পরিবর্ত্তন কর এবং কাল খেজাব হইতে পরহেজ কর। ইহা ছহিহ মোছলেমে আছে।

তাহতাবিতে আছে, পুরুষদিগের হাত পায়ে মেহদী দ্বারা রঞ্জিত করা মকরুহ তহরিমি। তাঃ, ৪/২১০। শাঃ, ৫/২৯৯ আঃ, ৫/৩৯৪/৩৯৫।

প্রশ্ন ঃ—কাল রঙের খেজাব লাগান কি?

উত্তর ঃ—জখিরা কেতাবে আছে, যদি মোজাহেদগণ শত্রুদের অন্তরে

আতঙ্ক সৃষ্টি করা উদ্দেশ্যে কাল রঙের খেজাব ব্যবহার করেন, তবে ইহা মোস্তাহাব হইবে, সমস্ত ফকিহ্ ইহা একমতে স্বীকার করিয়াছেন।

আর যদি স্ত্রীলোকদিগের মন আকর্ষন করা হেতু কাল খেজাব ব্যবহার করে, মকরুহ্ তহরিমি হইবে, ইহা অধিকাংশ ফকিহ্ বিদ্বানের মত। আঃ, ৫/৩৯৪, শাঃ ঐ।

কেহ কেহ উহা বিনা কারাহাত (অবাধে জায়েজ) বলিলেও, ইহা জইফ মত, কেননা হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, শেষ জামানায় একদল লোক বাহির হইবে তাহারা কবুতরের কণ্ঠের ন্যায় কাল খেজাব ব্যবহার করিবে, ইহারা বেহেশ্‌তের গন্ধ পাইবে না। আবুদাউদ ও নাছায়ী।

**প্রশ্ন ঃ**—স্ত্রীলোক পুরুষের জুতোর ন্যায় জুতা ব্যবহার করিতে পারে কি?

**উত্তর ঃ**—জায়েজ নহে, হজরত (ছাঃ) এইরূপ লোকের উপর লা'নত দিয়াছেন, মাজাহেরে হক, ৩/৫১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ঃ— স্ত্রীলোক পুরুষ লোকের পিরহানের ন্যায় পিরহান ব্যবহার করিতে পারে কি না?

উত্তর ঃ—জায়েজ নহে, যে স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় পোষাক ব্যবহার করে ও যে পুরুষলোক স্ত্রীলোকের ন্যায় পোষাক ব্যবহার করে, হজরত (ছাঃ) তাহাদের উভয়ের উপর লানত করিয়াছেন। মাদারেজুন্নাবুয়াত, ১/৪৭৩ পৃষ্ঠা,-

"মোহাদ্দেছগণের মতে ও সমস্ত আরব দেশের নিয়মে বুঝা যায় যে, নবি (ছাঃ) এর পিরহানের গেরেবান বুকের উপর ছিল এবং স্ত্রীলোকদের পিরহানের গেরেবান ঘাড়ের দুই দিকে হইবে এবং দুই দিকে দুইটি তোকমা লাগান হইবে।

কিন্তু মাওরান্নাহা ও হিন্দুস্থানের নিয়ম ঠিক ইহার বিপরীত, কেননা এই সমস্তদেশে পুরুষদিগের পিরহানের ঘাড়ের দুই দিকে দুইটি তোকমা হইয়া থাকে, আর স্ত্রীলোকদের পিরহানের গেরেবান ও তোকমা বুকের উপর হইয়া থাকে, মকতুবাত ১/৪৫৬- ৪৫৭ পৃষ্ঠা,-

মেরকাত, ৪/৪২৫ পৃষ্ঠা,- এমাম ছাইউতি ও এবনো হাজার বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) এর পিরহানের চাক বুকের উপর ছিল।

মকতুবাত, ১/৪৫৬/৪৫৭ পৃষ্ঠা।

ছওয়াল এইস্থলে ছুফিগণ পিরহানের গেরেবান (চাক) সম্মুখে করিয়া

থাকেন এবং ইহা ছুন্নত বলিয়া থাকেন, আর হজরত আমিরে খাদেমগণ স্কন্ধের দিকে পিরহানের চাক করিয়া থাকেন, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব কি ? ইহার উত্তর এই ঃ - তোমরা জানিয়া রাখ, আমাদের এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, আরবেরা পিরহানের সম্মুখের দিকে চাক করা ছুন্নত জানিয়া উহা করিয়া থাকেন।

কতক ফেকহের বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে বুঝা যায় যে, সম্মুখের দিকে চাক হয়, এইরূপ পিরহান পুরুষদিগের পরিধান করা চাই না, কেননা ইহা স্ত্রীলোকদিগের পোষাক। আবুদাউদ ও আহমদ এক হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন, যে পুরুষে স্ত্রীলোকের ন্যায় লেবাছ পরিধান করিবে, হজরত (ছাঃ) তাহার উপর লা'নত দিয়াছেন।

জামেয়োর-রমুজের ৬৭৬ পৃষ্ঠায় মুহিত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, জেম্মি কাফের দ্বীনদার ও আলেমগণের লেবাছ পরিধান করিবে না— যেরূপ চাদর পাগড়ি। বরং সূতি নির্মিত শক্ত পিরহান পরিবে এবং স্ত্রীলোকদের ন্যায় উহার চাক বুকের উপর হইবে।

জামেয়োর-রমুজের ১৫৭ পৃষ্ঠায় কাফনের অধ্যায় আছে, হেদায়া কেতাবে পুরুষের কামিছের স্থলে স্ত্রীলোকের 'দোরয়োন' درع দেওয়ার কথা আছে, যে পিরহানের বুকের চাক হয়, উহাকে 'দোরয়োন' বলা হয়, আর যে পিরহানের স্কন্ধের দিকে চাক হয়, উহাকে 'কামিছ' قميص বলা হয়। বিদ্বানগণের উক্ত শব্দদ্বয়কে এক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আমার নিকট সত্যমত এই যে, যে স্থলে স্ত্রীলোকদের পিরহানের সম্মুখে চাক হয়, তথাকার পুরুষেরা স্কন্ধের দিকে চাক করিবে আর যে স্থলের স্ত্রীলোকদের পিরহানের চাক ইহার বিপরীত হয়, পুরুষেরা তথায় সম্মুখের দিকে চাক করিবে।"

**প্রশ্ন ঃ**—হজরতের (ছাঃ) এর চাদর কি পরিমাণ ছিল?

**উত্তর ঃ**—তাঁহার চাদর চারিহাত লম্বা ও আড়াই হাত প্রস্থ ছিল। মাদারেজ, ১/৪৭৪।

**প্রশ্ন ঃ**— হজরত (ছাঃ) টুপি কিরূপ ছিল?

**উত্তর ঃ**—হজরত (ছাঃ) পাগড়ির নীচে টুপি ব্যবহার করিতেন, তাঁহার টুপি মস্তকের সহিত মিলিত থাকিত, উহা উচু থাকিত না, তিনি গোল সাদা টুপি ব্যবহার করিতেন।— মাদারেজ ১/৪৬১।

একটি জইফ ছনদের হাদিছে আছে যে, হজরত (ছাঃ) কখন কেবল টুপি ব্যবহার করিতেন, কখন কেবল পাগড়ি ব্যবহার করিতেন, কখন টুপির উপর পাগড়ি ব্যবহার করিতেন। তিনি সাদা নকশাদার ইমনবাসীদের টুপি ব্যবহার করিতেন— মেরকাত, ৪/৪২৪।

প্রশ্ন ঃ— হজরত (ছাঃ) এর তহবন্দ কিরূপ ছিল?

উত্তর ঃ — তিনি পুরু তহবন্দ ব্যবহার করিতেন, তাঁহার তহবন্দ পায়ের নলার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পৌছিত। টাখনির নীচে পড়িত না। শামায়েলে - তেরমেজি ৯, মাদারেজ ১/৪৭২।

প্রশ্ন ঃ— হজরত (ছাঃ) এর পিরহানের ঘুণ্ডি ছিল কি না?

প্রশ্ন ঃ—হজরত (ছাঃ) এর পিরহানের চাকে ঘুণ্ডি ছিল, কখন তিনি উহা তোকার সহিত যোগ করিতেন, কখন খুলিয়া রাখিতেন। মেরকাত, ৪/৪২৫

একজন লোক হজরত (ছাঃ)এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, হজরত, আমি শীকারি মানুষ, আমি কি এ পিরহানে নামাজ পড়িব? হজরত (ছাঃ) বলিলেন, হ্যাঁ, যদিও উহা কাঁটার ঘুণ্ডি দ্বারা হয়, তবু উহার চাক বন্ধ করিয়া দাও,—মেশকাত ৭৩।

ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি কেহ ঝিনুকের বোতাম ব্যবহার করে, তবে উহাতে কোন দোষ হইবে না।

প্রশ্ন ঃ— কাপড়ের কোন অংশ প্রথমে ব্যবহার করিবে?

উত্তর ঃ—প্রথমে ডাহিন দিক ব্যবহার করিবে, ইহা মোস্তাহাব, মেশকাত, ৩৭৪।

জুতা প্রথমে ডাহিন পায়ে দিবে, খুলিবার সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলিবে—মেশকাত, ৩৮০।

প্রশ্ন ঃ—জুতা, পাগড়ি ও পায়জামা কিরূপে ব্যবহার করিবে?

উত্তর ঃ— জুতা, মোজা ও পায়জামা বসিয়া পরিবে, আর পাগড়ি দাঁড়াইয়া বাঁধিবে।— মেশকাত, ৪/৪২৭/৪৫৪।

প্রশ্ন ঃ—স্ত্রীলোকেরা পাউডার বা কোন লাল রঙ মুখ ও চেহারাতে লাগাইতে পারে কি?

উত্তর ঃ— হাদিছে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।—তাঃ, ৪/১৮৬।

প্রশ্ন ঃ—বালকের হাত ও পায়ে মেহেদী লাগান কি?

উত্তর ঃ—ইয়ানাবি কেতাবে আছে, স্ত্রীলোকদের পক্ষে ইহা জায়েজ হইবে, কিন্তু বালকদিগের হাত পা মেহেদীর রঙ্গে রঞ্জিত করা মকরুহ। - আঃ, ৫/৩৯৫।

প্রশ্ন ঃ—স্ত্রীলোকদিগের পাতলা কাপড় পরা কি?

উত্তর ঃ—তাহাদের পাতলা কাপড় পরিয়া বাহির হওয়া নাজায়েজ। হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক আছে যাহারা কাপড় পরিধান করিলেও

প্রকৃতপক্ষে উলঙ্গিনী, ঝুকিতে ঝুকিতে চলিতে থাকে, পুরুষদিগের মন আকর্ষন করিতে থাকে, তাহারা বেহেশতের সুগন্ধ পাইবে না।

আবুদাউদে আছে, হজরত আবুবকরের (রাঃ) কন্যা আছমা (রাঃ) হজরত (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার পরিধানে পাতলা কাপড় ছিল, ইহাতে হজরত (ছাঃ) মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, হে আছমা স্ত্রীলোকের হায়েজ হওয়ার পরে চেহেরা ও দুই হাত ব্যতীত দেখান যাইতে পারে না।

মালেক রেওয়ায়েত করিয়াছেন, হজরত আবদুর রহমানের কন্যা হাফছা পাৎলা চাদর পরিধান করতঃ হজরত আএশার (রাঃ) নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি পাৎলা চাদর ছিড়িয়া ফেলিয়া তাহাকে মোটা চাদর পরিধান করাইয়াছিলেন।

কেনইয়া কেতাবে আছে' গরিব রেওয়াএতে আছে, স্ত্রীলোক নিজের মোহ্‌রামগণের নিকট পাৎলা চাদর ব্যবহার করিতে পারে। আঃ, ৫/৩৬৯।

**প্রশ্ন ঃ**—একজন পুরুষ লোক অন্য পুরুষের শরীরের কোন কোন অংশ দেখিতে পারে?

**উত্তর ঃ**— অন্যের গুপ্তাঙ্গ ব্যতীত সমস্ত শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। এই মতের উপর এজমা (বিদ্বানগণের একমত হইয়াছে)। ইহা এখতিয়ার কেতাবে আছে। - আঃ, ৫/৩৬২।

**প্রশ্ন ঃ**—পুরুষ লোকের গুপ্তাঙ্গ কি?

**উত্তর ঃ**—নাভির নিম্নস্থল হইতে দুই হাটু অবধি তাহার গুপ্তাঙ্গ, নাভি গুপ্তাঙ্গ নহে, কিন্তু হাটু গুপ্তাঙ্গ।

প্রস্রাব ও পায়খানার স্থান সমধিক গুরু আওরত, উরুদ্বয় তদপেক্ষা লঘুতর আওয়রত, হাটুদ্বয় তদপেক্ষা লঘুতর আওরত। যদি কেহ হাটু খোলা অবস্থায় থাকে, তবে নরমভাবে তাহার উপর এনকার করিবে, যদি সে হটকারিতা প্রকাশ করে, তবে তাহার সহিত কলহ করিবে না।

যদি কেহ উরু খোলা অবস্থায় থাকে, তবে কড়া ভাবে তাহার উপর এনকার করিবে, যদি সে হটকারিতা প্রকাশ করে তবে তাহাকে প্রহার করিবে না।

যদি কেহ লজ্জাস্থান খোলা অবস্থায় থাকে, তবে তাহাকে ঢাকিতে আদেশ করিবে, আর যদি সে হটকারিতা প্রকাশ করে, তবে তাহাকে (প্রহার করতঃ) আদব শিক্ষা দিবে। ইহা কাফি কেতাবে আছে। আঃ, ৫/৩৬২ তাঃ, ৪/১৮৩ ও শাঃ, ৫/২৫৭/২৫৮।

প্রশ্ন ঃ— অন্য পুরুষের যে শরীর দেখা জায়েজ হয়, উহা স্পর্শ করা জায়েজ হইবে কি ?

উত্তর ঃ— হ্যাঁ, জায়েজ হইবে। ইহা হেদায়া কেতাবে আছে— আঃ, ঐ।

প্রশ্ন ঃ— যে বালক বালেগপ্রায় হইয়াছে এবং কামভাবের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহার গুপ্তাঙ্গ কি?

উত্তর ঃ—তাহার গুপ্তাঙ্গ বালেগ পুরুষের তুল্য হইবে। শাঃ, ৫/২৫৭ ও তাঃ, ঐ।

প্রশ্ন ঃ— শিশুর ব্যবস্থা কি?

উত্তর ঃ— ছেরাজ কেতাবে আছে, নিতান্ত শিশুর গোপনীয় অঙ্গ নাই, একটু বড় হইলে তাঁহার লিঙ্গ ও মলদ্বার গুপ্তাঙ্গ হইবে। তৎপরে দশবৎসর অবধি লজ্জাস্থান গাঢ় আওরত বলিয়া পরিগণিত হইবে, দশ বৎসরের পর হইতে বালেগের গুপ্তাঙ্গের ন্যায় তাহার গুপ্তাঙ্গ ধরিতে হইবে।

আশবাহ কেতাবে আছে, বালকেরা ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের নিকট প্রবেশ করিতে পারিবে। শাঃ, ঐ।

প্রশ্ন ঃ— দাড়িহীন বালেগ প্রায় বালগের ব্যবস্থা কি?

উত্তর ঃ—যদি সে সুশ্রী না হয়, তবে তাহার গুপ্তাঙ্গ পুরুষের গুপ্তাঙ্গের ন্যায় হইবে। আর যদি সুশ্রী হয়, তবে স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত গুপ্তাঙ্গ হইবে, কামভাবের সহিত তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল হইবে না। যদি কামভাবের আশঙ্কা না থাকে তবে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা ও তাহার সহিত নির্জ্জনে বাস করিতে কোন দোষ নাই। এইহেতু উক্ত বালকের উপর রুপোশ ব্যবহার করার হুকুম করা হয় নাই। ইহা মোলতাকাৎ কেতাবে আছে। শাঃ, ৫/২৫৭ ও তাঃ, ৪/১৮৩।

প্রশ্ন ঃ—কামভাবের (শাহওয়াতের) সহিত স্ত্রীলোকের ও রূপবান দাড়িহীন বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম, কিন্তু এস্থলে কামভাবের ব্যাখা কি?

উত্তর ঃ— কেহ নিজের সুশ্রী পুত্র ও ভ্রাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে কিম্বা কোন মূল্যবান জিনিস দেখিতে ভালবাসে, এই পরিমাণ আগ্রহ করাতে অন্তরে কোন কামভাবের উদ্বেগ হয় না। এইরূপ বালকেরা কুশ্রী লোক অপেক্ষা সুশ্রী লোককে দেখিতে সমধিক ভালবাসে, ইহাতে কামভাব হয় না।

দাড়িধারী লোকের সহিত যে ভালবাসা হয়, তাহাতে কামভাব প্রকাশিত

হয় না এবং অন্তর বিচলিত হয় না।

উপরোক্ত সীমা অতিক্রম করিয়া যদি কেহ কোন স্ত্রীলোক বা দাড়িহীন সুশ্রী বালকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করার কামনা করে, কিম্বা তাহার সহিত এক সঙ্গে শয়ন বা সঙ্গম করার বাসনা করে, অথবা তাহার নিকট গমন করার বা তাহাকে স্পর্শ করার ইচ্ছা করে, তবে ইহাকেই শাহওয়াত (কামভাব) বলা হইবে, এইরূপ কামভাব নাথাকার দৃঢ় বিশ্বাস হইলে, স্ত্রীলোক এবং দাড়িহীন কিশোর বয়স্ক রূপবান বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ হইবে। প্রাচীন বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, পুংসঙ্গমকারীরা (লাওয়াতাৎকারীরা) কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে— এক শ্রেণী কুদৃষ্টি করিয়া থাকে, এক শ্রেণী কিশোর বয়স্কদিগের সহিত মোছাফাহা করিয়া থাকে, আর এক শ্রেণী পুংসঙ্গম করিয়া থাকে।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, যদি কেহ কামভাবের সৃষ্টি হওয়ার বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা কিম্বা ক্ষীণ ধারণা (সন্দেহ) করে, তবে উপরোক্ত শ্রেণীদ্বয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম হইবে, ইহা মুহিত ইত্যাদি কেতাবে আছে।

শামি প্রণেতা বলিয়াছেন, সর্ব্বতভাবে এইরূপ দৃষ্টিপাত না করা এহতিয়াত।

তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, (এমাম) মোহাম্মদ অতি রূপবান বালক ছিলেন, এমাম আবু হানিফা (রঃ) এত বড় খোদাভীরু হইয়াও তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে পৃষ্ঠের পশ্চাতে কিম্বা স্তম্ভের অন্তরালে বসাইতেন, নাজানি চক্ষের দোষ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় তিনি এইরূপ করিতেন— শাঃ, ৫/২৫৮।

প্রশ্ন ঃ— একজন মুসলমান স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের কোন্ কোন্ অঙ্গ দেখিতে পারে?

উত্তর ঃ—একজন পুরুষলোক অন্য পুরুষলোকের যে যে অঙ্গ দেখিতে পারে, একজন মুছলমান স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের সেই অঙ্গ দেখিতে পারে অর্থাৎ নাভির নিম্নদেশ হইতে হাটুদ্বয় পর্য্যন্ত দেখা জায়েজ হইবে না। তদ্ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ দেখিতে পারে। ইহা জখিরা কেতাবে আছে। কাফি কেতাবে ইহাকে সমধিক ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

ছেরাজিয়া কেতাবে আছে, কামভাবে (শাহওয়াতের সহিত) একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে অন্য স্ত্রীলোকের পেটের দিকে দৃষ্টিপাত করা জয়েজ নহে।

ছেরাজ-অহ্যাজ কেতাবে আছে, নেককরা স্ত্রীলোকের পক্ষে বদকার

স্ত্রীলোকের সম্মুখে চাদর ও রুপোশ খুলিয়া ফেলা এবং নিজের শরীর দেখান উচিত নহে, কেননা সে অন্য পুরুষদিগের নিকট তাহার রূপের কথা বর্ণনা করিবে।

এইরূপ কোন মুমেনা স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনো মোশরেক কিম্বা য়িহুদী খ্রীষ্টান দাসীর নিকট নিজের গোপনীয় অঙ্গ খোলা জায়েজ নহে, কিন্তু সেই দাসী তাহার নিজের দাসী হয়, তবে জায়েজ হইবে। আঃ, ৫/৩৬২।

এইরূপ মুছলমান স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন মোশরেক ও কেতাবি স্ত্রীলোকের নিকট নিজের গোপনীয় অঙ্গ খোলা জায়েজ নহে। ইহা নেছাবোল এহতেছাবে আছে। শাঃ, ৫/২৬৩।

**প্রশ্ন ঃ**—একজন স্ত্রীলোক অপর পুরুষ লোকের কোন কোন অঙ্গ দেখিতে পারে?

**উত্তর ঃ**—যদি কামভাবে না হয়, তবে তাহার নাভির নিম্নদেশ হইতে হাটুদ্বয় পর্য্যন্ত ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে পারে, যদি স্ত্রীলোক নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারে যে, পুরুষের কোন অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার অন্তরে কামভাবের সৃষ্টি হইবে না, তবে উপরোক্ত ব্যবস্থা হইবে।

আর যদি কামভাব সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা কিম্বা সন্দেহ করে, তবে তাহার পক্ষে পুরুষের কোন অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম হইবে, ইহাই ছহিহ মত, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে মোজমারাত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।- শাঃ, ৫/২৬২।

**প্রশ্ন ঃ**— একজন স্ত্রীলোক কামভাব হইতে নির্ভীক হওয়া অবস্থায় বেগানা পুরুষের যে যে অঙ্গ দেখিতে পারে, সেই সেই অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে কি?

**উত্তর ঃ**—যদি উভয়ের মধ্যে কেহ কামশক্তি সম্পন্ন হয় তবে উভয়ে কামভাব হইতে নির্ভীক হউক, আর না হউক স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষের কোন অঙ্গ স্পর্শ করা হালাল হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। -আঃ, ৫/৩৬৩।

**প্রশ্ন ঃ**—একজন পুরুষ লোকের পক্ষে স্ত্রীলোকের কোন্ কোন্ অঙ্গ দেখা জায়েজ হইবে?

**উত্তর ঃ**— এসম্বন্ধে চারি প্রকার মছলা আছে— প্রথমে এই যে, পুরুষ লোক কামভাবে হউক আর নাই হউক নিজের স্ত্রী (বিবি) ও নিজের হালাল ক্রীতদাসীর পা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেখিতে পারে কিন্তু উভয়ের যোনির দিকে দৃষ্টিপাত না করা ভাল, কেননা ইহাতে স্মৃতিশক্তি কমিয়া যায় এবং দষ্টিশক্তি ক্ষীণ

হইয়া যায়। হেদায়া কেতাবে আছে, স্ত্রী ও পুরুষের প্রত্যেকের অন্যের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত না করা ভাল, কেননা হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন কেহ স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করার জন্য উপস্থিত হয় তখন যেন যথাসম্ভব লজ্জাস্থান ঢাকিয়া রাখে এবং উভায়ে যেন গর্দ্দভের মত উলঙ্গ না হইয়া পড়ে। আরও একের অন্যের লজ্জাস্থান দেখাইলে স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়

হজরত এবনো ওমার (রাঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, একে অন্যের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে সুখ সম্ভোগ ও তৃপ্তি লাভের পূর্ণতা সম্পাদিত হয়, কাজেই ইহা উত্তম কার্য্য।

আল্লামা আএনি হেদায়ার টিকাতে লিখিয়াছেন, হজরত এবনো ওমারের এই রেওয়াএতের কোন ছহিহ কিম্বা জইফ ছনদ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। আর ইউছুফ (রঃ) বলিয়াছেন, আমি এমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলায়হেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, পুরুষ স্ত্রীর লিঙ্গ এবং স্ত্রী পুরুষের লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া থাকে, যেন পুরুষের লিঙ্গ উত্তেজিত হইয়া পড়ে, আপনি ইহাতে দোষ ভাবেন কি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, না বরং আশা করি যে, ইহাতে ছওয়াব বেশী হবে। ইহা জখিরা ও খোলাছা কেতাবে আছে।

হালাল ক্রীতদাসী বলার উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীতদাসী মজুছি (পারশিক), কিম্বা মোশরেক হয়, অথবা যে, ক্রীতদাসী একা এক পুরুষের সত্ত্ব নহে, বরং তৎসঙ্গে অন্য শরিক থাকে, কিম্বা যে ক্রীতদাসী ইহার দুধ মাতা বা দুধ ভগ্নি হইয়াছে অথবা যে দাসী অন্যের সহিত বিবাহিতা হইয়াছে, অথবা যে ক্রীতদাসী ইহার স্ত্রীর মাতা বা কন্যা হয়, এইরূপ ক্রীতদাসীদের সহিত মালিকের সঙ্গম করা হালাল নহে, কাজেই ইহার পক্ষে তাহাদের সমস্ত শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল হইবে না, বরং ইহারা বেগানা দাসীর তুল্য হইবে, ইহা মোজতাবা কেতাবে আছে।

কাহাস্তানি বলিয়াছেন, যে স্ত্রীর সহিত 'জেহার করা হইয়াছে' উহাতে কাফফারা আদায় না করা পর্য্যন্ত স্বামী তাহার লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে না, ইহা এমাম আবু হানিফা ও এমাম ইউছুফের মত। আর সে তাহার চুল, পিঠ ও বুকের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।

স্বামী হায়েজ ওয়ালী স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে কিনা, ইহাতে সন্দেহ আছে। কেনইয়া কেতাবে আছে, যদি গৃহ পাঁচহাত কিম্বা দশ হাত এইরূপ ছোট হয়, তবে স্বামী সঙ্গম করার সময় নিজের স্ত্রীকে উলঙ্গ করিতে পারে।

মাজদোল আএম্মায়-তারজোমানি রোগনোছ-ছাব্বাগি ও হাফেজোছ ছায়েলি বলিয়াছেন যদি গৃহের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ হয়, তবে ইহাতে কোন দোষ নাই।

যদি স্ত্রী সঙ্গম না করা অবস্থায় বিছানায় বসিয়া থাকে, তবে এক্ষেত্রে মোহার্রাম লোকেরা তাহাদের অনুমতি লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, কোন দোষ হইবে না, বিনা অনুমতিতে তথায় যাইবে না।

এইরূপ স্বামী স্ত্রীর সহিত নির্জ্জন স্থানে থাকা কালে চাকর ও বাঁদী তাহাদের বিনা অনুমতি তথায় উপস্থিত হইবে না, ইহা গেয়াছিয়া কেতাবে আছে।

যদি কেহ নিজের ক্রীতদাসীর হাত ধরিয়া গৃহে লইয়া দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয় এবং লোকে জানিতে পারে যে, তাহার সহিত সঙ্গম করিবে, তবে (লোক সাক্ষাতে) এইরূপ কার্য্য করা মকরুহ হইবে।

যদি কেহ স্ত্রীর সতীনের কিম্বা দাসীর সাক্ষাতে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করে, তবে এমাম মোহাম্মদের মতে মকরুহ হইবে।

এইরূপ লজ্জাহীনতা ঘটার আশঙ্কায় বোখারার বিদ্বানগণ (স্বামী-স্ত্রীর) ছাদের উপর শয়ন করা মকরুহ বলিয়াছেন। ইহা লামাম কেতাবে আছে। আঃ, ৫/৬৩ ও শাঃ, ৫/২৫৯।

**প্রশ্ন ঃ**— যে স্ত্রীলোকের যোনি ও মলদ্বার অর্থাৎ প্রস্রাব পায়খানার উভয় দ্বার ছিন্ন হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত সঙ্গম করা জায়েজ হইবে কি না?

**উত্তর ঃ**—যদি স্বামী বিশ্বাস করে যে, সঙ্গম করা কালে লিঙ্গ যোনি ব্যতীত মলদ্বারে প্রবেশ করিবে না, তবে তাহার পক্ষে সঙ্গম করা জায়েজ হইবে।

আর যদি লিঙ্গ মলদ্বারে প্রবেশ করার সন্দেহ করে, তবে তাহার পক্ষে উহা জায়েজ হইবে না। শাঃ, ৫/২৫৯ ও তাঃ,৪/১৮৩/১৮৪।

দ্বিতীয় মছলা এই যে, পুরুষলোক মোহার্রাম স্ত্রীলোকদের চুল, মস্তক, চেহারা ও বুক পায়ের নলা, পায়ের পাতা, হাতের কব্জা, হাত ও ঘাড়ের দিকে দেখিতে পারে, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, উভয় পক্ষ কামভাবের আশঙ্কা হইতে নির্ভীক হয় আর যদি কোন একজনের কামভাবের আশঙ্কা হয়, তবে পুরুষের পক্ষে উপরোক্ত অঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ হইবে না।

পুরুষ লোক তাহাদের নাভি হইতে হাটুদ্বয় পর্য্যন্ত দেখিতে পারে না, অধিক কন্তু তাহাদের পেট, পিঠ ও পার্শ্বদেশ দেখিতে পারিবে না। ইহা মবছুত ও মুহিত কেতাবে আছে। যাহাদের সহিত পুরুষের কখনও নেকাহ হালাল হইতে

পারে না, তাহাদিগকে মোহার্রাম বলা হইয়া থাকে, যথা—মাতা, দাদি, দাতির মাতা, নানি, নানির মাতা, যত উর্দ্ধে যাউক কন্যা, নাৎনি, নাৎনির কন্যা, পুৎনি, পুৎনির কন্যা, যত নিচে আসুক, ভগ্নি, ভগ্নির কন্যা, ভাইঝি, ফুফি, খালা, এইরূপ দুধ মাতা, দুধ ভগ্নি, দুধদাসী, দুধ নানি, দুধ ফুফি, দুধখালা, সৎমা, সৎপরদাদি, পুত্রবধু, পৌত্রবধু, যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হইয়াছে, তাহারা অন্য স্বামীর পক্ষে কন্যা এই সমস্ত মোহার্রাম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হয় নাই, তাহার অন্য পক্ষীয় কন্যা আজনবি (বেগানা) বলিয়া গণ্য হইবে। পুরুষের পক্ষে মোহার্রাম স্ত্রীলোকদিগের যে অঙ্গগুলি দেখা জায়েজ হইবে, যদি উভয় পক্ষের কামভাবের আশঙ্কা না থাকে, তবে সেই অঙ্গগুলি স্পর্শ করিতে পারিবে। আর যদি কোন পক্ষের কামভাবের আশঙ্কা থাকে, তবে সেই অঙ্গগুলি স্পর্শ করা হালাল হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের সহিত জেনা করিয়া থাকে, তবে জেনাকারীর পক্ষে তাহার মাতা দাদি নানি, কন্যা ও নাৎনি চিরতরে হারাম হইয়া যাইবে। এক্ষণে উক্ত পুরুষ লোক এই শ্রেণীর মোহার্রাম স্ত্রীলোকদিগের উপরোক্ত অঙ্গগুলি দর্শন ও স্পর্শ করিতে পারে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, তাহার পক্ষে উহা জায়েজ হইবে না। শামছোল আয়েম্মায়-ছারখ্ছি বলিয়াছেন, তাহার পক্ষে উক্ত অঙ্গগুলি দর্শন ও স্পর্শ করা জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে।

মুহিত কেতাবে এই মতটি ছহিহ বলা হইয়াছে। পুত্র খেদমতের উদ্দেশ্যে মাতার পেট ও পিঠ কাপড়ের উপর দিয়া টিপিয়া দিতে পারে, ইহা কেনইয়া কেতাবে আছে।

আবু জাফর (রঃ) বলিয়াছেন, আমি শেখ ইমাম আবুবকর মোহাম্মদ (রঃ) কে বলিতে শুনিয়াছি, একজন পুরুষের পক্ষে অন্য পুরুষের পায়ের নলা টিপিয়া দেওয়াতে কোন দোষ নাই উরু টিপিয়া দেওয়া মকরুহ হইবে, কিন্তু কাপড়ের উপর হইতে উহা স্পর্শ করিতে পারে।

পুরুষ লোক তাহার পিতা-মাতার পা টিপিয়া দিতে পারে এবং তাহাদের উরু টিপিয়া দিতে পারে না। ফকিহ আবু জা'ফর (রঃ) বলিয়াছেন, কাপড়ের উপর দিয়া উরু টিপিয়া দিতে ও স্পর্শ করিতে পারে, ইহা গারায়েব কেতাবে আছে।

পুরুষ লোকের মোহার্রাম স্ত্রীলোকদের সহিত বিদেশে যাওয়া এবং নির্জ্জনে

থাকা জায়েজ কিনা তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যদি উভয় পক্ষের কামভাবের আশঙ্কা না থাকে, তবে উভয় কার্য্য জায়েজ হইবে, আর যদি কোন এক পক্ষের কামভাবের বিশ্বাস হয়, কিম্বা প্রবল ধারণা হয়, অথবা ক্ষীণ ধারণা (সন্দেহ) হয় তবে উহা জায়েজ হইবে না।

কিনইয়া কেতাবে আছে, কাজি ছদরে-শহিদ বলিয়াছেন, কোন পুরুষের পক্ষে তাহার দুধ -ভগ্নির সহিত নির্জ্জনে থাকা হালাল হইবে না, কারণ অধিকাংশ সময়ে এরূপ ক্ষেত্রে জেনা হইয়া থাকে।

আরও উক্ত কেতাবে আছে, একজন স্ত্রীলোক স্বামী ও মাতা রাখিয়া মরিয়া গেল, এক্ষেত্রে যদি উক্ত জামাতা ও শ্বশুড়ী ফাছাদের আশঙ্কা না করে, তবে এক গৃহে বাস করিতে পারে। আর যদি শ্বাশুড়ী যুবতী হয় এবং প্রতিবেশীরা তাহাদের উভয়ের দ্বারা জেনা হওয়ার আশঙ্কা করে, তবে উক্ত শ্বাশুড়ীকে জামাতার সহিত থাকিতে নিষেধ করিবে।

শামি প্রণেতা বলেন, স্ত্রীর অন্যপক্ষীয় কন্যা, খালা, ফুফি যুবতী হইলে, উক্ত পুরুষের সহিত একঘরে থাকিতে পারিবে না। যদি বিদেশে মোহার্রামদিগকে উটের উপর আরোহন করাইবার কিম্বা উট হইতে নামাইবার আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে পুরুষের পক্ষে তাহদের পেটে ও পৃষ্ঠ ধরিয়া উঠান ও নামাতে কোন দোষ হইবে না। আর যদি কোন পক্ষের কামভাবের আশঙ্কা হয়, এক্ষেত্রে যদি তাহারা নিজেরাই উটের উপর আরোহণ করিতে বা উহা হইতে নামিতে পারে, তবে পুরুষ লোক তাহাদিগকে একেবারে ছুঁইবে না। আর যদি ইহা সম্ভব না হয়, তবে পুরুষে হাতে কাপড় জড়াইয়া উঠাইয়া দিবে এবং নামাইবে যেন তাহাদের শরীরের গর্ম্মি ইহার শরীরে সংক্রামিত না হইতে পারে। আর যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে সে নিজের অন্তর হইতে কামভাব দূরীভূত করার সাধ্যসাধনা করিবে অর্থাৎ নিজের কামরিপু চরিতার্থ করার ধারণা করিবে না। ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

তৃতীয় মছলা এই - একজন পুরুষ অন্য লোকের ক্রীতদাসীর কোন কোন অঙ্গ দেখিতে পারে তাহাই বিবেচ্য বিষয়, মোহার্রাম স্ত্রীলোকদিগের যে অঙ্গগুলি দেখিতে পারিবে, উপরোক্ত দাসীর সেই অঙ্গগুলি দেখিতে পারিবে, তাহার পেট ও পিঠের দিকে দেখিতে পারিবে না। দাসী সাধারণ কাপড় পরিধান করতঃ নিজের মালিকের আবশ্যকীয় কার্য্যগুলি সম্পাদন করার ও মেহমানদিগের

খেদমত করার জন্য বাহির হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে যদি উপরোক্ত অঙ্গগুলি দেখা বেগানা লোকদিগের পক্ষে হারাম হইত, তবে লোকদিগের উপর কষ্টকর হইত, আর যে কোন স্থলে কষ্টকর বিষয় উপস্থিত হয়, তাহার হুকুম সহজ করা হইয়া থাকে, কাজেই গৃহের মধ্যে আত্মীয় লোকদের পক্ষে মোহার্রাম স্ত্রীলোদিগের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, গৃহের বাহিরে বেগানা লোকদের পক্ষে উপরোক্ত দাসীদিগের সেই রূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

অন্যের ক্রীতদাসীর যে অঙ্গগুলি দেখা পুরুষের পক্ষে জায়েজ হইবে তৎসমস্ত স্পর্শ করা জায়েজ হইবে, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, উভয় পক্ষের যেন কামভাবের আশঙ্কা না থাকে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যদি উভয় পক্ষের কামভাবের আশঙ্কা না থাকে, তবে পুরুষের উক্ত দাসী কে উটের উপর আরোহন করাইতে এবং উট হইতে নামাইতে পারিবে, কাফি কেতাবে ইহা সমধিক ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

পুরুষের অন্যের দাসীর সহিত বিদেশে যাওয়া ও নির্জ্জনে থাকা জায়েজ কি না? ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে। হাকেম শহিদ ইহা হারাম বলিয়াছেন, ইহা মুহিত কেতাবে আছে। এখতিয়ার কেতাবে ইহা মনোনীত মত বলা হইয়াছে। এমাম শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি উহা হালাল হওয়ার ফৎওয়া দিতেন ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

শামী প্রণেতা বলিয়াছেন, তাহতাবি উভয় মত ছহিহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমি বলি, ইহা প্রাচীন কালের ব্যবস্থা ছিল, এই জামানার ব্যবস্থা নহে, কেননা দোর্রোল-মোখতার প্রণেতা এবনো কামাল হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন— বর্ত্তমান জামানায় ফাছাদিদের পরাক্রম হওয়ায় দাসী নিজের মোহার্রাম ব্যতীত বিদেশে গমন করিবে না, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে।

তাহ্‌তাবিতে আছে, বেগানা পুরুষের অন্য লোকের দাসীর যে অঙ্গগুলি দেখিতে পারে না, তৎসমুদয় খোলা অবস্থায় হউক, আর আবৃত অবস্থায় হউক, স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু যদি তাহাকে উটের উপর আরোহন করাইতে কিম্বা উহা হইতে নামাইতে তাহার পেট বা পিট স্পর্শ করার আবশ্যক হয়, তবে জরুরতে জন্য জায়েজ হইবে, ইহা মাহারেম ও হাশিয়ায় শিবলীতে আছ—আঃ, ৫/৩৬৫ শাঃ, ৫/২৫৯/২৬০ ও তাঃ ৪/১৮৪।

পাঠক, দাসী সংক্রান্ত আরও কতকগুলি মছলা অনাবশ্যক বশতঃ লেখা হইল না।

চতুর্থ মছলা এই যে, পুরুষ লোক বেগানা স্ত্রীলোকের কোন্ কোন্ অঙ্গ দেখিতে পারে তাহাই বিবেচ্য বিষয়। পুরুষের পক্ষে তাহার দুই হাতের তালু দেখা জায়েজ হইবে। আল্লামা শামী লিখিয়াছেন, মজহাবের ফৎওয়া গ্রাহ্য মতে তাহার হাতের পিঠ গুপ্তাঙ্গ (আওরত) কাজেই উহা দেখা জায়েজ হইবে না যদি পুরুষ লোক কামভাবের আশঙ্কা না করে, তবে তাহার চেহারা দেখিতে পারে, আর কামভাবের আশঙ্কা কিম্বা সন্দেহ করিলে, তাহার চেহারার দিকে নজর করা হারাম হইবে। ছেরাজিয়া কেতাবে আছে, কামভাবের আশঙ্কা না হইলেও বেগানা স্ত্রীলোকের মুখের দিকে নজর করা মকরুহ।

কাহাস্তানি বলিয়াছেন, ইহা প্রাচীন জামানার ব্যবস্থা ছিল, আমাদের জামানায় ফাছাদের আশঙ্কায় কামভাবের আশঙ্কা হউক, আর নাই হউক যুবতী স্ত্রীলোকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নহে।

এমাম আবুইউছুফ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন স্ত্রীলোককে রন্ধন করার রুটি প্রস্তুত করার কিম্বা কাপড় ধৌত করার জন্য চাকরাণী স্থির করা হয়, তবে জরুরতের জন্য তাহার হাতের দিকে নজর করা জায়েজ হইবে। তাহার পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কাঞ্জের নামাজের শর্ত্তের অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, উহা গোপনীয় অঙ্গ নহে, বাহরোর-রায়েকে আছে- সাধারণ স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ ফকির স্ত্রীলোকেরা এই সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকে এই হেতু উহা বলা হইয়াছে। এইসম্বন্ধে এমাম ছাহেব ও ফকিহ্গণের মতভেদ হইয়াছে। হেদায়া ও জামে' ছগীরের শরহে উহার গুপ্তাঙ্গ না হওয়া ছহিহ বলা হইয়াছে, মুহিত কেতাবে ইহা মনোনীত স্থির করা হইয়াছে। আকতা' ও কাজিখানে উহা গুপ্তাঙ্গ হওয়া ছহিহ স্থির করা হইয়াছে। এছবিজাবি ও মোরগিনানী এই মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন। এখতিয়ার প্রণেতা নামাজের মধ্যে উহা গুপ্তাঙ্গ না হওয়া এবং নামাজের বাহিরে উহা গুপ্তাঙ্গ হওয়া ছহিহ্ স্থির করিয়াছেন।

মনইয়ার টিকাকার হাদিছগুলি দ্বারা উহা সকল সময়ে গুপ্তাঙ্গ হওয়ার প্রবল মত স্থির করিয়াছেন।

লেখক বলেন, মতভেদ স্থানে উহা দৃষ্টিপাত না করা উত্তম। যদি স্ত্রীলোক যুবতী হয়, পুরুষের কামভাবের আশঙ্কা না করিলেও তাহার চেহারা ও হস্তে স্পর্শ

করিতে পারে না। ইহা হারাম হইবে কিন্তু যদি কামশক্তি রহিত বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হয়, তবে পুরুষের কামভাবের আশঙ্কা না থাকিলে, তাহার সহিত মোছাফেহা এবং তাহার হাত স্পর্শ করিতে পারিবে।

যদি উভয় পক্ষের কামভাবের আশঙ্কা না থাকে, তবে উক্ত কামশক্তি রহিতা স্ত্রীলোকের সহিত বিদেশে যাওয়া এবং নির্জ্জনে বাস করা জায়েজ হইবে, আর যদি কোন পক্ষের কামভাবের আশঙ্কা থাকে, তবে উহা জায়েজ হইবে না।

আশবাহ কেতাবে আছে, বেগানা স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের নির্জ্জনে বাস করা হারাম হইবে, কিন্তু নিম্নোক্ত তিন স্থলে জায়েজ হইবে—প্রথম, দেনাদার দাসী মহাজনের নিকট হইতে পলায়ন করতঃ কোন বিরানা গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার হেফাজত উদ্দেশ্যে নির্জ্জনে বাস করা জায়েজ।

দ্বিতীয় অতি কদাকার বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত নির্জ্জনে থাকা জায়েজ হইবে।

তৃতীয়, যদি পুরুষ ও বেগানা স্ত্রীলোকের মধ্যে কোন অন্তরাল থাকে, তবে জায়েজ হইবে।

কেনইয়া কেতাবে আছে, বিদ্বানগণ এজমা করিয়াছেন যে, বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মোহার্রাম ব্যতীত বিদেশে যাইবে না, কাজেই কোন যুবক পুরুষ কিম্বা বৃদ্ধা লোকের সহিত নির্জ্জনে থাকিবে না।

শেফা কেতাবে কেরমিনি হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কুশ্রী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এবং সঙ্গম শক্তি রহিত বৃদ্ধ পুরুষ মোহার্রামের তুল্য হইবে।

শামী প্রণেতা বলেন, উক্ত এবারতে বুঝা যায় যে, বেগানাদের পক্ষে উক্ত দুই ব্যক্তি মোহার্রামের তুল্য হইবে, আরও ইহাও অর্থ হইতে পারে যে, বদ্ধা স্ত্রীলোকের পক্ষে উপরোক্ত দুই ব্যক্তি মোহার্রামের তুল্য হইবে।

আরও কেনইয়া কেতাবে আছে, এক বাটিতে দইটি ঘর আছে, উভয় ঘরের পৃথক পৃথক দরওয়াজা ও বন্ধ করার উপায় থাকে, কিন্তু বাটির এক দরওয়াজা হয়, আর এক ঘরে একজন পুরুষ এবং দ্বিতীয় ঘরে একজন স্ত্রীলোক থাকে, তবে ইহা মকরুহ হইবে না। তিনি ইহা 'তিন' কেতাবের বরাত দিয়াছেন, অন্য কেতাবের বরাত দিয়া লিখিয়াছেন যে, এইরূপ নির্জ্জন বাস জায়েজ হইবে না।

তৎপরে কোন কেতাবের বরাত দিয়া লিখিয়াছেন যে, যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে তালাক বায়েন দেয়, আর তাহাদের একখানা ঘর ব্যতীত না থাকে, তবে উভয়ের মধ্যে পর্দ্দা স্থাপন করিবে, নচেৎ পুরুষ ও বেগানা স্ত্রীলোকের নির্জ্জন বাস

করা সাব্যস্ত হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এক বাটির দুই ঘরে পুরুষ ও বেগানা স্ত্রীলোকের থাকা জায়েজ হওয়ার মত ছহিহ।

যদি স্বামী ফাছেক না হয়, তবে তালাক বাএন প্রাপ্তা স্ত্রীলোক ও তাহার মধ্যে পর্দ্দা যথেষ্ট হইবে, আর যদি ফাছেক হয়, তবে উভয়ের মধ্যে একজন বিশ্বাস ভাজন স্ত্রীলোক থাকিবে, যে উভয়ের মধ্যে বাধা প্রদান করিতে সক্ষম হয়।

যদি বেগানা পুরুষ ও স্ত্রীলোক এক ঘরে থাকে, এবং তাহাদের মধ্যে কোন মোহার্রাম কিম্বা অন্য পুরুষ লোক থাকে, তবে ইহাতে কোন দোষ হইবে না।- শাঃ, ৫/২৬০/২৬১, আঃ, ৪।৩৬৪/৩৬৫।

**প্রশ্ন ঃ**— বেগানা স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলা জায়েজ কি না?

**উত্তর ঃ**—শারাম্বালিয়া জওহেরা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, পুরুষ লোক বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলিতে পারিবে, যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত কথা বলিতে পারিবে না।

এমাম আবুল আব্বাছ কোরতবি বলিয়াছেন, জরুরতের সময় বেগানা পুরুষদিগের স্ত্রীলোকদিগের সহিত কথা বার্ত্তা বলা জায়েজ মনে করি। তাহাদের পক্ষে উচ্চ শব্দ করা, লম্বা সুরে মিহিন স্বরে ও খণ্ড খণ্ড ভাবে কথাবার্ত্তা বলা জায়েজ ধারণা করি না, কেননা ইহাতে পুরুষদিগের মন তাহাদের দিকে আকৃষ্ট ও পুরুষদিগের কামভাব উত্তেজিত করা হয়। শাঃ, ১/৪৩১ ও মাঃ, তাঃ, ১৪০।

শামি প্রণেতা বলিয়াছেন, কেনইয়া মোজতাবা কেতাবে বেগানা স্ত্রীলোকদের সহিত মোবাহ কথা বলা জায়েজ হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। শাঃ, ঐ।

**প্রশ্ন ঃ**— স্ত্রীলোকদের কণ্ঠস্বর কি?

**উত্তর ঃ**— স্ত্রীলোকদিগের উপর আজান একামত নাই, কেননা আজানদাতা উচ্চস্থানে আরোহণ পূর্ব্বক নিজকে প্রকাশ করিয়া থাকে এবং আজানে উচ্চশব্দ করিয়া থাকে, আর স্ত্রীলোক ফাছাদের আশঙ্কায় ইহা করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। মবছুত ১/১৩৩। ফকিহগণ বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক (হজ্জের সময়) লাব্বাকা বলিতে নিজের শব্দ উচ্চ করিবে না, কেননা তাহার শব্দ উচ্চ করাতে ফাছাদ হইয়া থাকে। মবছুত, ৪/৩৩৪।

যদি স্ত্রীলোক অস্পষ্ট শব্দে আজান দেয়, তবে সংবাদ প্রদানে বিঘ্ন ঘটিবে, আর যদি উচ্চ শব্দ করে, তবে গোনাহ করিবে, কেননা উক্ত আওয়াজ আওরত (গোপনীয় বিষয়)। —মারাকিল ফালাহ ১১৫।

স্ত্রীলোক উচ্চ শব্দ করিলে, হারাম কার্য্য হইবে।— হেদায়ার টিকা, ১/১৫৫৭।

বিদ্বান্‌গণ এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে ছুন্নত এই যে, লাব্বায়কা বলিতে উচ্চ শব্দ করিবে না, কেননা তাহার শব্দ আওরত। কতক বিদ্বানের মতে উহা আওরত না হইলেও কামোত্তেজক। —উক্ত টিকা ২/১৪৭৯।

স্ত্রীলোক তকবিরে-তশরিক বলিবে না এবং জাহরিয়া নামাজে উচ্চশব্দে কোর-আন পড়িবে না, বরং স্ত্রীলোকের শব্দ আওরত, এই রেওয়াএতের উপর নির্ভর করিয়া তাহার উচ্চশব্দে কেরাত করায় যদি তাহার নামাজ ফাছেদ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যায়, তবে সঙ্গত হইবে।

কাফি, মুহিত ও এমদাদ কেতাবে স্ত্রীলোকের শব্দ আওরত বলা হইয়াছে, বোরহান হালাবি এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

আল্লামা শামি বলিয়াছেন, প্রবল মতে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর আওরত।— ১/৪৩১/৫/২৬১।

মনইয়ার টিকার বলিয়াছেন, উহা আওরত না হওয়া সমধিক যুক্তিযুক্ত মত, আবশ্য উহা ফাছাদ সৃষ্টি করে, বেগানা লোকদের সমক্ষে স্ত্রীলোকদের উচ্চশব্দ করা হারাম হইলেও উহার আওরত হওয়া বুঝা যায় না—বাঃ, ১/২৭০।

মূলকথা, স্ত্রীলোকদের উচ্চশব্দ করা হারাম। ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই, কিন্তু কি কারণে হারাম হইয়াছে? কেহ বলেন, উহা আওরত, কেহ বলেন, ফাছাদ সৃষ্টিকারী, এই হেতু হারাম হইয়াছে।

**প্রশ্ন ঃ**—কামশক্তিহীনা বালিকার ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ**— পুরুষ পক্ষে উহারদিকে দৃষ্টিপাত করা এবং উহাকে স্পর্শ করা জায়েজ হইবে।

**প্রশ্ন ঃ**—স্ত্রীলোকের ক্রীতদাস থাকিলে, তাহার ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ**— বেগানা পুরুষের ন্যায় ইহার ব্যবস্থা হইবে। এইরূপ গোলাম মালিক স্ত্রীলোকের নিকট বিনা অনুমতি দাখিল হইতে পারিবে, কিন্তু সে উক্ত গোলামের সঙ্গে বিদেশে যাইতে পারিবে না, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।—শাঃ,৫/২৬১।

**প্রশ্ন ঃ**—কাফের স্ত্রীলোকের ব্যবস্থা কি?

**উত্তর ঃ**— ঈমানদার স্ত্রীলোকের ন্যায় তাহার ব্যবস্থা হইবে।—আঃ, ৫/৩৬৫।

প্রশ্ন ঃ—জরুরতের জন্য কাহারো গুপ্তাঙ্গের দিক দৃষ্টিপাত করা জায়েজ কি?

উত্তর ঃ— যে স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার মুখ দেখিতে পারে, যদিও কামভাবের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু কাম রিপু চরিতার্থ করার ধারণা করিবে না, বরং ছুন্নত আদায় করার ধারণা করিবে।

কোন স্ত্রীলোক আসামী হইলে, কাজি (বিচারক) ও সাক্ষী তাহার মুখের দিকে নজর করিতে পারে—যদিও উভয়ের কামভাবের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু সাক্ষ্য দেওয়ার ও হুকুম করার নিয়ত করিবে, কামরিপু চরিতার্থ করার নিয়ত করিবে না।

যদি কোন স্ত্রীলোক কাহারও বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে যায়, তবে কামভাবের আশঙ্কা হইলে, তাহার মুখের দিকে নজর করা হালাল হইবে না, ইহা ছেরাজ অহ্যাজ কেতাবে আছে।

বিবাহের সম্বন্ধকারী, বিচারক ও সাক্ষী কামভাব হইতে নির্ভীক হইলেও তাহার মুখ ও হাত স্পর্শ করিতে পারিবে না।

হাজ্জাম খাৎনা দেওয়া উদ্দেশ্যে পুরুষের গুপ্তাঙ্গ, দেখিতে পারে দাই প্রসব করান উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান দেখিত পারে চিকিৎসক অস্ত্র প্রয়োগ ইত্যাদির জন্য গুপ্তাঙ্গ দেখিতে পারে এবং যথাসম্ভব চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখার চেষ্টা করিবে, ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে।

শামছোল-আয়েম্মায় ছারাখছি বলিয়াছেন, পিচকারি দেওয়া কালে একজন পুরুষ অন্য পুরুষের গুপ্তস্থান দেখিতে পারিবে।

ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে। শামছোল-আম্মায় হোলাওয়ানি বলিয়াছেন, জরুরতের জন্য পিচকারি ব্যবহার করা জায়েজ হইবে, বিনা জরুরতে জায়েজ হইবে না—ইহা জখিরা কেতাবে আছে।

কাজিখান ও হেদায়া কেতাবে আছে, যদি কোন স্ত্রীলোকের এরূপস্থানে ফোঁড়া হয়— যাহা দেখা পুরুষ লোকের পক্ষে হালাল নহে, তবে একটি স্ত্রীলোককে ঔষধ ব্যবহারের প্রণালী শিক্ষা দিবে, যদি এরূপ স্ত্রীলোক পাওয়া না যায় এবং তাহার প্রাণ নষ্ট বা গুরুতর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে ফোঁড়া স্থান ব্যতীত সমস্ত স্থান ঢাকিয়া পুরুষ লোকে ঔষধ লাগাইয়া দিবে এবং ফোঁড়া স্থান ব্যতীত যথা সম্ভব চক্ষুকে বন্ধ করিয়া রাখিবে। মোহার্রাম ও গর-মোহার্রাম সকলের পক্ষে এই ব্যবস্থা হইবে।

জওহেরা কেতাবে আছে, স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থানে ফোঁড়া হইলে, একটি

স্ত্রীলোককে ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম শিক্ষা দেওয়া জরুরী হইবে। আর যদি অন্যস্থানে ফোঁড়া হয়, তবে পুরুষে ঔষধ লাগাইবার সময় উক্ত স্থান দেখিতে পারিবে।- শাঃ, ৫।২৬১। ২৬২। ও আঃ, ৪।৩৬৫।৩৬৬।

প্রশ্ন ঃ— স্ত্রীলোক ছালাম করিলে, কিম্বা হাঁচিতে আল্‌হামদোলিল্লাহ পড়িলে, পুরুষ লোকে জওয়াব দিবে কি না?

উত্তর ঃ—যদি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছালাম করে, তবে পুরুষের এরূপ উচ্চ আওয়াজে জওয়াব দিবে যে, উক্ত স্ত্রীলোক শুনিতে পারে। আর যদি যুবতী হয়, তবে মনে মনে জওয়াব দিবে। যদি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হাঁচি হওয়ায় আল্‌হামদোলিল্লাহ পড়ে, তবে পুরুষলোকে উচ্চস্বরে 'ইয়ারহামোকাল্লাহ্' পড়িবে, যদি কোন যুবতী হাঁচির পরে আল্‌হামদোলিল্লাহ্ পড়ে, তবে পুরুষ মনে মনে ইয়ারহামোকাল্লাহ্ বলিবে। এইরূপ যদি কোন পুরুষে বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ছালাম করে কিম্বা তাহার সাক্ষাতে হাঁচির পরে আল্‌হামদোলিল্লাহ পড়ে, তবে সে উচ্চস্বরে ছালামের জওয়াব দিবে এবং ইয়ারহামোকাল্লাহ্ বলিবে। আর যুবতী স্ত্রীলোকহইলে, মনে মনে উভয় বিষয়ের জওয়াব দিবে।—শাঃ, ৫। ২৬১।

প্রশ্ন ঃ—মৃত স্ত্রীলোকের হাড়ের দিকে নজর করা জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ— যে অঙ্গের দিকে তাহার জীবিত থাকর সময় দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নহে, মৃত্যুর পরে তাহার সেই অঙ্গের হাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নহে, এমন কি তাহার ছেড়া চুল ও পায়ের কাটা নখের দিকে এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নাভীর নীচের চুলের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ হইবে না, অবশ্য স্ত্রীলোকের হাতের কাটা নখের দিকে নজর করা জায়েজ হইবে।— শাঃ ৫/২৬৩।

প্রশ্ন ঃ—স্ত্রীলোকের পরিধেয় চাদরের দিকে নজর রাখা জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ—যদি চাদরের নিচের শরীরের রং ফুটিয়া উঠিতে থাকে, তবে নজর করা জায়েজ হইবে না, নচেৎ জায়েজ হইবে, যদি কামভাবের সহিত দৃষ্টিপাত করে, তবে কোন অবস্থাতেই জায়েজ হইবে না, ইহা জখিরা ও মোজতাবা কেতাবে আছে। — শাঃ ঐ।

**সমাপ্ত**